Printed by M. M. Rukhit at the "Indian Mirror Press.
6, *College Square*,
CALCUTTA.

Published by M. M. Rukhit,
6, *College Square*,
CALCUTTA.

ব্রহ্মসংগীত।

ও

সঙ্কীর্ত্তন।

" চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্বপনং পরংবিজয়তে * * * সঙ্কীর্ত্তনং॥"

চৈতন্য।

পঞ্চম সংস্করণ।

কলিকাতা।

৬ কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে মুদ্রিত।

৮ই মাঘ ১৭৯৯ শক।

মূল্য এক টাকা।

বিজ্ঞাপন।

চতুর্থ সংস্করণ ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনের স্থচী-পত্রে যে একটু অসুবিধা ঘটিয়াছিল তাহা সংশোধন পূর্ব্বক আর একটী অতিরিক্ত সূচী পত্রে কোন্ ভাবের কত সঙ্গীত কোন্ কোন্ সংখ্যায় আছে তাহারও শ্রেণী বিভাগ করা গেল। প্রকৃতরূপে শ্রেণী বদ্ধ করা সম্ভব নহে, কেন না প্রত্যেক সঙ্গীতে কিছু না কিছু বিভিন্নতা আছে। একটী শ্রেণীর মধ্যে যতদূর সম্ভব সেই সেই সঙ্গীত আপাততঃ সন্নিবেশিত করিয়া দেওয়া হইল। যেখানে "কী" চিহ্ন সেই স্থান হইতে কীর্ত্তনের সংখ্যা আরম্ভ হইয়াছে। উদ্বোধন, আরাধনা, প্রার্থনা, উপদেশ এবং সাধারণ প্রধানতঃ এই তিন শ্রেণীতে সঙ্গীত সকল বিভক্ত করিয়া তদন্তর্গত বিশেষ বিশেষ ভাবের কয়েকটী শ্রেণীও সংক্ষেপে নিবদ্ধ করা হইল। ভরসা করি এতদ্দ্বারা মনের ইচ্ছা ও অভাবানুসারে সকলে বিভিন্ন ভাবের সঙ্গীত সহজে বাহির করিয়া লইতে সক্ষম হইবেন।

১৭৯৯ শক }
৯ই মাঘ। } সংগ্রাহক ও প্রণেতা।

উদ্বোধন।

আরাধনা।

প্রার্থনা।

সাধারণ।

সূচী পত্র।

—o—

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল চৌতাল।

গাও হে তাঁহার নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম, দয়ার্দ্র যাঁর নাহি বিরাম ঝরে অবিরত ধারে।

জ্যোতিঃ যাঁর গগণে গগণে, কীর্ত্তি ভাতি অতুল ভুবনে, প্রীতি যাঁর পুষ্পিত বনে, কুসুমিত নব রাগে।

যাঁর নাম পরশ রতন, পাপ-হৃদয় তাপহরণ, প্রসাদ যাঁর শান্তিরূপ ভকত হৃদয়ে জাগে; অন্তহীন নির্ব্বিকার, মহিমা যাঁর হয় অপার, যাঁর শক্তি বর্ণিবারে বুদ্ধি বচন হারে॥ ১।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল ঠুংরি।

গাও রে জগপতি জগবন্দন, ব্রহ্মসনাতন পাতকনাশন।

এক দেব ত্রিভুবন পরিপালক, কৃপাসিন্ধু সুন্দর ভবনায়ক।

সেবক মনোমদ মঙ্গলদাতা, বিদ্যাসম্পদ বুদ্ধি-বিধাতা; যাচে চরণ ভকত করযোড়ে, বিতর প্রেমসুধা চিত্ত-চকোরে ॥ ২ ।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল ঠুংরি।

কর তাঁর নাম গান।

যত দিন রহে দেহে প্রাণ।

যাঁর হে মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতিঃ জগত করে হে আলো; স্রোতঃ বহে প্রেম-পীযূষ বারি, সকল জীব সুখকারী হে।

করুণা স্মরিয়ে, তনু হয় পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি; যাঁর প্রসাদে, এক মুহূর্ত্তে, সকল শোক অপসারি হে।

উচ্চে নীচে, দেশ দেশান্তে, জলগর্ভে কি

আকাশে ; অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর, এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।

চেতন-নিকেতন, পরশ রতন, সেই নয়ন অনিমেষ : নিরঞ্জন সেই যাঁর দরশনে, নাহি রহে দুঃখ লেশ হে ॥ ৩।

রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

তাঁর গুণে পূর্ণ জগত।

ব্রহ্মাণ্ড যাঁর মহিমা, প্রকাশে জগত, তাঁর মহিমার কণিকা।

যাঁহার করুণা বলে, বাঁচিতেছে ক্ষুদ্র কীট, ভুবনপালক, দয়াল, দুর্ব্বল-বল, তিনি রাজরাজা।

চারিদিকে তাঁহার দয়া, তাঁহার করুণা বহিছে অনুক্ষণ শোণিতধারে, নিশ্বাস বায়ুতে ; তাঁহার করুণা, করে আনন্দ বিস্তার, করে জ্ঞান, অভয় দান, পাপে ত্রাণ, তাপে শান্তি-নীর ॥ ৪।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল ঠুংরি।

মন ভাব রে দয়াময় পদ হৃদি মাঝে।
দাও ভক্তি প্রেমাঞ্জলি সে চরণপঙ্কজে।

দেখ সরল অন্তরে বারেক চাহিয়ে, হৃদয় মন্দিরে সেই মহাপ্রভু বিরাজে।

রসনায় কর তাঁর নাম সঙ্কীর্ত্তন, মধুর দয়াল নাম কর সদা শ্রবণ; করযুগে কর সদা সে চরণ সেবন, নয়ন ভরিয়ে দেখ হৃদয়ের রাজে।

বিনীত শান্ত ভাবে বসিয়ে নির্জ্জনে, ভুবন-মোহন রূপ দেখ যোগ ধ্যানে; ভক্তিযোগে অনুরাগে হয়ে প্রেমে মগ্ন, পান কর মকরন্দ বিভুচরণ-সরোজে ॥ ৫।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল আড়া।

দয়ার সাগর পিতা করুণানিধান।
ভুল না তাঁহারে মন ভুল না কখন।

রোগ শোক পাপ দুঃখে, তিনি হে থাকেন সম্মুখে, ছাড়িয়ে দুর্ব্বল সুতে, নাহি করেন গমন।

হৃদয়-কবাট খুলি, ডাক তাঁরে পিতা বলি, দাও প্রীতির অঞ্জলি, কর দরশন ॥ ৬।

রাগিণী গৌরমল্লার।—তাল চৌতাল।

গাও তাঁরে গাও সদা, তরুণ ভানু যবে অচেতন জগতে দেও প্রাণ, জনহৃদয় প্রফুল্লকর চন্দ্র তারা, (সবে মিলে মিলে)।

সুগভীর গরজনে কাঁপাইয়ে গগণমেদিনী, মহেশের মহৎযশ ঘোষ বারিদ, (সবে মিলে মিলে)।

প্রবল সিন্ধু, স্রোতস্বতী, প্রফুল্ল কুসুম, বনরাজি, অগ্নি তুষার কেহই থেক না নীরব; যত বিহঙ্গ চিত্র বিচিত্র সবে, আনন্দ রবে গাও বিশ্ববিজয়ী-ব্রহ্মনাম, (সবে মিলে মিলে) ॥ ৭।

রাগিণী হাম্বীর।—তাল ধামাল।

আজি সবে গাও আনন্দে, তাঁর পবিত্র নাম লয়ে জীবন কর সফল।

সরল হৃদয় লয়ে, চল সবে অমৃতের দ্বারে, কত সুধা মিলিবে।

দুর্ব্বল সবল, ভীরু অভয়, অনাথ গতিহীন হয় সনাথ; সেই প্রেমশশী যবে, মধু বরষে সাধুর হৃদয়াধারে॥ ৮।

রাগিণী দেশ।—তাল তিওট।

পরিপূর্ণমানন্দং।

অঙ্গবিহীনং স্মর জগন্নিধানং।

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনোযদ্বাচোহ বাচং বাগতীতং প্রাণস্য প্রাণং পরং বরেণ্যং॥ ৯।

রাগ ভৈরব।—তাল চৌতাল।

সবে মিলে গাও তাঁহার মহিমা।

আজি কর রে জীবনের ফল লাভ।

হৃদয়থাল ভার, ভক্তিপুষ্পহার, প্রভুর চরণে ছাও রে ছাও।

নব নব রাগরচিত বন্দনমালা, গাঁথি গাঁথি দেও উপহার; বিশ্বাধার প্রভু সেই, যশোগীত তাঁরি, প্রচার সকল সংসার॥ ১০।

রাগিণী কেদারা।—তাল চৌতাল।

আজি সবে গাও, গাও রে তাঁর গুণ গান, জুড়াও রে জীবন।

অচিন্ত্য জীবন্ত দেব, অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর, তুলনা নাহিক যাঁর, পুরাণ এক মহেশ।

পরম জ্ঞান মঙ্গল, জ্যোতির্ম্ময় নির্ব্বিকার, নিরাময় নিরাকার, পরাৎপর গুণাকর।

সেবক মনোমোহন, প্রীতি-সাধন ধন, অনিবার ডাক তাঁরে পাইবে হৃদয়ধন॥ ১১।

রাগিণী কাফি।—তাল ঠুংরি।

সেই এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে, চিত্ত সমাধান কর রে।

আদি সত্য তিনি কারণ-কারণ, প্রাণরূপে ব্যাপ্ত চরাচরে; জীবন্ত জ্যোতির্ম্ময়, সকলের আশ্রয়, দেখে সেই যে জন বিশ্বাস করে।

অতীন্দ্রিয় নিত্য চৈতন্যস্বরূপ, বিরাজিত হৃদি-কন্দরে; জ্ঞান প্রেম পুণ্যে, ভূষিত নানা গুণে, যাঁহার চিন্তনে সন্তাপ হরে।

অনন্ত গুণাধার প্রশান্ত মূরতি, ধারণা করিতে কেহ নাহি পারে; পদাশ্রিত জনে, দেখা দেন নিজগুণে, দীন হীন বলে দয়া করে।

চিরক্ষমাশীল কল্যাণদাতা, নিকট সহায় দুঃখ

সাগরে ; পরম ন্যায়বান্, করেন ফল দান, পাপ পুণ্য কর্ম্ম অনুসারে।

প্রেমময় দয়াসিন্ধু কৃপানিধি, শ্রবণে যাঁর গুণ আঁখি ঝরে ; তাঁর মুখ দেখি, সবে হও হে সুখী, তৃষিত মন প্রাণ যার তরে।

বিচিত্র শোভাময় নির্ম্মল প্রকৃতি, বর্ণিতে সে অপরূপ বচন হারে ; ভজন সাধন তাঁর, করে হে নিরন্তর, চিরভিখারী হয়ে তাঁর দ্বারে ॥ ১২ ।

রামপ্রসাদী সুর।—তাল একতালা।

কে জানে বিভু কেমন।

যাঁর না পায় অন্ত, কত শত যোগী ঋষি জ্ঞানী মহাজন।

জ্ঞানে বিজ্ঞানে বুদ্ধিতে হয় না যাঁর তত্ত্ব নিরূপণ ; ও সেই অনন্ত পরম জ্ঞানে, চর্ম্ম চক্ষেতে না হয় দরশন।

বেদ বেদান্ত আদি ন্যায় পুরাণ ষড়্‌দরশন ;
এ সব তন্ন তন্ন করে যাঁরে না পায় কেহ অন্বেষণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে যাঁরে করে অবলম্বন ;
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন হইয়ে জীবনের জীবন।
কেবল সেই পারে জানিতে তাঁরে ভক্তি ভাবে ডাকে যে জন ; তিনি সরল সাধকের নিকটে আত্মস্বরূপ করেন প্রকটন ॥ ১৩।

রাগিণী পুরবী।—তাল আড়া।

দিবা অবসান হল, কি কর বসিয়া মন।
উত্তরিতে ভবনদী, করেছ কি আয়োজন।
আয়ু সূর্য্য অস্ত যায়, দেখিয়ে দেখ না তায়,
ভুলিয়ে মোহমায়ায়, হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান।
নিজ হিত যদি চাও, তাঁহার শরণ লও, ভব কর্ণধার যিনি পাপ সন্তাপহরণ ॥ ১৪।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

কত আর নিদ্রা যাও ভারতসন্ততিগণ।
নয়ন খুলিয়া দেখ শুভ উষা আগমন।

অধীনতা অন্ধকার, পাপ তাপ দুর্নিবার, মঙ্গল-জলধিজলে হতেছে চিরমগন।

সযতনে ধীরে ধীরে, প্রাতঃ সমীরণ স্বরে, ডাকেন ভারত মাতা পরি উজ্জ্বল বসন; উঠ বৎস প্রাণসম, যত পুত্র কন্যা মম, কাল রাত্রি অবসানে উদিল সুখতপন।

বিশাল বিশ্বমন্দিরে, সত্যশাস্ত্র শিরে ধরে, বিশ্বাসেরে সার করে, কর প্রীতির সাধন; নর নারী সমুদয়ে, এক পরিবার হয়ে, গলবস্ত্রে পূজ তাঁরে, যাঁ। হতে পেলে এ দিন॥ ১৫।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল ঝাঁপতাল।

জননীর কোলে বসি, কেন রে অবোধ মন,
করিছ রোদন সদা, মাতৃহীন শিশুপ্রায়।

দেখ রে মন আপনি, নিকটে তব জননী,
মা বলে ডাকিয়ে তাঁরে, শীতল কর হৃদয় ॥ ১৬ ।

রাগিণী বেহাগ ।—তাল আড়া ।

শান্তি কোথা আছে আর । অমৃত সাগর বিনা ।
ভুলে সে অমৃতে যেই বিষয় বিষের কুণ্ডে, করে
শান্তি অন্বেষণ, ভ্রমবুদ্ধি তার ।
ওরে সন্তাপিত জীব, বৃথা কেন ভ্রমিতেছ,
কাঁদিতেছ ভবারণ্যে হয়ে শান্তিহারা ; অমৃত
সাগরে যাও, যাবে তাপ পাবে শান্তি, সকলেরই
প্রতি আছে মুক্ত তাঁর দ্বার ।। ১৭ ।

রাগিণী ললিত ।—তাল আড়া ।

এত দিনে পোহাইল ভারতের দুঃখ রজনী ।
প্রকাশিল শুভক্ষণে নব বেশে দিনমণি ।
দেখে পাপেতে কাতর, সর্ব্ব জনে জর জর,
পাঠালেন স্বর্গরাজ্য, মুক্তিদাতা পিতা যিনি ।

সেই রাজ্যে প্রবেশিতে, এস সবে আনন্দেতে, ছিন্ন করি পাপপাশ বীর পরাক্রমে; ঊর্দ্ধদিকে হস্ত তুলি, গাও তাঁরে সবে মিলি, জয় জগদীশ বলি, কর সদা জয়ধ্বনি॥ ১৮।

রাগিণী গৌরসারং।—তাল আড়াঠেকা।

ভুল না ভুল না, প্রাণ সখারে ভুল না. যাতনা রবে না।

যাঁর প্রেমমুখ ছবি, আকাশে প্রকাশে রবি, সুধাধারা জ্যোৎস্না।

কতবার প্রেমভরে, দাঁড়ায়ে হৃদয় দ্বারে, ডাকিছেন তোমারে, সুমধুর স্বরে; কেমন পাষাণ মন, কেমন কঠিন প্রাণ, শুনিয়েও শুন না॥ ১৯।

রাগিণী বাগেশ্রী।—তাল আড়াঠেকা।

স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে।

বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে।

বিষয়ের দুঃখ নানা, বিষয়ীর উপাসনা, ত্যজ মম এ যন্ত্রণা, সত্য ভাব মনে ॥ ২০।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল মধ্যমান।

বল তাঁরে ভুলে থাক কোন প্রাণে। (রে কঠিন মন)।

এমনি কি বেঁধেছ হৃদয় কঠিন পাষাণে।

স্নেহক্রোড় প্রসারিয়ে, প্রেমামৃত হস্তে লয়ে, নিরত ডাকিছেন যিনি পুত্র সম্বোধনে; সুখের সামগ্রী কত, দিতেছেন অবিরত, কেমনে হবে বিস্মৃত, সেই জীবনের জীবনে।

ক্ষুধার কালে দিয়ে অন্ন, করেন যিনি পোষণ, বিপদে আশ্রয় দিয়ে রাখেন যতনে; মাতৃস্নেহ প্রকাশিয়ে, চক্ষের জল দেন মুছায়ে, শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে, বুঝান প্রবোধ বচনে।

ওরে অকৃতজ্ঞ চিত, এই কি তব উচিত, হয়ে এত সুশিক্ষিত, এই কি পরিণামে; স্বাধীনতা

লাভের ফল, শেষে কি এই হইল, জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা পেয়েছ কি ইহার জন্যে ॥ ২১ ।

রাগিণী ঝিঁঝিটখাম্বাজ।—তাল একতালা।

মরি কি সুখের সম্ব

যিনি মহান্ অনন্ত, দেখেন পুত্র ভাবে, মলিন মানবে, ভাবিলে হৃদয় হয় পুলকিত।

অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হয়ে, ক্ষুদ্র কীট জীবে দেখেন চাহিয়ে, মরি কি আশ্চর্য্য (ভাই রে) দেখ রে ভাবিয়ে, এ হতে আর কি আছে আনন্দ ।

এমন দয়ালপিতা কোথা পাবে আর, যিনি দীন দরিদ্রের লন সমাচার, গিয়ে পাপীর দ্বারে, ডাকেন বারে বারে, অন্ধে দেখাইয়া দেন স্বর্গের পথ ।

ওরে ভ্রান্ত জীব এমন পিতায় ছেড়ে, কেন স্বপ্ন

অন্বেষণ কর অন্যন্তরে, এত দয়া তবু (মরিরে) চিন্‌লিনে তাঁহারে, সংসার মোহে হইয়ে অন্ধ॥ ২২।

রাগিণী ললিত।—তাল একতালা।

কোথা যাস্‌রে ভাই তাঁর অন্বেষণে বল দেখি আমায়।

যে জন ডাক্‌তে জানে, কাতর প্রাণে, ঘরে বসে সে যে পায়।

গলায় আছে গলার হার, কোথায় যাস্‌ তাঁর তরে আর, ভাব বুঝে উঠা ভার; দেখ্‌রে প্রেম নয়নে, হৃদয় ধনে, হৃদয়মাঝে পাবি তাঁয়॥ ২৩।

রাগিণী বিভাস।—তাল একতালা।

ধর ধৈর্য্য ধর, ক্রন্দন সম্বর, আশা কর নিরাশ হইও না হইও না।

পাপীর ক্রন্দন ধ্বনি, শুনিবেন জননী, চিরদিন দুঃখ রবে না রবে না।

লয়ে প্রেম ক্রোড়ে, বসায়ে আদরে, ভাসাইবেন সবে আনন্দের নীরে; মধুর বচনে, তুষিবেন যতনে, ক্ষান্ত হও খেদ কর না কর না।

মুছাইয়ে চক্ষের জল, তাপিত প্রাণ কর্‌বেন শীতল, করিবেন মঙ্গল স্থান দিয়ে শান্তি নিকেতনে; শিশুর ক্রন্দন রব মায়ে কি কখন, নির্দ্দয় হয়ে পারেন করিতে শ্রবণ, লইবেন কোলে, পাপী পুত্র বলে, স্থির হও আর কেঁদ না কেঁদ না।

তাঁর স্নেহের নাই উপমা, অসীম তাঁর করুণা, নির্ভর কর তাঁহাতে অধীর হইও না; দেখ রে দৃষ্টান্ত তোমার মতন কত, শোকে তাপে যারা ছিল অভিভূত, চরণ ছায়ায়, পাইয়ে আশ্রয়, করিছে নির্ভয়ে সত্যের জয় ঘোষণা ॥ ২৪।

রাগ মেঘ।—তাল ঝাঁপতাল।

বিপদ রাশি দুঃখ দারিদ্র্য কি করে।
যে নিরঞ্জন পরমে ধ্যান ধরে।

কি ভয় লোকভয়ে; বিশ্বপতি মহেশ রাজ-রাজের প্রসাদ বারি গুণে, বিপদ সাগর অনায়াসে তরে।

নিয়ত বহে আনন্দ পবন, তাহে পাই নব-জীবন, নিমেষে সকল পাপ তাপ হরে; হৃদয় আকাশে, জ্যোৎস্না প্রকাশে, যখন দেখি সেই করুণাকরে॥ ২৫।

রাগিণী ছায়ানাট।—তাল আড়াঠেকা।

জান না রে কত তাঁর করুণা।

যে জন দেখে না চাহে না তারে, তারেও করিছেন প্রেম দান।

রসনা যাও তাঁর নাম প্রচার, তাঁর আনন্দ-জনন, সুন্দর আনন, দেখ রে নয়ন, সদা দেখ রে॥ ২৬।

রাগিণী কুকব।—তাল আড়াঠেকা।

কেন ভোল ভোল চিরসুহৃদে, ভুল না চির-সুহৃদে।

ধন মান প্রাণ সকলি তাঁহতে, এমন সুহৃদে কেন ভোল।

থেক না থেক না তাহতে অন্তর, তাঁরে ছেড়ে ত্রাণ কোথায়, কোথা শান্তি বল; চিরজীবন সখা চিরসহায়ে, করুণানিলয়ে কেন ভোল॥ ২৭।

রাগিণী বেহাগ।—তাল রূপক।

প্রেমমুখ দেখ রে তাঁহার।

শুভ্র সত্যস্বরূপ সুন্দর, নাহি উপমা যাঁর।

যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয় ভার; সর্ব্ব সম্পদ্ তাঁহে মিলে, যখন থাকি তাঁর সাথ।

না থাকে সংসার তাপ, করেন ছায়া দান; সকল সময়ে বন্ধু তিনি এক, সম্পদে বিপদে।

যদি আসে তাঁর কাজে, দিয়াছেন যে প্রাণ;
ছাড়ি যাব অনায়াসে তাঁরে করিব দান ॥ ২৮।

রাগিণী বেহাগ।—তাল ধামাল।

অমৃত ধনে কে জানে রে।
প্রখর বুদ্ধি না পেয়ে আসে ফিরে, তিনি হে অকিঞ্চন গুরু।
ব্যাকুল অন্তরে, চাহরে তাঁহারে, প্রাণ মন সকলি সঁপিয়ে; প্রেমদাতা আছেন ক্রোড়প্রসারি, যে জন যায় নাহি ফিরে ॥ ২৯।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল চৌতাল।

জননী সমান, করেন পালন, সবে বাঁধি আপন স্নেহগুণে।
মাতার হৃদয়ে দিলেন স্নেহনীর, দুগ্ধ দিলেন মাতার স্তনে।

পাপী তাপী, সাধু অসাধু, দিবেন সবারে মঙ্গল ছায়া; কেবা জানে কত সুখরত্ন দিবেন মাতা, লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে ॥ ৩০।

রাগিণী বাহার।—তাল একতালা।

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং। পাশ-নাশ-হেতুরেষ নতু বিচার বাগ্বলং। দর্শনস্য দর্শনেন মমনোহি নির্ম্মলং। বিবিধ শাস্ত্র জল্পনেন ফলতি তাত! কিং ফলং ॥ ৩১।

রাগিণী ইমন্ কল্যাণ।—তাল ধামাল।

শাশ্বতম ভয় মশোক মদেহং।
পূর্ণমনাদি চরাচর গেহং।
চিন্তয়ে শান্তমতে পরমেশং।
স্বীকুরু তত্ত্ব বিদামুপদেশং।
দিনকর শিশির করা বতিযাতঃ।

যস্য ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ।
ভবতি যতো জগতোস্য বিকাশঃ।
স্থিতিরপি পুনরিহ তস্য বিনাশঃ।
যদনুভবাদপগচ্ছতি মোহঃ।
ভবতি পুনর্ণ শুচামধি রোহঃ।
যোন ভবতি বিষয়ঃ করণনাং
জগতি পরং শরণং শরণানাং। ॥ ৩২।

রাগিণী ছায়ানাট।—তাল তিওট।

ছাড় মোহ ছাড়, ছাড় রে কুমন্ত্রণা।
জান তাঁরে তবে যাবে যন্ত্রণা।
দেখি তাঁহারে, জ্ঞানচন্দ্র আলোকেতে, নাশ পাপচয়ে, ভাব আনন্দে ॥ ৩৩।

রাগিণী আসওয়ারী।—তাল ঝাঁপতাল।

জাগো সকলে। (এবে) অমৃতের অধিকারী, নয়ন খুলিয়া দেখ করুণানিধান, পাপ তাপহারী।

পূরব অরুণজ্যোতিঃ, মহিমা প্রচারে, বিহগ যশঃ গায় তাঁহারি।

হৃদয়কবাট খুলি দেখরে যতনে, প্রেমময় মূরতি জনচিত্তহারী ; ডাকরে নাথে, বিমল প্রভাতে, পাইবে শান্তির বারি॥ ৩৪।

রাগিণী বাহার।—তাল ঝাঁপ তাল।

অচল, ঘন, গহন গুণ গাও তাঁহারি।

গাও আনন্দে সবে রবি চন্দ্র তারা।

সকল তরুরাজি, সাজি ফুল ফলে গাও রে, বিহঙ্গকুল গাও আজি মধুরতর তানে।

গাও জীব জন্তু আজি যে আছ যেখানে, জগৎপুরবাসী সবে গাও অনুরাগে।

মম হৃদয় গাও আজি মিলিয়ে সব সাথে, ডাক নাথ, ডাক নাথ, বলি প্রাণ আমারি॥ ৩৫।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

অয়ী সুখময়ী উষে! কে তোমারে নিরমিল।
বালার্ক সিন্দূর ফোটা কে তোমার শিরে দিল।
হাসিতেছ মৃদু মৃদু, আনন্দে ভাসিছে সবে,
কে শিখাল এই হাসি কেবা সে যে হাসাইল।
ভুবন মোহিত করি, গাইছ বিপিনে কারে,
বল কে সে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিছ যাঁরে; কমল
নয়ন মেলি, কার পানে চেয়ে আছ, কার তরে
ঝরিতেছে প্রেমঅশ্রু নিরমল।
এই ছিল জীবগণ, মৃতপ্রায় অচেতন, তব
দরশন মাত্র পাইল নব জীবন; বারেক আমারে
তুমি, দেখাও যদি দেখি তাঁরে, হেন সঞ্জীবনী
শক্তি যে তোমারে প্রদানিল ॥ ৩৬।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল ঝাঁপতাল।

চল সেই অমৃতধামে চল ভাই যাই সকলে,
নাহি যথা ব্যবধান ইহকাল পরকালে।

ঘুচিবে ভয় ভাবনা, না রবে ভব যাতনা, নিরাপদে সুখে বাস করিব পিতার কোলে।

সেখানে নাহি ক্রন্দন, শোক তাপ প্রলোভন, প্রেমানন্দে ভাসে সবে শান্তি সলিলে; অনন্ত জীবন-স্রোত, নিরন্তর প্রবাহিত, প্রেমের লহরী তাহে খেলে আশার হিল্লোলে।

যথায় সাধকগণে, প্রাণযোগ সাধনে, আছেন মগন হয়ে জীবনজলধি জলে; প্রাণাধার পরমেশ্বরে, আত্ম সমর্পণ করে, অমর হয়েছেন তাঁরা ব্রহ্মকৃপা বলে॥ ৩৭।

রাগিণী পূরবী।—তাল আড়া।

অবিশ্রান্ত ডাক তাঁরে সরল ব্যাকুল অন্তরে। হৃদয়ের ধন সেই প্রিয়তম প্রাণেশ্বরে।

এই যে সংসারধাম, নহে নিরাপদ স্থান, যতনে সঞ্চিত পুণ্য নিমেষে হরণ করে।

মুক্তি পথে নিরন্তর, হও সবে অগ্রসর, সম্মু-
খেতে স্বর্গরাজ্য পশ্চাতে চেওনা ফিরে॥ ৩৮।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল জৎ।

পুণ্য পুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোপিলভেৎ, তস্য
তুচ্ছম্ সকলম্।

যাতি মোহান্ধতমঃ প্রেমরবেরভ্যুদয়ে, ভাতি
তত্ত্বম্ বিমলম্।

প্রেমসূর্য্য যদি ভাতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে, সকলম্
হস্ততলম্॥ ৩৯।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল জৎ।

মজ মন বিভু চরণারবিন্দে; গাও তাঁর গুণ
পরম আনন্দে।

সেই চিত্তবিনোদন, মূরতিমোহন, ধ্যান ধর
সদা হৃদে; ত্যজিয়ে বাসনা, অসার কল্পনা,
পিয় প্রেমরস অবিচ্ছেদে।

যোগীজনচিত, সদা প্রলোভিত, যাঁর প্রেম মকরন্দে; জীবন সঞ্চার, পাতকী উদ্ধার, হয় নিমেষে যাঁর প্রসাদে।

মনঃসংযম, ইন্দ্রিয় দমন, করি লহ স্থান ব্রহ্ম-পদে; গাও তাঁর জয়, হইয়ে নির্ভয়, সুখ সম্পদ দুঃখ বিপদে॥ ৪০।

রাগিণী বাহার।—তাল ঝাঁপতাল।

পরম পিতা পরমেশ্বরে কর হে স্মরণ, ভজ তাঁহারে সবে বিনীত অন্তরে।

সকল নর নারী আজি প্রেমহার গাঁথিয়ে, আনন্দে উপহার দেহ তাঁর চরণে।

যাঁর কৃপা বলে মোরা ধরি এ জীবন, মানব হৃদি মাঝে বহে প্রেম অনুরাগে; সুখতরঙ্গে ভাসে সদা জগদ্বাসী জনে; সিদ্ধিদাতা বিধাতা তিনি এ ভবসংসারে॥ ৪১।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল একতালা।

ব্রহ্মরূপসাগরে মগন হও রে মন। সে সুধাময় জ্যোতিঃ কর রে দরশন।

অরূপ সচ্চিদানন্দ, পুরুষ মহানানন্ত, উদার প্রশান্ত অলখ নিরঞ্জন।

যাঁহার তেজঃ পরশে সঞ্চারে নবজীবন, হৃদয় মাঝে বহে সুখ সমীরণ।

হেরিলে সে বিশ্বরূপে সচকিত হয় প্রাণ, যাঁহার প্রভাবে মোহিত ত্রিভুবন।

ত্যজিয়ে অসার চিন্তা কর চিত্ত সংযম, যোগানন্দরস পান কর রে অনুক্ষণ॥ ৪২।

রাগিণী বারোঁয়া।—তাল ঠুংরি।

কর সদা দয়াময় নাম গান।
আনন্দেতে অবিশ্রাম।
শীতল হবে রসনা জুড়াইবে প্রাণ।

ঘুচিবে হৃদয়ভার, আনন্দ পাবে অপার,
রসাল দয়াল নাম অমৃত সমান।
বিষম সঙ্কট কালে, দয়াময় বলে ডাকিলে,
ভয় তাপ যায় চলে দুঃখ হয় অবসান ॥ ৪৩ ।

রাগিণী বিভাস।—তাল একতালা।

আর কেন বৃথা দিন করি হে হরণ।
যদি জেনেছ হে ভাই, পরিত্রাণ নাই, বিনা
সে সুহৃদ পতিতপাবন।
শান্তি ছাড়ি কেন, অনিত্য কারণ, রাশি রাশি
কতই পাপ করি অনুক্ষণ; একবার গদ গদ মনে,
প্রভুর চরণে, কৃতাঞ্জলি পুটে লইগে শরণ ॥ ৪৪ ।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল চৌতাল।

সেই অপরূপ, সংস্বরূপ, চিদানন্দ ব্রহ্মরূপ,
কর ধ্যান ওরে মন হইবে ধন্য পূর্ণকাম।
ছাড়ি মোহ কোলাহল, অদৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডে চল,
বিশ্বাস অচল শিরে কর ধীরে আরোহণ।

নিভৃত শান্তি কান্তারে, প্রেম প্রস্রবণ তীরে,
গভীর ভক্তি কন্দরে পাবে তাঁর দরশন।
অতি সুন্দর সে স্থান, পুণ্যালোকে দীপ্তমান,
যোগী জন পরমানন্দে করেন যথা যোগ ধ্যান ॥ ৪৫।

রাগিণী।—তাল জং।

আর কি দেখ রে সদা শুদ্ধ শান্ত মনে।
সচেতনে পূর্ণব্রহ্মে ডাক।
ত্যজিয়ে সংসার আশা, পূর্ণ করমন আশা,
যে জন্যেতে ভবে আশা, দেখ যেন ভুলনাক।
ধন জন যৌবন, লজ্জা ভয় অভিমান, সকল দিয়ে বিসর্জ্জন, পিতার চরণতলে পড়ে থাক ॥ ৪৬।

রাগিণী আলাইয়া।—তাল কাওয়ালী।

অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে, ভুলনারে তাঁয়।
থাকিলে তাঁহার সঙ্গে, পাপ তাপ দূরে যায়।

হৃদয়ের প্রিয়ধন তাঁর সমান কে, সেই সখা বিনে সুখ শান্তি দিবে কে তোমায়।

ধন জন জীবন সব তাঁরি করুণা, তাঁহার করুণা মুখে বলা নাহি যায়।

এত যাঁর করুণা তাঁরে কি ভুলিবে, তাঁহারে ছাড়িয়ে ভব-সাগরে ত্রাণ কোথায় ॥ ৪৭।

রাগিণী পরজ।—তাল আড়াঠেকা।

কারণ সে যে, তাঁরে ধ্যান ধর।
তিনি জগতের পিতা মাতা।
হইবে মঙ্গল তাঁহারে সাধিলে জানিসে,
যদি জানিবে, কর সাধুসঙ্গ একান্তে ॥ ৪৮।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল চৌতাল।

জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে জানে, সেই সত্য জানে; তাঁরে যেই হৃদে ধ্যায়ে সেই পায় অচল শরণ।

এক প্রথম তেজঃ সেই, একেরি অসংখ্য কিরণ, কতই মঙ্গল, জ্ঞান, ধরম, প্রীতি, কান্তি, ছায় ভুবন।

গায় তাঁহারে সপ্ত লোক, মধ্যে সেই বিশ্বালোক, অন্ত কেহ নাহি পায়।

যাচি চরণারবিন্দ, দেহি মে কৃপা-আনন্দ। আর কার দ্বারে যাব, তুমি সবার দারিদ্র্য-ভঞ্জন ॥ ৪৯।

রাগিণী ইমন্-কল্যাণ। তাল চৌতাল।

তাঁরে ভজ ভজ রে মন, সেই আদি দেব ভুবন নাথ, পরম পুরুষ, পরমেশ্বর একায়নে।

ভক্তি যোগেতে পূজ অবিরত মোক্ষ-সেতু-পাপদমনে; পবিত্র হৃদয়ে মোহন সুরে গাও সতত সেই জন্ম মরণ রহিত সনাতনে ॥ ৫০।

রাগ ভৈরব।—তাল ঠুংরি।

জয় ভব-কারণ, জগতজীবন, জগদীশ জগ-তারণ হে।
অরুণ উদিল, ভুবন ভাসিল, তোমার অতুল প্রেমে হে।
বিহঙ্গমগণ, মোহিয়ে ভুবন, কাননে তব যশঃ গায় হে।
সবারি ঈশ্বর, তুমি পরাৎপর, তব ভাব কে বুঝিবে হে।
হে জগতপতি, তব পদে প্রণতি, এ দীন হীন জনার হে ।। ৫১।

রাগিণী আলেয়া।—তাল আড়া।

তোমারি আরতি করে নিখিল ভুবন।
নিরখি জুড়াই নাথ যুগল নয়ন।
গগণথালে কেমন, দীপরূপে অনুক্ষণ, শো-ভিছে শশী তপন হৃদয়রঞ্জন; মুক্তামালা যেন

তায়, তারকা সমুদায়, মরি কিবা শোভা পায়, হে ভবভয়-ভঞ্জন।

ধূপ মলয় পবন, নিরন্তর সমীরণ, করে চামর ব্যজন, হে বিশ্বকারণ; বন উপবন যত, পুষ্প দেয় অবিরত, বাজে ভেরী অনাহত, শুনে প্রেমিক যে জন॥ ৫২।

রাগ ভৈরব।—তাল চৌতাল।

তোমারি এ রাজ্য ধনধান্যপূর্ণ শোভাময়, তোমার মহিমা গায় সকল ভুবন।

সুভগ সুরম্য সুশোভন যথা দেখি, সবে পরমাশ্চর্য্য মঙ্গল-সাজে সজ্জিত কেমন।

প্রফুল্লিত কানন গিরি নদী সাগর, অযুত অগণ্য লোক, সকলই তোমারি; ধন্য পরমকারণ, ধন্য জগতপতি, বরষিছ অবিরত প্রাণ ধন জীবন সুখ অতুলন॥ ৫৩।

রাগিণী কেদারা।—তাল চৌতাল।

বহিছে কৃপাপবন তোমার, যার হিল্লোলে দুঃখ পলায়, সুখসাগরে তরঙ্গ উঠে।

মন্দ মন্দ বরিষে অমৃত, যাতনা অপহৃত, প্রেম কুসুম ফুটে।

সেবিয়ে করুণা-বাত, সুখেতে নিশা প্রভাত, মুক্ত হইয়ে মন উৎস ছুটে।

কেবলি তাঁরি গুণে জীবন ধরে আছি, নহিলে হৃদয় টুটে॥ ৫৪।

রাগিণী বাগেশ্রী —তাল আড়াঠেকা।

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি।

তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি।

দেশ ভেদে কাল ভেদে রচনা অসীমা, প্রতি-ক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা; তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী॥ ৫৫।

রাগিণী আশা।—তাল ঠুংরি।

বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর, গায় সকল জগত-বাসী।

প্রভু দয়ার অবতার, অতুল গুণ নিধান, পূর্ণ ব্রহ্ম অবিনাশী।

না ছিল এ সব কিছু, আঁধার ছিল অতি, ঘোর দিগন্ত প্রসারি; ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল, জয় জয় মহিমা তোমারি।

রবিচন্দ্র, পরে, জ্যোতি তোমার হে, আদি জ্যোতি কল্যাণ; জগতপিতা জগতপালক, তুমি সর্ব্ব মঙ্গলের নিদান॥ ৫৬।

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী।—তাল কাওয়ালি।

জয় দেব জয় দেব জয় জগতাধার, নিরুপম নিরাকার, সর্ব্বোত্তম সার।

স্বয়ম্ভূ আদিদেব মঙ্গলময় বিধাতা, বিশ্বজন পালয়িতা, সর্ব্বসুখদাতা।

জগদীশ জগন্নাথ জয় জয় পরমাত্মন, ভূমঁ অচিন্ত্য মহান, সর্ব্বশক্তিমান।

কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু পাপ তাপ ভয়হারী, ভকত-হৃদয়বিহারী, অনন্ত গুণধারী।

প্রাণারাম সুখধাম প্রিয়তম পরমসুন্দর, সদা-নন্দ নির্ব্বিকার, শান্তির সাগর।

দয়াবান অকিঞ্চনজনচিরধন, দুঃখ দারিদ্র্য-ভঞ্জন, বিপদ বিনাশন।

জয়ব্রহ্ম ধর্ম্মরাজ নিত্য সত্য পরাৎপর, ভবার্ণবে কর্ণধার, প্রশান্ত উদার।

নিরঞ্জন নিরমল সেবক মনোমোহন, দীনহীন অধমতারণ, পতিতপাবন।

হৃদয়েশ পরমেশ জয় জয় করুণানিধান, শোক মোহ বিমোচন, জীবনের জীবন।

প্রণিপাত করি নাথ, অভয় চরণে দেহ স্থান, জয় প্রভু জগত কারণ, আশীর্ব্বাদ কর দান॥ ৫৭।

রাগিণী বাহার।—তাল তেওট।

তং পরং পরমেশ্বরং।

অমৃতানন্দরূপং পরাৎপরং পরমজ্ঞানং বয়ং স্মরামহে বয়ং ভজামহে, কারণং জনগণ মানস-পরিনিহিতং পরং পরমেশ্বরং।

অস্য নিয়মে দিনকর আভাতি, সুধাংশুঃ সঞ্চরতিখে, মহতোস্যভয়ে পবনশ্চলন্ সঞ্জীবয়তি।

বয়ং স্মরামহে বয়ং ভজামহে, পরমং জনগণ মানস পরিনিহিতং পরং পরমেশ্বরং॥ ৫৮।

রাগিণী কানেড়া।—তাল চৌতাল।

হো! ত্রিভুবননাথ! স্মরণে হয় আনন্দ, ভব-সেতু-ধর পরম কারণ।

জগন্নাথ জগদীশ জগতগুরু, জগজন হিত-কারণ, হে পাবন, ভক্ত বৎসল, ভবতারণ। পরব্রহ্ম পরমেশ্বর, পতি, সুরপতি, অতি জ্যোতি-

র্ম্ময় আনন্দরূপ; তব প্রতাপ কোথায় না হয় স্মরণ, সর্ব্বলোক প্রতিপালন॥ ৫৯।

রাগিণী খট্।—তাল একতালা।

ধন্য দেব পূর্ণব্রহ্ম, প্রাণেশ্বর দীনবন্ধু, দয়াসিন্ধু করুণানিধি ব্যাকুল চিত বারি হো।

ভগবজ্জন, হৃদিভূষণ, পাবন জগজ্জীবন, প্রভু পরম শরণ, পাপীগতি, আশ্রিত ভয়হারী হো।

অচ্যুত আনন্দ ধাম, সত্যাশ্রয় সত্যকাম, জাগ্রত জীবন্ত দেব সেবককাণ্ডারী; জ্ঞানানল দীপ্যমান, হৃদাধার হৃদয়েশ্বর, হিত-কারণ হরি কৃপালু ভকত মন বিহারী হো।

অবিনশ্বর পুরাণ পুরুষ, ভগবান্ ভক্তবৎসল কল্যাণ অমর বিশ্ব ভুবনধারী; জীবিতেশ হৃদয়রতন, পরমারন সত্য পুরুষ, সদানন্দ জগৎগুরু জগজ্জন হিতকারী হো॥ ৬০।

রাগিণী শুক্ল বেলাওল।—তাল চৌতাল।

হে প্রাণারাম, নিরঞ্জন, বিশ্বপতি, অধিরাজ, কৃপা-অবতার, সকল সৃষ্টি পরম ভূষণ।

অতি প্রবীণ, সারবান্; নন্দন, বিভু জগবন্দন দারিদ্র্য হরণ, দীনশরণ, হো রাজন্, মহাজ্ঞান, গুরু প্রধান, হর দুঃখ ॥ ৬১।

রাগিণী আলেয়া।—তাল একতালা।

কত স্থানে কত ভাবে করিছ বিহার। (হে নাথ!) অনন্ত কীর্ত্তি তোমার অতি চমৎকার।

গভীর গিরি কন্দরে, নির্ম্মল নির্ঝর নীরে, নির্জ্জন কাননে উপবনেরি মাঝার।

বিশাল জলধি জলে, প্রকাণ্ড ধবলাচলে, সুনীল নভমণ্ডলে মহিমা অপার; ভকত হৃদয় ধামে, সতীর পবিত্র প্রেমে, তব প্রেম আবির্ভাব রয়েছে বিস্তার।

ভাবুকের মন দেখে, অবাক্ হইয়া থাকে, কৃতাঞ্জলি হয়ে তোমায় করে নমস্কার॥ ৬২।

রাগিণী পরজ।—তাল চৌতাল।

অতুল জ্যোতির জ্যোতি।
গ্রহ তারাচন্দ্র তপন জ্যোতিহীন সব তথা।
এক ভানু অযুত কিরণে, উজ্জলে যেমতি সকল ভুবন, তোমার প্রীতি হইয়ে শতধা, বিরচয়ে সতীর প্রেম, জননী হৃদয়ে করে বসতি।
অভ্রভেদী অচল শিখর, ঘন নীল সাগরবর, যথা যাই তুমি তথা; রবি কিরণে তব শুভ্র কিরণ শশাঙ্কে তোমারি জ্যোতি, তব কান্তি মেঘে; সজন নগর, বিজন গহন, যথা যাই তুমি তথা॥ ৬৩।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল ঠুংরি।

অনাদি কারণ (তুমি হে), জগতজীবন।
তোমার অধিষ্ঠানে, জীব জন্তুগণে, সুখে করে

জীবন ধারণ; সর্ব্বমূলাধার, ইচ্ছায় তোমার, ব্রহ্মাণ্ড হতেছে শাসন।

সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানময়, জানিছ সমুদায়, ভূত ভবিষ্যৎ দেখ বর্ত্তমান; হে অন্তর্যামী, সর্ব্বদর্শী তুমি, জাগ্রৎ জীবন্ত চেত ।

অসীম অনন্ত, গম্ভীর প্রশান্ত, অপার অগম্য সর্ব্বশক্তিমান্; মহিমা অপার, ব্যাপ্ত চরাচর, বর্ণিতে সাধ্যকার তব গুণ।

হে আনন্দময়, সুখের আলয়, অমৃত শান্তির প্রস্রবণ; প্রেমের সাগর, সুধার আধার, কত আনন্দ কর বিতরণ।

মঙ্গলময় পিতা, দয়াময় সিদ্ধিদাতা, অনাথের নাথ দীন-শরণ; মাতৃস্নেহ গুণে, পালিছ জগজ্জনে, সন্তানবৎসল বিঘ্ন বিনাশন।

তুমি একাকী নাথ, সর্ব্বত্র বিরাজিত, অনন্ত আকাশ তব সিংহাসন; এক মাত্র অদ্বিতীয়, উপমা নাহি কোথায়, ভক্ত জন মনোবাঞ্ছা কর পূরণ।

হে দেব জ্যোতির্ম্ময়, পুণ্যের আলয়, নির্ম্মল, পতিত জন পাবন ; আমি হে পাপমতি, করি ও পদে প্রণতি, রেখ নাথ শ্রীচরণে চির দিন ॥ ৬৪।

রাগিণী কানেড়া।—তাল চৌতাল।

কে জানে মহিমা বিভু তোমার।

বলিব কি বা বচন নাহি, সবে অবাক্ না পেয়ে অন্ত তোমার।

তব রাজসিংহাসন অসীম আকাশে, তুমি অনাদি অনন্ত অবিনাশী।

যথা যাই যথা চাই, দশ দিকে তব নাম প্রচার, সব জগত পূরিত তব মঙ্গল গীতে ; কোথায় দিব হে দেব উপমা তোমার, মহারাজ-রাজ দেব-দেব বিশ্বভুবন শোভা ॥ ৬৫।

রাগিণী ইমন্‌কল্যাণ।—তাল চৌতাল।

তুমি জ্ঞান প্রাণ, তুমি সত্য তুমি সুন্দর, তুমি

মঙ্গল, তুমি ভেলা ভবার্ণবে; তুমি দীন-শরণ, তুমি গুরু পিতা পাতা।

তুমি আদি তুমি অন্ত, তুমি জ্যোতিস্বরূপ, তুমি সর্ব্বসুখদাতা।

তুমি নিত্য তুমি পুরাণ, তুমি পরম তুমি অমৃত-সেতু, তুমি অগম্য অপার; প্রপঞ্চ বিষয়াতীত, অনাদি অদ্ভুত কারণ, তুমি সকলের মূলাধার॥ ৬৬।

রাগিণী মূলতান।—তাল আড়াঠেকা।

না চাহিতে দিয়েছ সকল। (বিভু)

এই যে ইন্দ্রিয়গণ, সাধিতেছে প্রয়োজন, দিয়েছ প্রার্থনা বিনা উপযুক্ত বুদ্ধি বল।

সঞ্চার না হতে আমি, সৃজন করিলে তুমি, মাতার হৃদয়ে স্তন, মধুর অনিল জল।

না গড়িতে এ রসনা, গড়িলে সুমিষ্ট নানা, ফল শস্য যত কিছু নিবারিতে ক্ষুধানল।

এ পাষাণ অন্তরে, তোমারে পাবার তরে, অযাচিত কৃপাগুণে রোপিয়াছ জ্ঞান বল ॥ ৬৭।

রাগিণী পরজবাহার। তাল কাওয়ালি।

কি বলিয়ে ডাকিব তোমারে, বল তাই।

পিতা হয়ে পালিতেছ, কখন জননী রূপে দেখিবারে পাই।

অসহায় শিশু যবে, জননীর কোলে, আধ আধ মা মা বলে স্তন্য করে পান; আমি তখনই তাহার মূলে, নিরখি তোমায়, অমনি মা বলে ডাকি কেহ না শিখায়।

সুধু জীবের জীবন বাঁচাবারি তরে, ঢেকেছ বসুধাদেহ কত উপাচারে; তোমার এমন পালন রীতি হেরি হে যখন, ইচ্ছা হয় পিতা বলি সম্বোধি তোমায় ॥ ৬৮।

রাগিণী কানেড়া। তাল তেতালা।

অতুল করুণা তোমার, অনুপম দয়া, স্নেহের আকর প্রেমের সাগর।

হৃদয়ের প্রিয় ধন নয়ন অঞ্জন তুমি, সন্তাপ-হরণ, হায় রে জগতের আনন্দসুধাকর॥ ৬৯।

রাগিণী টোড়ী।—তাল কাওয়ালি।

অপার করুণা তোমার, জগতের জনক জননী অখিল বিধাতা।

নিশায় অসহায় থাকি যবে, নিদ্রা নাহি তব কি দিব তোমায়, কি আছে আমার।

সব মোর লও তুমি, প্রাণ হৃদয় মন, তোমা বিনা চাহি না চাহি না কিছু আর; সম্পদ বিষ-সম তোমায় ছাড়িয়ে, না জানি কি রস পায় বিষয়রসে তোমারে ভুলিয়ে॥ ৭০।

রাগিণী কাফী। তাল জৎ।

আমি হে তব কৃপার ভিখারী।

সহজে ধায় নদী সিন্ধু পানে, কুসুম করে গন্ধ দান ; মন সহজে সদা চাহে তোমারে, তোমাতেই অনুরাগী, মোহ যদি না ফেলে আঁধারে।

প্রাসাদ কুটীরে, এক ভানু বিরাজে, নাহি করে কোন বিচার ; তেমনি নাথ তোমার কৃপা হে, বিশ্বময় বিস্তার, অবারিত তোমার দুয়ার ॥ ৭১।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—তাল একতালা।

কেন তোমায় ভুলি দয়াময়।

তুমি বট হে, পাপী তাপী সাধু সবার অনন্ত জীবনাশ্রয়।

গর্ভ হতে যেমন ধরায়, ধরা হতে পুনরায়, লয়ে স্নেহে রাখ সবায়, এতে কি আছে সংশয়।

এখন যেমন অতুল যতন, মরণ অন্তেও

তেমন, পরকালে স্নেহ কোলে, রহে তব সমুদয় ॥ ৭২।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঠুংরি।

তুমি আত্মীয় হতে পরমাত্মীয়, আছে তোমা হতে কে সংসারে।

পিতা মাতা জায়া, তনয় তনয়া, আর এত দয়া কে করিতে পারে।

করুণার নিধান বিভু তুমি হে, কত না করুণা করিলে পাপীরে।

সুখসাধন এই শরীর মন, করুণার নিদর্শন নাথ তব।

গ্রহ তারক মণ্ডিত নীল নভ, ধন ধান্য ভরা রমণীয় ধরা; সুগভীর তরঙ্গিত নীরনিধি, হিম রঞ্জিত শোভন তুঙ্গ গিরি; সকলে পুলকে সম তান ধরি, করিছে করুণা তব কীর্ত্তন হে ॥ ৭৩।

রাগিণী কাফী।—তাল আড়াঠেকা।

আহা! কে দিবে আনিয়ে তাঁরে।

হারায়ে জীবনশরণে জীবনে কি কায আমার।

ঐহিকের সুখ যত, জানি তা কায নাই, সে সুখে সে ধনে; হারায়ে জীবনশরণে, জীবনে কি কায আমার॥ ৭৪।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল পোস্ত।

আমার মন ভুলালে যে কোথা আছে সে। সে দেখে আমি দেখিনে ফিরে চাই আশে পাশে। পেলাম্ পেলাম দেখ্‌লাম তাঁরে, এই সে বলে ধরি যাঁরে, বুঝি সে নয় সে হলে পরে, আর কি মন ফিরে আসে।

বল দেখিরে তরু লতা, আমার জগৎজীবন আছেন কোথা, তোরা পেয়ে বুঝি কস্‌নে কথা, তাই তোদের কুসুম হাসে।

বল্‌রে বল বিহঙ্গকুল তোরা কার প্রেমে হয়ে

আকুল, থেকে থেকে ডেকে ডেকে, উড়ে যাস্ কার উদ্দেশে।

বল দেখিরে হিমাচল, তুই কিসে এত সুশীতল, ঝরিতেছে অশ্রুজল, কার অনুরাগে মিশে।

পেয়ে বুঝি রত্নবর, সিন্ধু নাম ধরেছিস্ রত্নাকর, তাই উত্তাল তরঙ্গ তুলে নৃত্য করিস্ উল্লাসে।

লুকিয়ে থেকে প্রেম করে, এমন প্রেমত দেখি-নারে, দেখা পেলে সুধাই তারে কেন সে ভাল বাসে॥ ৭৫।

রাগিণী আলেয়া।—তাল একতালা।

কোথায় আছ দীনবন্ধু দেখা দিয়ে ঘুচাও পাপের যন্ত্রণা।

ঘোর নারকী আমি কেমনে ডাকিব তোমায় জানি না।

যদি একবার কৃপা করে, এস হে হৃদি মন্দিরে,

দেখি তোমায় নয়ন ভরে, পূরাই মনের অনেক দিনের বাসনা।

ব্যাকুল হয়েছে মন, দাও পিতা দরশন, প্রাণ যে করে কেমন, তোমা বিনে আরত কেহ জানে না॥ ৭৬।

রাগিণী ঐ।—তাল ঐ।

কোথায় হে কাঙ্গালের নিধি, হৃদয় পুত্তলী দেখা দাও একবার।

হৃদয় মন্দির আমার, তোমা বিনে হয়ে আছে অন্ধকার।

তোমারে পাইবার তরে, চাহি অন্তর বাহিরে, না দেখে নাথ তোমারে, শূন্যময় জ্ঞান হয় এ সংসার।

কি করিব কোথা যাব, কিরূপে তোমারে পাব, কবে ও মুখ হেরিব, জুড়াইব তাপিত প্রাণ হে আমার॥ ৭৭।

রাগিণী টোড়িভৈরবী।—তাল একতালা।

কোথা হে কোথা হে কোথা নাথ দয়াময়!
কত আর দুখার্ণবে ভাসিব হে নিরাশ্রয়।
কবে পাব তব চরণ, বিষাদে দহে জীবন,
হৃদি কাঁদে অনুক্ষণ, নাহি হেরে হে তোমায় ॥ ৮৭।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়া।

কোথায় রহিলে নাথ! একাকী ফেলে আমারে।
না দেখে তোমারে প্রভু, প্রাণ যে কেমন করে।
কাঁদিব আর কত বল, শুকাল নয়নের জল,
হৃদয় পাষাণ হল, বার বার পাপাচারে।
দুর্ব্বল পাপ জীবনে, সহিব বল কেমনে, তব বিরহ যন্ত্রণা ওহে দয়াময়; ডেকে নাও সন্তান বলে, এ ঘোর বিপদ কালে, স্থান দাও চরণ তলে এই জনম দুখীরে ॥ ৭৯।

বাউলে স্থর।—তাল একতালা।

কত আর কাঁদিব প্রেমময়।
তোমার প্রেমবারি বরষণে জুড়াও তাপিত হৃদয়।
তুমি কাঙ্গালের ধন তাই ডাকি তোমায়, ভবে তোমা বিনা কাঙ্গালের আর কি আছে উপায়; রাখ রাখ পিতা কাঁদে তোমার পাপী অধম তনয়।
নাথ পাপী বলে ত্যজ না আমায়, কর্ব তাপিত প্রাণ শীতল তোমার চরণের ছায়ায়; আমি নিলাম শরণ, অধমতারণ, তার তার দয়াময়॥ ৮০।

রাগিণী সোহিনী বাহার।—তাল আড়া

করিয়ে অশেষ পাপ, সহয়ে হে মনস্তাপ
অসাড় করেছি হে নাথ এই পাষাণ হৃদয়।

রাশি রাশি পাপ স্মরি, তবু পাপ কার্য্য করি,
জাগে না এ অন্ধ মম পাপে অচেতন।
তুমি বিশ্বে বিদ্যমান, সর্ব্বত্র আছ সমান,
তথাপি দেখি না হে নাথ, মোহে অন্ধ অনুক্ষণ।
তোমার করুণা ভিন্ন, উপায় না দেখি অন্য,
পাপেতে ডুবিয়ে মরি, রাখ রাখ হে ঈশ্বর॥ ৮১।

রাগিণী মুলতান।—তাল একতালা।

চিরদিন জ্বলিবে কি হৃদয় অনল, প্রভো। কৈ বিষয় বাসনা, পাপের বেদনা, এখনত ঘুচিল না॥

দাও দরশন জুড়াই হে নয়ন, নাহি প্রয়োজন অন্য কোন ধন, প্রভু তোমার চরণ অমূল্য রতন আমি শুনেছি হে; দুখানলে দগ্ধ হল হে জীবন, ওহে দীননাথ লইলাম শরণ, দরিদ্রের দুঃখ কর হে মোচন, দরিদ্রের দুঃখহারী হে॥ ৮২।

রাগিণী ললিত।—তাল ঐ।

চেয়ে দেখ নাথ, একবার এ অধম সন্তানে।
পাপে তাপে জর জর, ত্রাণ কর ছায়া দানে।
তুমি বিনা বল আর, কে করিবে নিস্তার, কে তারে কাতরে ওহে কাতরশরণ; আছি শত দোষে দোষী তবু তোমারি সন্তান, দয়া গুণে ক্ষমা কর এ শরণাগত জনে॥ ৮৩।

রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

জানিতেছ হৃদয়বাসনা নাথ।
কি আর বলিব, হে অনাথশরণ, দাও শ্রীচরণ, সন্তানে করি করুণা।
ও পদ সেবনে, কাটিব জীবনে, তোমার মননে নিয়োযিব মনে, তব গুণ গানে রাখিব রসনা বাসনা করিছি এই; তবে কেন পাপপথে অবিরত, ধায় মম দুষ্ট পাপ চিত্ত নাথ, হল এ কি দায়, না দেখি উপায়, বিনা তব করুণা॥ ৮৪।

রাগিণী কেদারা।—তাল কাওয়ালি ঠেকা।

তার হে ভয়হর ভবতারণ, হে ভব তারণ।

ঘোরতর সংসারে, তুমি বিনা কে তারে, ওহে পতিতজনপাবন॥ ৮৫।

রাগিণী ললিত।—তাল সওয়ারি।

তুমি জ্যোতির জ্যোতি, দেখা দাও হে।

রবি শশী তারা শোভে না আমার কাছে, যদি হারাই তোমারে।

কিসের সে জীবন যৌবন তোমা বিহনে, কি হবে সে জ্ঞানে যাতে তোমারে না পাই॥ ৮৬।

রাগিণী বেহাগ।—তাল কাওয়ালি।

তুমি বিনা কে প্রভু সঙ্কট নিবারে।

কে সহায় ভব অন্ধকারে, রয়েছি বন্দীসম মোহের আগারে, কলুষিত পাপ বিকারে;

বিষয়রসে রত, তব প্রেমামৃত ছাড়ি মনভৃঙ্গ বিহার।

বিতর কৃপা তব যার গুণে প্রভু, মৃত দেহে জীবন সঞ্চারে; পাপতিমির নাশি, বিরাজ হৃদয়ে আসি, কি আর জানাব তব দ্বারে ॥ ৮৭।

রাগিণী বাহার মল্লার।—তাল ঢিমে তেতালা।

তুমি সর্ব্ব মূলাধার চিরকাল;

কেবল আমি বিষম জঞ্জাল হে

তুমি সর্ব্ব রাজ্যেশ্বর, আমি নহি স্বতন্তর হে, পিতার কাছে পুত্র কবে হয়ে থাকে পর আবার উদ্ধত হইলে সুত পিতা নহেন করাল।

তোমা ভিন্ন বাঁচি নে, তবু তোমার ডাকিনে হে আমার আমিত্ব তোমার অধিষ্ঠানে; তোমার তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদে আমার গ্রাস করয়ে কাল।

তাই করি প্রার্থনা, যেন না হই বঞ্চনা, সিদ্ধ

কর সিদ্ধেশ্বর এই বাসনা ; তব উপাসকে বিপাকে না ফেলে যেন মোহ জাল ॥ ৮৮।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—তাল একতালা।

পতিতপাবন, এ পাতকী জন, পাবে কি কথন চরণ তোমার।

কুটিল হৃদয়, কুচিন্তার আলয়, না হয় সহজে প্রেমোদয় যার।

অকলঙ্ক তুমি পুণ্যের আধার, চির কলঙ্কিত আমি দুরাচার ; তুমি অন্তর্যামী, হৃদয়ের স্বামী, জানিছ সকলি বলিব কি আর।

এ ঘোর সঙ্কটে করিতে উদ্ধার, অকিঞ্চন নাথ কেহ নাই আমার ; যা কর এখন, বিপদভঞ্জন, আমার ত ভরসা কিছু নাহি আর॥ ৮৯।

রাগিণী দেশ।—তাল তেওট।

থেক না থেক না দূরে নাথ।

সম্পদ কালে. ঘোর বিপাকে, পাপ বিকারে. চির দিন আমি তোমারি।

ধন মান চাহি না তোমা হতে, দেও এই অধিকর, নিয়ত নিয়ত যেন সহচর অনুচর থাকি তোমারি ॥ ৯০।

বাউলে সুর।—তাল একতালা।

দয়ার নিধি দয়া কর কাঙ্গাল জনে।

আমি কেমন করে দেখ্‌বো তোমায় এই পাপ পাষাণ মনে।

আমি এই হে জানি অধমতারণ অধম তরে নামের গুণে, তুমি পাপী তাপীর পিতা মাতা ভরসা আছে মনে ॥ ৯১।

রাগিণী।—তাল একতালা।

দীননাথ আমরা দীনের বেশে এসেছি হে তোমারি দ্বারে।

শুনে তোমার দয়ার কথা এসেছি বড় আশা করে।

পড়ে মোহ অন্ধকারে, দেখিতে না পাই তোমারে, কোথা প্রভু দয়া করে. দেখা দেও দীনের হৃদয় কুটীরে।

কারেও না দেখি সংসারে, পতিতে উদ্ধার করে, পাপ হৃদয় কেমন করে, ওহে পতিত-পাবন একবার চাও হে ফিরে॥ ৯২।

কীর্ত্তন ভাঙ্গাস্থর।—তাল একতালা।

দীনবন্ধু এই দীনের প্রতি হও সদয় হে।

আমার আর কেহ নাই তুমি বিনা এই জগত মাঝারে।

আমি লইয়াছি শরণ ওহে দীনশরণ কৃপা-ময় কৃপা করি কর মোরে ত্রাণ; আমি অতি দুর্ব্বল, (দীননাথ) নাই কোন সম্বল, তুমি হীন বলের বল তাই ডাকি হে তোমারে ॥ ৯৩।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়াঠেকা।

অনাথে চাহিয়া দেখ অনাথশরণ। কি জানাব জানিতেছ হৃদয় বেদন।

তোমা বিহনে কে আর, ঘুচাবে হৃদয়ভার, তুমি ভরসা আমার, আমি অকিঞ্চন।

সংসার পিশাচ ঘোর, পিষিছে হৃদয় মোর, টানিছে নরক পথে করিতেছে তর্জ্জন; পড়ে আছি অসহায়, একেবারে নিরুপায়, জীবনে মরণ প্রায়, ওহে মৃতসঞ্জীবন ॥ ৯৪।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল আড়া।

আমার আর কেহ নাই।
তোমারে হৃদয়ে রেখে এ প্রাণ জুড়াই।
তোমা বিনে সব শূন্য, এ সংসার অরণ্য, কে আছে আর তোমা ভিন্ন কার পানে চাই॥ ৯৫।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল জৎ।

আমায় ছেড় না হে, এনেছ যদি হে দয়াময়।
আমি সকল দেখিয়াছি প্রভু, এখন পড়েছি তোমারি পায়।
নাহি আমার কোন বল, কেমনে থাকিব বল, এখন কৃপা করে রাখ প্রভু বেঁধে মোরে তব পায়।
না জানি ডাকিতে তোমায়, এখন কিছু কর মোর উপায়; একবার হৃদয় মাঝে দাঁড়াও প্রভু জুড়াই তাপিত হৃদয়॥ ৯৬।

রাগিণী ললিত।—তাল একতালা।

আর কিছু নাই ভরসা সংসারে তোমা ভিন্ন।

পড়ে পাপে অনুতাপে হৃদয় হল অবসন্ন; যথা যাই, শান্তি নাই, ক্ষম দাসে হও প্রসন্ন।

চারিদিকে অন্ধকার, বিষাদে হৃদয় ভার, পুড়িছে অনলে যেন হৃদয় আমার; কতবার চাব আর, ক্ষমা করেছ অগণ্য; অপরাধী নিরবধি একি হল মতিচ্ছন্ন॥ ৯৭।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল ঝাঁপতাল।

আহা আর কোথা যাব তোমারে ছাড়িয়ে।
কেবা আর দিবে সুখ হৃদয় ভরিয়ে।

পাপেতে তাপিত হয়ে, কোথায় আর কাঁদিব গিয়ে, শীতল করিবে কেবা কাতর দেখিয়ে।

ভবলীলা হলে সাঙ্গ, কে হইবে মম সঙ্গ,

চিরদিন কে রাখিবে, আপন আলয়ে; কাহাকেও দেখি নে আর, তুমি হে সকল সার, আশ্রিত আছি হে আমি তোমার আশ্রয়ে ॥ ৯৮।

রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

এ কি ঘোর মায়াজালে ঘেরিল আমায় প্রভু।

আমি মনে করি ভুলি সংসারবাসনা, ভুলিতে তবু পারি নে।

তোমারি চরণে সঁপিলাম এ প্রাণে, করুণা নয়নে হের মোর পানে, তোমার বিহনে কি কায জীবনে, জীবনের প্রবাহ হে; দেও দরশন এ দুঃখ সাগরে, মহিমা তোমারি থাকিবে সংসারে, সন্তানের চক্ষে বহিতেছে ধারা কেমনে সুস্থির রবে হে ॥ ৯৯।

মধুকাণের সুর।—তাল কাওয়ালি।

কাঙ্গালের ধন কোথা তুমি।

একবার এসে দেখ প্রভু, যে দুখে দিন কাটাই আমি।

অহরহ মরি জ্বলে, হৃদয়ের পাপানলে, জানাতে না পারি বলে, জান সকল অন্তর্যামী।

যে ধনের কাঙ্গালী হয়ে, ফিরিতেছি চেয়ে চেয়ে, বল্‌তে গো বিদরে হিয়ে, জানছ সকল অন্তর্যামী।

কাঁদিতেছি ফিরে ফিরে, অথচ আছ অন্তরে, দেখিতে না পাই ঘরে, কোথায় ওহে হৃদয়স্বামী।

থাকি আমি যে করে, আমার এই শূন্য ঘরে, অন্যে কি জানিতে পারে, জান কেবল অন্তর্যামী ॥১০০।

রাগিণী সিন্ধু।—তাল মধ্যমান।

কত যে অপরাধী আছি নাথ তোমারি চরণে।
পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ কত করেছি জীবনে।
কখন দিনান্তে একবার, ভাবি নাই তোমারে
আমি, নিরন্তর ভ্রমিয়াছি সুখ অন্বেষণে।
নিশ্চয় জেনেছি এখন, গতি নাই তোমা বিনা,
স্থান দাও চরণ ছায়ায়, এ গতিবিহীনে॥ ১০১।

বাউলে সুর।—তাল একতালা।

কাতর প্রাণে ডাকি তোমায় তাই।
আমি জেনেছি হে পাপী তাপীর তোমা
বিনা গতি নাই।
মনে সাধ বড় হে জীবনের জীবন, সদা
হৃদয় মাঝে প্রেমফুলে নাথ পূজিব চরণ; ঘুচাও
পাপের জ্বালা পূরাও আশা, তোমার গুণ
নিয়ত গাই॥ ১০২।

রাগিণী পাহাড়ী।—তাল আড়া।

কি আর জানাব নাথ যাতনা তোমায় হে।
অপরাধ মনে হলে কাঁপয়ে হৃদয় হে।
নাহি কিছু ধর্ম্মবল, কি করি পথ সম্বল, নয়-
নেতে আসে জল, না দেখি উপায় হে।
না হল আত্মার যোগ, না হল সত্যের ভোগ,
কুকর্ম্মের ফলভোগ, কত আর করিব হে।
ভবলীলা সাঙ্গ হলে, ত্যজ না পাতকী বলে,
স্থান দিও চরণ তলে, লয়েছি শরণ হে ॥ ১০৩।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল মধ্যমান।

কেমনে ধরিব জীবন। (তাই ভাবি হে)
যায় যদি চিরদিন করিতে ক্রন্দন।
সংসারে যন্ত্রণা পেয়ে, এসেছি ব্যাকুল হয়ে,
তোমার নিকটে নাথ, জুড়াতে তাপিত প্রাণ।
আমি হে জনম দুখী, তোমার আশ্রয়ে থাকি,
পাপের বন্ধন আমার কর হে মোচন; ও নাথ

কেহ যার নাহি কোথায়, তুমি নাকি তার সহায়, সেই আশায় দয়াময় লয়েছি চরণে শরণ।

পিতা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, বিলম্ব সহে না আর, পারিনে এ দুঃখ ভার করিতে বহন॥ ১০৪।

রাগিণী আলেয়া ঝিঁঝিট।—তাল একতালা।

কোন্ দোষের আমি দিব পিতা তোমায় পরিচয় হে।

আমি একটী পাপের কথা, (দয়াময়), বলব মনে করি, ওগো একেবারে সব হয় যে উদয়।

আমি আপনারই বলে, সকল শত্রু দলে, ভেবেছিলাম ওগো পিতা রাখিব শাসনে; শেষে হল এই ফল, (দয়াময়), বাড়্‌ল শত্রু দল, এই দেখ আমায় করিয়াছে জয়।

আমি বিষম অহঙ্কারে, নিজ করে ধরে, হেনেছি কুড়ালি পিতা আপনার কপালে; এখন

হয়ে নিরুপায়, (দয়াময়), পড়িলাম তোমার পায়,
কর পিতা তোমার বিচারে যা হয়॥ ১০৫।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল আড়া।

কাতরে কর নাথ দয়া, আছি আশাপথ চেয়ে।
থাকিব আর কত দিন বল নিঃসম্বল হয়ে।
পিতৃহীনের পিতা তুমি, মাতৃহীনের জননী;
প্রকাশ আশ্বাসবাণী, এ পাপভগ্ন হৃদয়ে।
করেছ কত করুণা, প্রাণ থাকিতে ভুলিব না;
এখন আমার এই কামনা, স্থান দাও চরণা-
শ্রয়ে॥ ১০৬।

রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

আমার গতি কি হবে।
যদি পাতকী বলিয়া ত্যজিবে তবে।
পাপের সন্তাপে পুড়িতেছে প্রাণ, কোথা

শান্তিদাতা কর শান্তি দান, আর এ যাতনা সহে না সহে না, অনাথশরণ হে।

ওহে তোমার হাতে করি আত্মসমর্পণ, রাখ আর মার যা ইচ্ছা এখন; আমি কার কাছে যাব কোথা আর কাঁদিব, শূন্য দেখি ত্রিভুবন; দাও হে দণ্ড তোমার বিচারে যা হয়, খণ্ড খণ্ড কর এ পাপ হৃদয়, তোমার হাতে মলে এ মহাপাতকী নবজীবন পাবে॥ ১০৭।

রাগিণী সিন্ধু।—তাল মধ্যমান।

এসেছি আজ আশা করে, দেখে যাব হে তোমারে, একবার আসি দয়া করে দেখাও তব প্রেমানন।

দ্বারে গেলাম কতবার, ফিরে এলাম বার বার, করুণার সাগর; এখন দেখা দিয়ে, হৃদয়ধামে, বাঁচাও এ পাপ জীবন।

তোমার কথা শুন্‌লাম কত, কত স্থানে কত মত, আর শুন্‌বো কত; আমার পাষাণ সমান হল হৃদয়, কঠিন হইল মন।

হৃদয় মন শুকাইল একে একে সব গেল, যাই কোথা বল; যদি নিজ গুণে, এ অধমের সকল আশা কর পূরণ॥ ১০৮।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

এসেছি তোমার দ্বারে, তোমারি মহিমা শুনে।
দেখ প্রভু কি হয়েছি পুড়িয়ে পাপ আগুনে।
চেয়ে দেখ দয়াময়, খাক্ হয়েছে হৃদয়, রাখ রাখ রাখ প্রাণ, দিয়ে স্থান শ্রীচরণে।

প্রভু তোমারি কৃপায়, সকলি সম্ভব হয়, শুনেছি তোমার নামে গলে হে পাষাণ; পৃথিবী স্বর্গের প্রায়, মনুষ্য দেবতা হয়, রজনীতে সূর্য্যোদয়, হয় তোমার নামের গুণে॥ ১০৯।

কীর্ত্তনভাঙ্গাস্থর।—তাল একতালা।

এসে দেখ নাথ এই বিপদ কালে তোমার সন্তানের দুর্গতি।

আমি এসে এ সংসারে, (পিতা গো), প্রলোভনে পড়ে, পাপহ্রদে সদাই হতেছি লাঞ্ছিত।

পাপের বিষম সন্তাপে, হৃদয় ব্যথিত, যন্ত্রণায় কাতর অতি আমার উপায় কি হইবে হে; আর কে করিবে শ্রবণ, (দীননাথ) আমার দুঃখের ক্রন্দন, কে আর চাবে দয়া করে এ কাঙ্গালের প্রতি।

আমি মোহে অন্ধ হয়ে, পথ হারাইয়ে, বিপাকে পড়েছি নাথ এখন বল কোথায় যাব হে; এই পতিত সন্তানে, (দয়াময়) কৃপা বিতরণে, এ ঘোর সঙ্কটে দাও অব্যাহতি ॥ ১১০।

সুর ঐ।—তাল একতালা।

ওহে জগদীশ! আমার আর কেহ নাই, তোমা বিনা এ সংসারে।

আমার কেন এ দুর্ম্মতি, হয় পাপে মতি, ওহে কি হইবে গতি বল নাথ আমারে।

আমি দেখিতেছি সব, এই যে বৈভব, এ সকল নয় নাথ আমারি কারণ; আমি তোমারি কারণে, এ সংসার অরণ্যে, পিতা আসিয়াছি তোমায় পাইবার তরে॥ ১১১।

রাম প্রসাদী।—তাল জৎ।

আর কবে দুঃখ কর্‌বে হে মোচন।

কবে পাপী বলে, দয়া করে দিবে হে শীতল চরণ।

জ্বলন্ত পাপ আগুনে হৃদয় হল দহন, এখন কর প্রভু দয়া করে কৃপাবারি বরষণ।

দয়াময় নাম তোমার জানে হে জগত জন, যখন আমারে তারিবে প্রভু তখন জানব তোমার নাম কেমন ॥ ১১২।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল আড়া।

কত দিন আর সব এ যাতনা, আর যে সহে না।
বারম্বার পাপাচার আর বারম্বার অনুশোচনা।
কখন তোমার লাগি হয় প্রাণ আকুল, পর-ক্ষণে হয় মনে কত অপবিত্র কামনা।

কখন এই ভূমণ্ডল, বোধ হয় স্বর্গধাম, আর-বার দেখি যেন সব শ্মশান সমান; ইহলোক পরলোক, কখন জ্ঞান হয় এক, কভু হয়ে অবি-শ্বাসী, সত্যকে ভাবি কল্পনা।

কখন নিরাশে মন করিতেছে অধিকার, কদাপি তড়িৎসম হয় আশার সঞ্চার; কখন অনুতা-পিত, শোকে তাপে অভিভূত, কখন বা উল্ল-সিত এ কি বিড়ম্বনা।

এই চঞ্চল জীবন, স্থির নহে এক ক্ষণ, নিয়ত পরিবর্ত্তন করে গমনাগমন; এই রূপে ক্রমাগত, হইতেছে দিনগত, মৃত্যু নিকটে আগত, এখন উপায় কি হবে বল না॥ ১১৩।

রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

কাঙ্গাল বয়ে যায় হে, তোমার করুণা বিহনে না দেখি উপায়।

পাইয়ে জীবন তোমার কৃপায়, অপরাধে আমি করিলাম ক্ষয়; হে পুণ্যের চন্দ্রমা, কর মোরে ক্ষমা, দেখে অসহায় হে।

ওহে নিষ্কলঙ্ক তুমি পুণ্যের অবতার, কলঙ্কির দশা দেখ একবার, আমার ত্রিতাপ জ্বালায়, অঙ্গ জ্বলে যায়, কি আর বলিব হে; সুনির্ম্মল পদ্ম চরণ তোমার, এ পাপীর বক্ষেতে রাখ একবার; প্রভু, তোমার পরশে পাপ মহাব্যাধি ছাড়িবে আমায় হে।

ওহে পাপীর দুঃখে নাকি তোমার দুঃখ হয়, মনের কথা তাই বলিলাম তোমায়; তুমি দয়ার অনুরোধে পুত্র সম্বোধিয়ে, ডাকিলে আমারে হে; অজ্ঞান সন্তানে দিয়ে পদাশ্রয়, বিপদ সঙ্কুলে উদ্ধার আমায়, এই মহাপাপী তাই ডাকে তোমায়, কোথা দয়াময় হে॥ ১১৪।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল ঠুংরি।

পাপে তাপে বিকলিত মনঃ শীঘ্র সন্তাপ নাশো।

মোহাচ্ছন্নে হৃদয়গগণে, প্রেমসূর্য্য প্রকাশো।

অজ্ঞানান্ধে বিতর সুমতি, তার দুঃখী অনাথে; আপদ সম্পদ সকল সময়ে থাক ভক্তের সাথে॥ ১১৫।

রগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল ঝাঁপতাল।

পাপের যাতনা আর সহিতে না পারি নাথ,
হৃদয় দহিছে সদা জ্বলন্ত অনলে হে।
মনেতে প্রতিজ্ঞা করি, পাপ পথ পরিহরি,
কেমন প্রবল অরি, ছাড়ে না আমায় হে।
কোথা হে দীন-শরণ, কর কর কর ত্রাণ,
দরশন দিয়ে পাপ-যাতনা ঘুচাও হে॥ ১১৬।

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী।—তালএকতালা।

পিতা গো এক বার হের গো আমায়, সহে না প্রাণে।
তোমারি সন্তান হয়ে, রয়েছি কাঙ্গালের প্রায়।
কি আর বলিব পিতা, কারে কব মনের কথা,
কে আর বুঝিবে ব্যাথা, তোমা বিনা কারে কই॥ ১১৭।

রাগিণী ঐ।—তাল একতালা।

পিতা বল, বল বল গো আমায়, কপটীর কি আছে পরিত্রাণ।

তোমার ধর্ম্মে ধার্ম্মিক হয়ে, কত যে করি গো ভাণ্।

মহাপাপের পাপী হলে, তারেও তুমি কর কোলে, কবে আমার কপট বলে, করিবে চরণ দান।

একি পিতা সর্ব্বনাশ, তোমায় করি অবিশ্বাস, বার বার পরিহাস, করে করি অপমান।

দয়াময় পিতা তুমি, ঘোর কপটী আমি, যদি দয়া কর তুমি তারে গো কপট সন্তান॥ ১১৮।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল একতালা।

পিতা গো পিতা গো দেখ সন্তানে।

পাপেতে কাতর অতি হতেছি দিনে দিনে।

সহিতে না পারি আর, হৃদি হল জর জর, ধর পিতা কোলে কর, যাতনা সহে না প্রাণে॥ ১১৯।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল মধ্যমান।

প্রবল সংসার স্রোতঃ আমরা দুর্ব্বল অতি।
কেমনে করিব নাথ, প্রতিকূল মুখে গতি।
যে দিকে বহিছে স্রোতঃ সেই দিকে যেতেছি ভেসে, সম্মুখে নরকাবর্ত্ত কি হবে কি হবে গতি।
দুর্ব্বলের বল তুমি, দেহ নাথ মনে বল, সংসার জলধি মাঝে নিস্তার জগতপতি॥ ১২০।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল আড়া।

প্রভো কুরু কিঙ্করে করুণাবিধানং।
হে দয়াময়! পারয় ভবপারাবারং।
দাসে বিতর তরীং, তব চরণসরোজং, যাচে ভববারিধৌ কর্ণধারমনুবারং।

পাপহর পরিহর, মোহমকরমতিঘোরং বিষয়-বাসনা হর, অন্তরবৈরীবিকারং ॥ ১২১।

রাগিণী মল্লার।—তাল একতালা।

কাতরে তোমায়, ডাকি দয়াময়, হইয়ে সদয় দাও দরশন।

পূরাও মনসাধ, ঘুচাও হে বিষাদ, ভক্তি উপ-হার করিয়ে গ্রহণ।

সংসার তাপে তাপিত হয়ে, লয়েছি শরণ তোমার আশ্রয়ে।

কৃপাবারি দানে বাঁচাও হে প্রাণে, অধম সন্তানে দেখ চাহিয়ে।

গতিহীন জনে তোমা বিহনে, আপনার বলে কে আর চাহিবে।

সন্তাপ হর কৃতার্থ কর, অভয় দানে আমাদের সবে।

তুমি গুণনিধান সর্ব্বশক্তিমান, কল্যাণ বিধান কর নিরন্তর।

করুণা তোমার হইলে একবার, অনায়াসে পার হই ভবসাগর।

অনাথ দুর্ব্বল নাহিক সম্বল, তুমিই আমাদের ভরসা কেবল।

তৃষিত হৃদয়ে ব্যাকুল হয়ে, করি ভিক্ষা নাথ দাও পুণ্যবল।

সুখ সম্পদে দুঃখ বিপদে, যেন তোমাতে থাকে হে মতি।

ইহ পরকালে তব পদতলে, নির্ভয় মনে করিব বসতি।

যেন হে সবে, মিলে সদ্ভাবে, নিত্য এই ভাবে করি অর্চ্চনা।

অকিঞ্চন হয়ে, এক হৃদয়ে, হে প্রভু তোমার করি সাধনা॥ ১২২।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল একতালা।

ওহে দীননাথ! কর আশীর্ব্বাদ, এই দীন হীন দুর্ব্বল সন্তানে।

যেন এ রসনা, করে হে ঘোষণা, সত্যের মহিমা জীবন মরণে।

তোমার আদেশ সদা শিরে ধরি, চিরভৃত্য হয়ে রব আজ্ঞাকারী; নির্ভয় অন্তরে, বল্‌ব দ্বারে দ্বারে, মহাপাপী তরে দয়াল নামের গুণে।

অকপট হৃদে তোমারে সেবিব, পাপের কুমন্ত্রণা আর না শুনিব; যা হবার তাই হবে, যায় প্রাণ যাবে, তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক এ জীবনে।

নিত্য সত্যব্রত করিব পালন, মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন, ভয় বিপদ কালে, ডাক্‌ব পিতা বলে, লইব শরণ ঐ অভয় চরণে॥ ১২৩।

রাগিণী গাড়া ভৈরবী।—তাল জৎ।

কি দিয়ে পূজিব নাথ, হেন কি ধন আছে।
সবে ধন পাপ মন অপবিত্র রয়েছে।
আমি অতি দীন হীন, আমি কোথায় কি পাব নাথ, সকলি তোমারি দেওয়া, লও হে তোমার যা ইচ্ছে॥ ১২৪।

রাগিণী মল্লার।—তাল আড়াঠেকা।

জগতজননী জননীর জননী তুমি গো মাতঃ।
অধম সন্তানে কর করুণা কটাক্ষপাত।
প্রসারিত ক্রোড় তব, অনন্ত সুখ বিভব, কত যে মধুর ভাব, কত যে আশ্বাস বাণী; ত্যজিয়ে সে সব সুখ, যাচিয়ে লয়েছি দুঃখ, ধিক মোরে ধিক ধিক, করিয়াছি আত্মঘাত॥ ১২৫।

বাউলে সুর।—তাল একতালা।

পাপীকে দয়া করিতে কে আছে আর। (তাই বল প্রভু)

যখন যে দিকে হেরি দেখি আঁধার।

এমন কেহ নাহি সংসারে, যার জন্যে প্রাণ কাঁদে তা দিতে পারে; ওহে তুমি অগতির গতি, দাসের উপায় কিছু কর এবার।

কত দিন আর এই ভাবে যাবে, মনের আশা চির দিন কি মনে রহিবে; তবে বাঁচি বল কেমন করে, আর দিন যে চলে না আমার।

দিবা নিশি হচ্চি জ্বালাতন, পাপের বোঝা পারি নে আর করিতে বহন; একবার হের করুণা নয়নে হে, নতুবা নাহি নিস্তার।

মনের দুঃখ কারে বলিব, সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী আর কোথা পাইব; কেবল তুমি জান মর্ম্ম ব্যথা হে, তাই ডাকি তোমায় বারে বার॥ ১২৬।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী।—তাল একতালা।

পাপীরে যে আশা দিয়েছ, কর পিতা আজ হে পূরণ।

যে আশায় বুক বেঁধে, ধরে আছি এ জীবন।
মুক্তি দেবে বলে ছিলে, কই পিতা কি করিলে; কত দিন আর দুঃখের জলে, ভাসিবে দুঃখীর নয়ন।

তোমার গুণ গান করে, বেড়াব হে দ্বারে দ্বারে, বল্‌ব সবে পিতা মোরে, দিয়েছেন অভয় চরণ॥ ১২৭।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী।—তাল একতালা।

বিপদে কোথায় রইলে গো ফেলে, বিপদ-ভঞ্জন।

সংসার বনেরি মাঝে, ভয়ে প্রাণ করে কেমন।

মায়ায় ভুলে আছে মন, চিনলাম না গো তুমি কি ধন, নাহি জানি ভজন পূজন, বৃথা গো ধরি জীবন।

আমরা দুর্ব্বল মেয়ে, আছি তোমার মুখ চেয়ে,

একবার পিতা দেখা দিয়ে, কর গো সাধ পূরণ ॥ ১২৮।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল আড়া।

মামতি পামর দীনজনং।
দেহি পদাশ্রয়মবিদিতভজনং।
নমাতা নহীহ পিতা, ন বন্ধুর্মে ন চ ভ্রাতা, ত্বংহি দীন জনত্রাতা, ইতি সাধু বচনং।
বিতরিতকৃপাকণে চরণশরণে দীনে, দেহি পিতঃ ভক্তিহীনে, ভক্তিরসরসনং ॥ ১২৯।

রাগিণী মূলতান।—তাল আড়া।

মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়।
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথা।
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনল সম; আমি পাপী তৃণ সম কেমনে পূজিব তোমায়।

শুনি তব নামের গুণে, তরে মহা পাপী জনে ;
লইতে পবিত্র নাম, কাঁপে হে মম হৃদয়।
অভ্যস্থ পাপের সেবায়, জীবন চলিয়া যায় ;
কেমনে করিব আমি পবিত্র পথ আশ্রয়।
এ পাতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে, বল
করে কেশে ধরে দাও চরণে আশ্রয়॥ ১৩০।

রাগিণী মূলতান।—তাল ঐ।

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবা নিশি আশাপথ নিরখিয়ে।
তুমি ত্রিভুবননাথ, আমি ভিখারী অনাথ,
কেমনে বলিব তোমায়, এস হে মম হৃদয়ে।
হৃদয় কুটীর-দ্বার, খুলে রাখি অনিবার, কৃপা
করে একবার, এসে কি জুড়াবে হিয়ে॥ ১৩১

রাগিণী সিন্দুড়া।—তাল ধামাল।

হয়েছি ব্যাকুল-অন্তর বিরহে তোমার, তৃষিত
চাতক সমান।

করিয়ে শীতল তাপিত প্রাণে, হৃদয়ে বিরাজ আমার।

অভয় মুরতি দেখা দিয়ে, কর হে অভয় দান; তব বলে কর বলী যে জনে, কি ভয় কি ভয় তাহার॥ ১৩২।

রাগিণী রামকেলী।—তাল কাওয়ালি।

হে করুণাময় দীনসখা তুমি, আগত প্রভু তব দ্বারে।

তোমা বিনে দীনে কে প্রভু তারে, দুস্তর ভব সংসারে।

সম্পদ বিষময় তোমা বিহনে, জীবন মৃত্যু সমান; বিপদ সম্পদ তব পদ লাভে, মৃত্যু সে অমৃত সোপান॥ ১৩৩।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল আড়া।

হৃদয়ে থাক হে নাথ. নয়ন ভরিয়ে দেখি।

জুড়াব তাপিত প্রাণ, তোমারে হৃদয়ে রাখি।

পাপে তাপে মলিন, হয়ে আছি দীন হীন, যাতনা সহে না আর, তার হে দাসে নিরখি॥ ১৩৪।

রাগিণী বিভাস।—তাল একতালা।

জয় জ্যোতির্ম্ময় জগদাশ্রয় জীবগণ জীবন।

তুমি পরমেশ্বর, (প্রভু হে) পূর্ণব্রহ্ম আদি অন্ত কারণ।

মহিমায় ইন্দ্র, দয়ায় চন্দ্র, স্নেহে পরাজিত ভুবন; (কোথা আছ হে ও কাঙ্গালের সখা) আমি অধম পাতকী, করযোড়ে ডাকি দাও মোরে তব চরণ।

প্রেমের পাথার, পুণ্যের আধার, ক্লেশ কলুষ-নাশন; (একবার দেখা দাও হৃদয় মাঝে) তুমি দীনশরণ ভকতজীবন, লজ্জা ভয় নিবারণ॥ ১৩৫।

বাউলে সুর।—একতালা।

দয়া কর দীনবন্ধু দিন যায় যে চলে, গতি কি হইবে।

হল না ভজন সাধন, বিফলেতে যায় হে জনম, হে নাথ অধমতারণ; গেল চিরকাল করিতে ক্রন্দন, হায়! কি করিলাম এসে ভবে।

দেবতার বাঞ্ছিত ধন, পিতা তব শ্রীচরণ, অতি সাধনের ধন; চিরকলঙ্কী মহা পাতকী, সে চরণে স্থান কেমনে পাবে।

হীনমতি নীচাশয়, কুটিল কপট হৃদয়, চিনিলে না তোমায়; করে বারম্বার প্রবঞ্চনা, এখন অপরাধে মরি ডুবে॥ ১৩৬।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—তাল একতালা।

দয়াময় দীনবন্ধু দরিদ্রের দুঃখ ভঞ্জন।

তব কৃপাহি কেবল, পাপী তাপীর সম্বল, দুর্ব্বলের বল তুমি, নিরাশ্রয়ের অবলম্বন।

হে বিভু করুণাসিন্ধু, বিপদকালের বন্ধু, দিয়ে কৃপাবারি বিন্দু, কর হে পাপ মোচন।

তুমি নাথ পরম দয়াল, স্নেহময় ভক্তবৎসল, পাপীর দুঃখে নহ পিতা কখন উদাসীন।

ওহে অগতির গতি, করি ও পদে মিনতি, থাকে যেন ভক্তি নাথ, তোমাতে চিরদিন।

পাপ ভারাক্রান্ত হয়ে, ডাকি নাথ কাতর হৃদয়ে, পার কর ভবসিন্ধু, দিয়ে অভয় চরণ॥ ১৩৭।

রাগিণী বেলওয়ার।—তাল আড়াঠেকা।

দরশন দাও হে কাতরে, দীন হীন আমি।

শোকে আকুল, রোগে কাতর, মলিন বিষাদে॥ ১৩৮।

রাগিণী টোড়ী।—তাল চৌতাল।

দীননাথ, প্রেমসুধা দেও হৃদে ঢালিয়ে।

তপ্ত হৃদয় শান্ত হবে রাখে কে নিবারিয়ে।

তব প্রেমনীরে, আহা শুষ্ক তরু মুঞ্জরে, উৎস যত উৎসারিত মরুভূমি প্রস্তরে।

অমৃতাধার মুক্তিজনন, সেই প্রেম জানিয়ে, যাচি নাথ বিন্দু তার, শোকদগ্ধ অন্তরে।

সংসার ঘোর ছাড়, আর বিপদ জাল কা-টিয়ে, জুড়াব প্রাণ পরম সখা, তোমার প্রেম পাইয়ে॥ ১৩৯।

রাগিণী আলেয়া।—তাল একতালা।

ধরি তোমার পায়, ও পিতা দয়াময়, আমার এই বিষম রোগের ঔষধ বলে দাও।

পাপের বাকি হে নাহি কিছু আর, তবু অচেতন নাহি ভয়; আমি দিন দিন হেঁসে হেঁসে, অন্ন জল অনায়াসে, করি পান ভোজন, একি বিষম দায়। আমার জীবনের জীবন তুমি, তোমায় ছেড়ে অনায়াসে, আমি ধরি হে এ জীবন, একি বিড়ম্বন, কিসে এ রোগ হতে পাব হে পরিত্রাত্রাণ॥ ১৪০।

রাগিণী স্থরট মল্লার। তাল একতালা।

নাথ দাও দেখা কাতরে।

পাপী বাঁচে না তোমায় না হেরে; ওহে অন্তর্যামী সকল যান তুমি, বলিব আর কি তোমারে।

তোমা বিহনেতে এ পাপ জীবন, কেমনে নাথ করিব ধারণ, কিছু নাই আমার, অন্য অবলম্বন, তোমা ভিন্ন এ সংসারে।

পিতা তোমার অদর্শনে করি হাহাকার, দুঃখা-নল প্রাণ জ্বলে অনিবার, কে করিবে আর অধমে উদ্ধার, এ মোহ পাপ বিকারে; মরি মরি নাথ তোমায় না দেখিয়ে, থাকিতে পারিনে শূন্য হৃদয়ে, হীন বলে প্রসন্ন হইয়ে চাহ কাঙ্গালের দিকে ফিরে।

ওহে একে আমি নাথ দুর্ব্বল প্রকৃতি, কুপ্রবৃত্তি তাহে প্রতিকূল অতি, না দেয় যাইতে তোমার নিকটে রাখে আকর্ষণ করে; দেখ দেখ নাথ হৃদয়

বাসনা, আর আমি কিছু বলিতে পারি না, ঘুচাও এ যন্ত্রণা, পূরাও কামনা, প্রকাশিত হও অন্তরে।
পিতা তোমায় দেখব বলে ভ্রমি নানা স্থানে, কখন একাকী কভু সাধু সনে, পর্ব্বত কন্দরে, নিবিড় কান্তারে, কখন বা দেবমন্দিরে; কখন প্রান্তরে করি অন্বেষণ, পথে পথে বেড়াই করিয়ে ক্রন্দন, হায়! কোথা তোমার পাব দরশণ বল নাথ কৃপা করে॥ ১৪১।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

নিজগুণে তার যদি এ অধম নরে।
তবেইত যাইতে পারি সংসার জলধি পারে।
না জানি ভজন সাধন, প্রেমহীন ভক্তি হীন, চিরদুঃখী আমি তোমার পাতকী সন্তান; সকলি করিতে পার, তুমি সর্ব্ব মুলাধার, দাসে দাও চরণতরী কৃপা করে।

নাহি আমার কোন শক্তি, ওহে জগতপতি, কেমনে পাইব মুক্তি, বিনা তব করুণা; ভরসা কেবল আমার, তোমার দয়ার উপর, তোমার করুণা গুণে কত পাতকী উদ্ধারে॥ ১৪২।

রাগিণী ভৈরবী। তাল একতালা।

নিলাম গো শরণ; পিতা তোমার ঐ অভয় চরণে।

দিতে হবে স্থান এবার পাপী কাতর সন্তানে।

সংসারের জ্বালায় জ্বলে, শীতল একবার হব বলে, পড়িলাম ঐ চরণ তলে, জুড়াও গো তাপিত জনে।

শুনেছি গো ঐ পায়, কত মহাপাপী তরে যায়, এসেছি গো সেই আশায়, চাও কৃপা-নয়নে॥ ১৪৩।

রাগিণী গৌরসারঙ্গ। তাল তেওট।

আঁখিঅঞ্জন ডাকি হে তোমারে!

তোমা তরে তৃষিত হৃদয়, প্রেমসুধা পিয়াও আমারে।

চঞ্চল চপলা সম, চমকি নয়ন, কোথা গেলে ফেলিয়ে আঁধারে।। ১৪৪।

রাগিণী আলেয়া। তাল আড়া।

আমার কি হাব ইপায়। দয়াময় বৃথা দিন যায়, প্রকৃতি অধম আমি অতি দুরাশয়।

জ্ঞানকৃত অপরাধে, খঞ্চিত তব প্রসাদে গভীর বিষাদে তাই মলিন হৃদয়।

নিজদোষে বারম্বার, করিয়াছি পাপাচার, এখন কলঙ্ক ভারে অবসন্ন প্রায়, আপন কুকর্ম্ম ফলে, দিবানিশি প্রাণ জ্বলে, অনলে পতঙ্গ যেমন জীবন হারায়।

সহে না সহে ·। আর, শীঘ্র কর হে উদ্ধার, বিলম্বে মরিবে প্রাণে তোমার দুর্ব্বল তনয় ॥ ১৪৫ ।

রাগিণী কাফি ।—তাল ঝাঁপতাল ।

তুমি হে ভরসা মম, অকুল পাথারে ; আর কেহ নাহি যে, বিপদ ভয় বারে, এ আঁধারে যে তারে ।

এক তুমি অভয় পদ জগত-সংসারে ; কেমনে বল দীনজন ছাড়ে তোমারে ।

করিয়ে দুখ অস্ত, সুবসন্ত হৃদে জাগে, যখন মন আঁখি তব জ্যোতিঃ নেহারে ; জীবনসখা তুমি, বাঁচি না তোমা বিনা, তৃষিত মন প্রাণ মম ডাকে তোমারে ॥ ১৪৬ ।

রাগিণী খাম্বাজ জংলা ।—তাল ঠুংরি ।

দীন হীন জনে, পাপী পরাধীনে, নাথ তোমা বিনে কে নিস্তারে ।

বিহীন সম্বল, অনাথ দুর্ব্বল, তুমি বিনা কে বল অধমে উদ্ধারে।

তুমি দুঃখবারী, পাপ তাপহারী, ভবের কাণ্ডারী, জগত প্রচারে।

তার নিজগুণে, পাপী তাপী জনে, এসেছি তাই শুনে, তোমারি দুয়ারে।

কাটি মোহ পাশ, নাশি ভয় ত্রাস, রক্ষ জগদীশ! ডাকি বারে বারে॥ ১৪৭।

রাগিণী মল্লার।—তাল কাওয়ালি।

নমি প্রভু তব চরণে।

কৃপানিধান কৃপানিধান, ত্রিলোকতারণ লজ্জা-নিবারণ, ভয় দুঃখ নাশন ত্রাণ কর হে।

জীবনবল্লভ, দরশন দুর্ল্লভ, তোমা তরে আকুল প্রাণ আমার; রক্ষা কর হে করুণা-সাগর, বিন্দু কৃপা তব দাও আমারে॥ ১৪৮।

রাগিণী পুরবী।—তাল আড়াঠেকা।

মনের বেদনা নাথ জানাইব আর কারে।
নিবাতে অন্তর জ্বালা তুমি বিনা কেবা পারে।
স্মরণ হলে তোমায়, হয় দুঃখে সুখোদয়, ওহে
দীনদয়াময় তাই ডাকি বারে বারে।
শোকে তাপে নিরন্তর, দহিছে মম অন্তর, দেখা
দিয়ে কৃপানিধি রাখহে রাখ আমারে॥ ১৪৯।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল কাওয়ালী।

হৃদয় কাঁদিছে আমার তোমার লাগিয়ে।
দেখা দিয়ে জুড়াবে কি তাপিত হিয়ে।
তুমি নাথ প্রেম-সাগর, সত্য শিব সুন্দর,
তাপিতে শীতল কর, শান্তি সুধা বরষিয়ে।
কি কব মনের কথা, জানত মরম ব্যথা, কে
আর করে মমতা দুঃখীর মুখ চাহিয়ে॥ ১৫০।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল মধ্যমান।

তোমারি নাথ, তোমারি চিরদিন, আমি হে।

সুখে দুঃখে পাপে আমি তোমারি নাথ তোমারি হে।

দেখো দেব দেখ দেখ, এ দাসের অন্তরে চিরদিন থেক, অন্তরে নিরখি তোমায় নিবারিব সব দুঃখ॥ ১৫১।

রাগিণী বাহার।—তাল আড়াঠেকা।

আর কারে ডাকি, তোমায় ছাড়ি যাব কার দ্বারে।

তুমি হে আমার মোহ আঁধারের আলো।

মোহময় সংসার মাঝে, মোহে অন্ধ সবে মোরা, মুক্তিদাতা, দেখাও হে অমৃতের সোপান॥ ১৫২।

রাগিণী সিন্ধু।—তাল মধ্যমান।

আমার এই বাসনা কর হে পূরণ।
ওহে অনাথনাথ অধমতারণ।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, সে দিকে তোমারে দেখি, হৃদয়মন্দিরে সদা দাও দরশন।
না চাহি বিষয়সুখ, চাহি তব প্রেমমুখ, তা হলে যাইবে দুখ, আনন্দে হব মগন॥ ১৫৩।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল একতালা।

দয়াময় তোমায় এই মিনতি করি হে, অন্য ধনে নাহি প্রয়োজন।
না করি ধন কামনা, না করি যশো-বাসনা, কেবল আমার এই প্রার্থনা, সদা করি দরশন॥ ১৫৪।

রাগিণী আশা।—তাল ঠুংরি।

বিষয়সুখে মন তৃপ্তি কি মানে।

তব চরণামৃত, পান পিপাসিত, নাহি চাহি ধন জন মানে।

হৃদয় পিপাসু সদা পরমেশ্বর পাদকমল মধু পানে; না চাহি অপর কিছু, মধুকর ত্যজি মধু চায় কি সে জলপানে।

সেই তব সুবিমল প্রেমমুখচ্ছবি, নিরখি নিরখি অনিমেষে; সফল করিব প্রভু. নেত্র যুগল মম, পাশরিব ভয় দুঃখ ক্লেশে।

অনুদিন গাইব ভগবদমল যশ. কোমল সুমধুর তানে; মিলিবে সে ফল তাহে. কভু নাহি মিলে যাহা. দুঃসহ তপ জপ দানে।

পলভর না ছাড়িব তোমার সে শ্রীচরণ, তুমিও রাখিবে তব দাসে; তব সহবাস সুখে রহি নিশি দিন, না গণিব ভব বনবাসে।

পরিহ'রি বিষময় বিষয় প্রলোভন, অনুচর

রব তব পাশে; হৃদয় থাল-ভ'রি প্রীতি কুসুম লয়ে পূজিব নিত্য মহেশে।

পরি অপরাজিত দিব্য কবচ তব, অক্ষত রিপুর প্রহারে; তব করুণাতরী, করি অবলম্বন, যাব ভবার্ণব পারে।

জীবন সঁপিয়ে তোমার পদে প্রভু, নির্ভয় হইব সখা হে; মঙ্গল কার্য্য তোমার সমর্পিয়ে সহজে ত্যজিব এই দেহে॥ ১৫৫।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল রূপক।

শুভ আশীর্ব্বাদ দানে, আশ্বাস কাতর জনে, হে পিতা করুণাসিন্ধু কাতরশরণ।

নিরাশের আশা তুমি, পাতকীর প্রাণ ধন হে পিতা করুণা-সিন্ধু দাও তব শ্রীচরণ।

তব শ্রীচরণ কমল, নিষ্কলঙ্ক নিরমল, প্রকাশিত ত্রিভুবনে যথা মেলি দুনয়ন; সে চরণ

মস্তকে ধরি, সকলে প্রণাম করি, হে পিতা করুণাসিন্ধু প্রণতি কর গ্রহণ ॥ ১৫৬।

রাগিণী আলেয়া।—তাল একতালা।

সেই দিনে হে আমায় দীনবন্ধু দিও ঐ অভয় চরণ।

সেই বিপদ সময়, দেখ দয়াময়, যেন অন্ধকার না দেখে এ নয়ন।

কি জানি কখন, আসিবে শমন, আগে নিবেদন করে রাখিলাম; যেন দেখে ও চরণ, হয় বিসর্জ্জন, এ মহাপাপীর জ্বলন্ত জীবন ॥ ১৫৭।

রাগিণী আলেয়া। তাল একতালা।

এবার সেই ভাবে দিতে হবে দরশন। যে দর্শনে, মৃতপ্রাণে, নাথ সঞ্চারে নবজীবন।

যে ভাবে ভক্ত হৃদয়ে, প্রেমালোক প্রকাশিয়ে, ভুলাইয়ে রাখ চির জীবনের মতন; বহে প্রেম

অজস্র ধারে, ভাসে প্রাণ সুখসাগরে, স্বরূপ মাধুর্য্য হেরে বিমোহিত হয় মন।

ঘুচিবে সব সংশয়, দূরে যাবে পাপ ভয় নির্ম্মল হবে হৃদয় জুড়াবে নয়ন; লজ্জা ভয় ত্যজিয়ে, আনন্দে উন্মত্ত হয়ে, বল্‌ব সবে চক্ষু কর্ণের হয়েছে বিবাদভঞ্জন ॥ ১৫৮।

রাগিণী আলেয়া। তাল একতালা।

কি ধন লইয়ে বল থাকিব হে আমি। সবে ধন অমূল্য রতন হৃদয়ের ধন তুমি।

ওহে তোমারে হারায়ে, ব্যাকুল হইয়ে, বেড়াই যে আমি; যাইব কোথায় পাইব তোমায়, বল অন্তর্যামী; দাও দরশন, কাঙ্গালশরণ দীন হীন আমি।

ওহে তোমারে ছাড়িয়ে, সংসারে মজিয়ে থাকিবে কোন্ জনা; ধন মান লয়ে কি করিব,

সে সব সঙ্কেত যাবে না ; তুমি হে আমার, আমি হে তোমার, আমার চির দিনের তুমি।

ওহে তোমারে লইয়ে, সর্ব্বস্ব ছাড়িয়ে, পর্ণ কুটীর ভাল ; যখন তুমি হৃদয় নাথ ! হৃদয় করহে আলো ; আমি সব দুঃখ যাই পাশরিয়ে, বলি আর যেও না তুমি ; প্রভু যাইতে দিবনা আমি॥ ১৫৯।

রাগিণী ভৈরবী। তাল মধ্যমান।

তাই ডাকি হে তোমায়, বলে দয়াময়। ডাকিলে কাতর প্রাণে, (সরলান্তরে) শীতল হয় হৃদয়।

নামগানে প্রেমোদয়, দরশনে কত সুখ হয়, স্বরূপ চিন্তনে পাপ ভয় দূরে যায়।

তব প্রেমামৃত রসে, পবিত্র জ্যোতিঃ পরশে, হৃদয় উদ্যানে প্রেমফুল বিকসিত হয়॥ ১৬০।

বাউলে সুর।—তাল একতালা।

তোমায় ভাল লাগে এত কি কারণে।

না দেখি না শুনি শ্রবণে।

তোমায় প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস, বিশ্বে অবিশ্বাস, মলেও পাব আশা আছে মনে; নহ অনিশ্চিত ধন, বলে বুঝি মন, করে না যতন উপার্জ্জনে। (তোমাধনে)

আছে স্বজন পরিজন নানাবিধ ধন, তুলনা না হও কারো সনে; নাহি রূপ গন্ধ রস, কিসে কল্লে বশ, ভুল্‌তে নারি আপনি পড়ে মনে॥ ১৬১।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—তাল আড়া।

কবে জুড়াবে জীবন।

তব প্রেমসিন্ধুনীরে করিয়ে অবগাহন।

সদা আনন্দ অন্তরে, ব্রহ্মনাম গান করে, জগদ্বাসীর দ্বারে দ্বারে করিব ভ্রমণ।

জীবন সর্ব্বস্ব দিয়ে, অনুগত দাস হয়ে, মনের অনুরাগে পদ করিব সেবন।

হেরিব ভক্তি নয়নে, নিয়ত হৃদয়ধামে, শুনিব বিবেক কর্ণে, তোমার শ্রীমুখের বচন॥ ১৬২।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল জৎ।

কি বলে প্রার্থনা বল করি আর। আমার সকল কথা ফুরাইল তবু ফিরিল না মন আমার॥

তুমি দেখ সব থেকে অন্তরে, তোমায় কথায় কে ভুলাতে পারে, প্রাণের প্রাণ বল্‌ব কি আর কি আছে আর বলিবার।

ওহে! প্রাণ যদি চাহে তোমারে, তুমি থাকিতে কি পার দূরে, আপনি এস পাপীর দ্বারে তাই পতিতপাবন নাম তোমার॥ ১৬৩।

রাগিণী মল্লার।—তাল একতালা।

তোমার প্রতি নিগূঢ় প্রেম যার।

ফলভরে অবনত শাখারই আকার।

প্রাপ্ত হয় আত্মবিস্মৃতি, ব্যাপ্ত হয় জগতে প্রীতি, লুপ্ত হয় ভাবনা ভীতি ক্ষিপ্ত যে প্রকার; সুখ দুঃখে সমভাব হৃদয় স্বর্গ তার।

কখন হাস্য বদন, কখন করে রোদন, কখন মগন মন, বাল্য ব্যবহার; আনন্দে ভাব সমুদ্রে দিতেছে সাঁতার।

শান্ত দান্ত বিবেকযুক্ত, অনাসক্ত জীবন্মুক্ত ভজনেতে অনুরক্ত চিত্ত অনিবার; কি আনন্দে কর হে তার হৃদয়ে বিহার।

তার প্রেম লাগি তোমাতে, তোমার প্রেম লাগি তাহাতে. আনন্দ লহরী তাতে উঠে বারে বার; মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার।

এমন দিন কি আমার হবে, তোমার জন্যে সকল সবে, তবে সে সম্ভব হলে করুণা তোমার; "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং" জানিয়াছি সার॥ ১৬৪।

রাগিণী বিভাস।—তাল একতালা।

তোমাতে যখন, মজে আমার মন, তখনি ভুবন হয় সুধাময়।

জীবে হয় কত, স্নেহ সমাগত, দূরে যায় যত দুঃখ আর ভয়।

দেখি দিবাকরে সুধাকরে সুধাক্ষরে, সুধাময় হয়ে পবন সঞ্চরে, সরিৎ বহে সুধা মেঘে সুধা ঝরে চরাচরে সুধা মাখা সমুদায়।

আমি তোমা ছাড়া হয়ে থাকি যে সময়ে, কিছুতে আনন্দ পাই না হৃদয়ে, সময় সম্বরি যে যাতনা সয়ে, জান অন্তর্যামী অন্তরের বিষয়।

তুমি অনাথের নাথ দরিদ্রের ধন, বিপদের কাণ্ডারী পতিতপাবন, মোহান্ধকারের তুমি সে তপন, পূর্ণানন্দ তুমি মঙ্গলের আলয়।

করি এই ভিক্ষা নাথ যেন সর্ব্বক্ষণ, থাকে আমার মন তোমাতে মগন, ধন মান সুখে নাহি প্রয়োজন, তোমা ধনে লয়ে জুড়াব হৃদয়॥ ১৬৫।

রাগিণী সিন্ধু।—তাল একতালা।

পিতা গো একবার হও হে সদয়, করযোড়ে করি নিবেদন।

দাঁড়াও একবার বক্ষস্থলে, চরণ ধুই হে চক্ষের জলে, লুটাইয়ে পদতলে সফল করি জীবন।

আশায় বেঁধে আছি বুক, চাহিয়ে তোমারি মুখ, ভুলিব হে সব দুঃখ, কর আজ আশা পূরণ॥ ১৬৬।

বাউলে সুর।—তাল একতালা।

প্রেম বিনা হৃদয় শুকাল।

আর সইতে নারি কাতর প্রাণে পাপেতে মন ডুবিল।

এখন যে দিকে হেরি হে দয়াময়, দেখি প্রেম-হীন শুষ্ক ভাব মলিন হৃদয়; কোথাও নাহিক সুখ, মনের দুঃখে, ভ্রমিছি হয়ে ব্যাকুল।

তুমিত নাথ প্রেমেরি সাগর, এসেছি

তোমারি কাছে তাই হইয়ে কাতর; পূরাও পূরাও আশা, প্রেম দানে, তাপিত প্রাণ কর শীতল॥ ১৬৭।

রাগিণী বাহার।—তাল আড়াঠেকা।

প্রেমের হার তোমায়ে দিয়ে নাথ পূজিব যতনে।

তুমি মম ভরসা, সংসার তাপে, সকলি নীরস তোমা বিহনে, পাপ তাপ নাশি দেখা দাও আমারে॥ ১৬৮।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—তাল তেওট।

যদি তরাবে জগৎ জনে, দিয়ে দয়াল নামে, আগে গো তরাও পিতা আমায়।

এ পাপী তরে গেলে, জগতের আশা হবে দয়াময়।

সুধামাখা দয়াল নাম করিয়ে কীর্ত্তন, তব কৃপায় তব রাজ্যে করিব গমন; বল্‌ব আয় রে সবে আয়, আর ভাই নাহি ভয়, এই দেখ্‌ মহা পাপী তরে যায়।

ঊর্দ্ধশ্বাসে পাপী সবে আস্‌বে দলে দল, ভক্ত যুটে ভক্তির ঘাটে কর্‌বে কোলাহল; তব ইচ্ছা পূর্ণ হবে, জগৎ তরে যাবে, এ পাপী যদি ঐ চরণ পায়॥ ১৬৯।

রাগিণী সিন্ধু।—তাল মধ্যমান।

আর কত দূরে সে আনন্দধাম। (বল বল হে) যার তরে নিরবধি আকুল পরাণ।

কত বার মানস পটে, দেখিলাম এই নিকটে, দেখিতে দেখিতে কোথায় হল অন্তর্দ্ধান।

ক্রমে দিন হল অস্ত, দেহ মন পরিশ্রান্ত, তথাপি হল না কিছু উপায় বিধান; তবে কি

ইহ জীবন, বিফলে হবে পতন, কপট ক্রন্দনে দিন হবে অবসান।

কবে নাথ আনন্দ মনে, তোমার পুণ্য আশ্রমে, দিবা নিশি সাধুসঙ্গে করিব বিশ্রাম॥ ১৭০।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—তাল আড়া।

আমি হে জেনেছি এবার, জীবে প্রেম নাম সাধন এই জীবনের সার।

বিনীত সেবক হয়ে, আত্মসুখ ত্যজিয়ে, পর-সুখে সুখী হব এই ইচ্ছা তোমার।

পিতা, তোমার পুণ্য প্রসাদে, সকলের আশী-র্বাদে, নিরাপদে ভবসিন্ধু হইবে হে পার; যাইব অনন্তধামে, মিলে সব বন্ধুগণে, চিরপ্রেমে হয়ে রব এক পরিবার॥ ১৭১।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল মধ্যমান।

আর যেন প্রভু না হই কভু, পাপে কলঙ্কিত।
মনে হলে সে যাতনা হৃদয় হয় কম্পিত।
প্রাণযোগে যোগী হয়ে, থাকিব সদা নির্ভয়ে, সুখে করিব পালন অনন্ত জীবন ব্রত; সংসার দুর্গম পথে, চলিব তোমার সাথে, ফিরে ফিরে বারম্বার নিরখিব ইচ্ছামত।
স্বভাব অনুকূল হবে, সহজে তোমারে পাবে, সশরীরে স্বর্গে যাবে হইয়ে জীবন্মুক্ত; আনন্দ সঙ্গীত ধ্বনি, করিবে ভাই ভগিনী, দেবলোকে সেই সঙ্গীত ধ্বনি হইবে প্রতিধ্বনিত॥ ১৭২।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল মধ্যমান।

এ দুঃখ কেমনে আর হবে সম্বরণ।
ছিলাম যখন পাপেতে অচেতন, নাহি ছিল ভাবনা মনেতে তখন।

বুঝিলাম যে দিনে জীবনের অধিকার, পড়িল মস্তকে বিষম গুরুভার ; পাইলাম তোমার স্নেহের নিমন্ত্রণ, সেই অবধি প্রাণাকুল তোমারি কারণ।

দেখালে প্রলোভন খুলিয়ে স্বর্গ দ্বার, করিলে হৃদয়ের কত আশার সঞ্চার ; শেষে কি একাকী সংসার অরণ্যে, চিরবিরহীর প্রায় করিব রোদন॥ ১৭৩।

রাগিণী আলাইয়া।—তাল ঠুংরী।

কেমন করিয়ে, নির্দ্দয় হইয়ে, এখনো ফিরায়ে, দিব হে তোমারে।

করিয়াছ পণ, দিবে পরিত্রাণ, তাই এত করুণা করুণার উপরে।

কত বার নাথ, করিব আঘাত, তোমার সরল মধুর ব্যাভারে।

তোমার বিধান না করে গ্রহণ, দুঃখেতে এখন হৃদয় বিদরে।

অধম মানবে, কিরূপে জানিবে, তুমি যে ছাড় না কিছুতেই পাপীরে॥ ১৭৪।

(বিবাহ সঙ্গীত)

রাগিণী মল্লার।—তাল আড়া।

পবিত্র প্রেমবন্ধনে বাঁধ হে আজি দুজনে।
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে জীবনে।
উভয়ের প্রেমনদী, বহে যেন নিরবধি, সুখেতে অনন্ত কাল তব প্রেমসিন্ধু পানে।
তুমি সিদ্ধিদাতা পিতা, মঙ্গলময় বিধাতা, শুভকর্ম্ম সম্পাদন কর আশীর্ব্বাদ দানে; এই নব দম্পতীরে, রাখ দাস দাসী করে, চির জীবনের মত তোমার চরণে॥ ১৭৫।

রাগিণী জয় জয়ন্তী।—তাল জং।

পবিত্র শুভ্র বসনে, সাজায়ে সন্তানগণে, হাতে ধরে লয়ে চল স্বর্গরাজ্যের পথে।

যা বলিবে তাই করিব, কোন দিকে নাহি চাব, সরল বালকের মত যাইব তব পশ্চাতে।

কুপথে যাব না আর, তোমাকে করিব সার, প্রাণ মন সমর্পিব তোমার মঙ্গল পদে।

পরায়ে বৈরাগ্যবাস, করহে আত্মবিনাশ, দূর কর অবিশ্বাস মাতাও প্রেমমদে॥ ১৭৬।

রাগিণী বিভাস।—তাল জৎ।

পেয়েছি অনেক দুঃখ তোমারে ছাড়িয়ে
সকলই দেখেছ প্রভু অন্তরে থাকিয়ে।
অতি কষ্টে গেছে দিন, বিষাদে হয়ে মিলন,
হাহাকার করিয়াছি বিপাকে পড়িয়ে।

তব আশীর্ব্বাদে পিতঃ, সম্ভোগ করেছি কত, পবিত্র প্রেম প্রসাদ হৃদয় ভরিয়ে; কতই দয়া করিলে, স্বর্গ এনে হাতে দিলে, আবার সে সব আমি ফেলিলাম হারাইয়ে।

সংশয় নিরাশে মন, হয়েছিল অচেতন, ফিরা-ইয়া দিলে পুনঃ কৃপা হস্ত দিয়ে; এবার হতে যেন নাথ, চির জীবনের মত, থাকিতে পারি তোমার অনুগত হয়ে॥ ১৭৭।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়া।

গৃহে ফিরে যেতে মন চাহে না যে আর। ইচ্ছা হয় ঐ চরণতলে পড়ে থাকি অনিবার।

কোথায় শুনিব আর, এমন মধুর নাম, কোথায় পাইব আর এমন আনন্দধাম।

সংসারের প্রলোভন, স্মরণ হইলে প্রাণ, ভয়েতে আকুল নাথ হয় যে আবার; রাখ ক্রীতদাস করে, একেবারে এ পাপীরে, নিরত ব্রহ্মউৎসব কর হৃদয়ে আমার।

এনেছিলে সমাদরে, সবে নিমন্ত্রণ করে, অপার আনন্দ শান্তি করিলে বিস্তার; বরষিলে

অবিশ্রান্ত, পবিত্র চরণামৃত, পাইল জীবন কত সন্তান তোমার ॥ ১৭৮।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল আড়া।

তোমারি করুণায় নাথ সকলি হইতে পারে।
অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত সম বিঘ্ন বাধা যায় দূরে।
অবিশ্বাসির অন্তর, সঙ্কুচিত নিরন্তর, তোমায় না করে নির্ভর, সর্ব্বদা ভাবিয়ে মরে।
তুমি মঙ্গলনিদান, করিছ মঙ্গল বিধান, তবে কেন বৃথা মরি, ফলাফল চিন্তা করে।
ধন্য তোমার করুণা, পাপীকেও করে না ঘৃণা, নির্ব্বিশেষে সমভাবে, সবে আলিঙ্গন করে ॥ ১৭৯।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল আড়া।

নাথ! কি দিব তোমারে, সকলই তোমার আছে কি আমার।

হৃদয়ের প্রীতিফুলে, তুমি বিকাশিছ নাথ, লও প্রভু তুলিয়ে সে ধন তোমারি॥ ১৮০।

রাগিণী বাহার।—তাল একতালা।

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে। কি ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ শাসনে।

অরুণ উদয়ে আঁধার যেমন, যায় জগত ছাড়িয়ে, তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে; ভকত হৃদয় বীতশোক তোমার মধুর সান্ত্বনে।

তোমার করুণা, তোমার প্রেম, হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে, উথলে হৃদয় নয়নবারি রাখে কে নিবারিয়ে; জয় করুণাময়, জয় করুণাময়, তোমার গুণ গাইয়ে, যায় যদি যাক্ প্রাণ তোমার কর্ম্ম সাধনে॥ ১৮১।

বাউলে স্থর।—তাল একতালা।

প্রভু অপরূপ তোমার করুণা।

ভাব্‌লে চক্ষে জল আর ধরে না।

তোমার অপ্রিয় কার্য্যেতে সদা রই, তুমি আমায় নাহি ভাব প্রিয় ভাব বই; নাথ আমি তোমার ভুলে থাকি, কিন্তু তুমি আমায় ভোল না।

নাথ আমি তোমায় দেখেও দেখি না, তুমি আমায় চখের আড় তিলেক কর না; তুমি আমায় রাখিতে চাও সুখে, কিন্তু আমার নাই সে ভাবনা॥ ১৮২।

স্থর ঐ।—তাল ঐ।

ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে।

তত্ত্ব তার না পাই বেদ পুরাণে।

তুমি জনক কি জননী, ভাই কি ভগিনী, হৃদয়-বন্ধু কিম্বা পুত্র কন্যা; তোমায় এ নহে সম্ভব,

(হে), একি অসম্ভব, সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবি নে। (কিসের জন্যে)

ওহে শাস্ত্রে শুন্তে পাই, আছ সর্ব্ব ঠাঁই, কিন্তু আলাপ নাই আমার সনে; তুমি হবে কেউ আমার, (হে), আপনার হতেও আপনার, আপনার না হলে মন কি টানে (তোমার পানে)॥ ১৮৩।

রাগিণী জয় জয়ন্তী।—তাল জং।

আহা কি সুন্দর মনোহর সেই মূরতি।

যোগী-হৃদয়রঞ্জন, আনন্দরূপমমৃতম্, সুধাময় শান্তিপ্রদ বিমল বিভাতি।

প্রাণস্য প্রাণম্, পুরুষ মহান্, তেজোময় সূক্ষ্ম মঙ্গলনিধান; বচন অতীত, তুলনা রহিত, প্রীতি-বিস্ফারিত, উদার প্রকৃতি।

প্রিয়দরশন, প্রসন্ন বদন, প্রেমানুরঞ্জিত

কৃপানয়ন; কলুষবিনাশন, সন্তাপহরণ, নিরাশ আঁধারে আশার জ্যোতিঃ।

প্রেমিক বৈরাগী, হয়ে সর্ব্বত্যাগী, যেরূপ ধ্যানে সদা অনুরাগী; অন্তরে বাহিরে কবে, হেরে মন মোহিত হবে, চিরবাঞ্ছিত পবিত্র সে কোমল কান্তি॥ ১৮৪।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ —তাল ঠুংরি।

এত দয়া পিতা তোমার, ভুলিব কোন্ প্রাণে আর।

দেবের দুর্ল্ল´ভ তুমি, ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, দীন-হীন আমি অকিঞ্চন হে; তবু পুত্র বলে, স্থান দিয়ে কোলে, পদে পদে বিপদেতে করিছ উদ্ধার।

পড়ে অকূল সাগরে, যখন ডাকি কাতরে, ব্যাকুল হইয়ে কোথা দয়াময় বলে হে; তখন

কাছে এসে, সুমধুর ভাষে, তাপিত হৃদয়ে শান্তি দাও হে আমার।

কে জানে এমন করে, ভালবাসিতে পাপীরে, তোমার মতন ভূমণ্ডলে হে; আমি জন্মাবধি, কত অপরাধী, তথাপি দুর্ব্বল বলে ক্ষম বারম্বার।

জানিলাম নানা মতে, তোমা বিনা এ জগতে, কেহ নাহি আর আপনার হে; ধন্য ধন্য নাথ, করি প্রণিপাত, নিজগুণে পাপীজনে কর ভবে পার॥ ১৮৫।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল কাওয়ালী।

কি ভয় তাহার নাথ! মৃত্যুর স্মরণে।
অমর করেছ যারে প্রেম-সুধা দানে।

তব প্রেম আস্বাদন, না করেছে যেই জন, বিষয় সর্ব্বস্ব ধন, তারি সন্নিধানে।

কৃতান্তে গ্রাসিবে কবে, বিষয় ত্যজিতে হবে, দিবা নিশি এই ভেবে, শঙ্কিত সে মনে মনে।

যে জন তোমারে চায়, তার কি কৃতান্তে ভয়,
মরণ সোপান তার যেতে শান্তি-নিকেতনে॥ ১৮৬।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—তাল আড়া।

অসীম ব্রহ্মাণ্ডপতি অগম অগোচর।
অকিঞ্চন জনে তবু প্রেমসুধা বৃষ্টি কর।
সকলি করিতে পার, সর্ব্বশক্তিমান;
রয়েছে তোমার হাতে, দেহ মন প্রাণ;
শত অপরাধ তবু, সোয়ে থাক নিরন্তর॥
নক্ষত্র খচিত তোমার আকাশ আসন;
কতই ঐশ্বর্য্য কেবা, করে নিরূপণ;
দীনের হৃদি কুটীরে তবু পদার্পণ কর॥
নিষ্কলঙ্ক তুমি নাথ, নিত্য নিরঞ্জন;
জ্বলন্ত অনল তুমি কলুষনাশন;
পাতকীর বন্ধু তবু, তুমি নাথ কৃপাসাগর॥ ১৮৭।

রাগিণী সাহানা।—তাল আড়াঠেকা।

কেমনে কহিব, কি সুধাময় শোভা হেরিনু হৃদয়দুয়ার খুলিয়ে।

অপরূপ, অরূপ নাহি যে তুলনা, কি বলিব কি সুধাময় শোভা হেরিনু হৃদয়দুয়ার খুলিয়ে।

দুর্লভ দরশন লাভ হলো জীবনে, ধন্য রে তাঁর করুণা, ধন্য রে, কি সুখে হেরিনু হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে॥ ১৮৮।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়া।

কেমনে দিব হে স্থান এই সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে। দীন দুঃখী পাপী আমি অধম মানব হয়ে।

যদি চাই তোমার পানে, বারেক অনন্য মনে, প্রেমাবেশে আপনারে আপনি যাই ভুলিয়ে।

নিরখি নাথ তোমারে, আনন্দেতে আঁখি ঝরে, বাক্য নাহি সরে থাকি অবাক হয়ে চাহিয়ে; হৃদি

হয় পরিপূর্ণ, বহে তায় সুখপবন, গভীর প্রেম তরঙ্গে একবারে যাই ডুবিয়ে ॥ ১৮৯ ।

রাগিণী মূলতান ।—তাল আড়াঠেকা ।

তোমা হেন সখা ছেড়ে আমার আমার বলি কারে। আপন যখন ত্যজি তখন পাই তোমারে।

সদাই হতেছে মনে, পাই তব পদধনে, অক্ষয় সম্বল সেই যাইবারে ভবপারে ॥ ১৯০ ।

রাগিণী খাম্বাজ ।—তাল একতালা ।

তুমি আমার প্রাণাধার জীবনের অবলম্বন ।
চিরসহায় পরমাশ্রয় হৃদয়ের প্রিয়ধন ।
নিত্য সত্য অখণ্ড অনন্ত আদিকারণ, কৃপানিধান, প্রাণ প্রাণ, তৃষিত চিত্তরঞ্জন ।

প্রেমসিন্ধু দীনবন্ধু দুঃখ দারিদ্র্যভঞ্জন, পাপ- হরণ, দীনশরণ, বিপদ ভয়বিনাশন ।

সুখ মোক্ষদাতা বিধাতা পতিতপাবন, সখা সুহৃদ প্রেমাস্পদ পরম ভক্তিভাজন।

মূলশক্তি গতি মুক্তি জীবনের জীবন, অনাথ-নাথ তাতঃ মাতঃ বিশ্বজনবন্দন।

প্রতিপালক গুরু রক্ষক, সর্ব্ব মঙ্গলনিদান; গুণসাগর, প্রাণেশ্বর, অমৃত নিকেতন।

সারাৎসার পরাৎপর স্বয়ম্ভূ সনাতন; মোহ আঁধারে, পাপ বিকারে ভরসা তব চরণ॥ ১৯১।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল জৎ।

দয়াময়, অপার মহিমা তোমার। বিশ্বপতি তুমি গুণধাম, কৃপাময় ধর্ম্ম-অবতার। প্রেমসিন্ধু অমৃতনিকেতন, অনন্ত সুখের ভাণ্ডার। সুর নর অমর দেবগণ মিলি, গায় তব যশঃ অনিবার। অতুল ধন-পূর্ণ জগৎ সংসার, জ্ঞান প্রীতি পুণ্যের আধার। নিরখি এ সব, অনন্ত বিভব, বাসনা থাকে না কিছু আর। দুঃখ দারিদ্র্য হর বিমো-

চন, দেখিলে তোমারে একবার। চাহিব অ-নেক আশা করি মনে, দেখা হলে ভুলে যাই সকল॥ ১৯২।

রাগিণী পরজ।—তাল চৌতাল।

ধন্য তুমি হে পরম দেব, ধন্য তোমারি করুণা প্রেম, পূরিল আনন্দে বিশ্ব হৃদয় জুড়াইল।

যে দিকেআজি ফিরাই আঁখি, প্রেমরূপ নিরখি তোমারি, পূর্ণ হইল সকল কাম, মন আনন্দে ভাসিল।

ব্রহ্মসনাতন পুরুষ মহান্ জগপতি জগত-নিধান, জয় জয়, জগপতি জগতনিধান হে, অন্তরে চির বিরাজ।

নয়নে নয়নে রহিও নাথ, ভুলি সব দুঃখ তোমার নাথ, হৃদয়ে থাকিয়ে হৃদয়নাথ, হৃদয় কর শীতল॥ ১৯৩।

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী।—তাল জৎ।

ধন্য দয়াময়, তোমার কৃপায়, কৃতার্থ হইল জীবন মম।

নিরখি তোমারে, প্রাণ মন্দিরে, জুড়াল তৃষিত নয়ন।

তব আগমনে, হৃদয় উদ্যানে, শুষ্কতরু মুঞ্জরিল; ফুটিল প্রেম কুসুম মধুময়; গন্ধে আমোদিত মন। (হলো)

আনন্দে ভাসালে, মোহিত করিলে, দেখায়ে দুর্লভদরশন; দেখিনি এমন, শোভা অনুপম, যেন ধরাতলে স্বর্গধাম।

সুখ রত্নাকর, তোমার ভাণ্ডার, নাহি হয় পরিমাণ; বলিব কি আর, করি বারম্বার, কৃতজ্ঞ ভরে প্রণাম॥ ১৯৪।

রাগিণী বেহাগ।—তাল কাওয়ালী।

নাথ! তোমার প্রসাদবারি কি গুণ ধরে। বাক্যে নাহি বলা যায়, স্মরণে নেত্র ঝরে।

নাহি কাল ভেদাভেদ, নাহি হে পাত্র প্রভেদ, বরষিলে বিন্দু তার কি নাহি করে।

ভীরু সাহসী হয়, পাতকীর পাপক্ষয়, অজ্ঞানীর জ্ঞানোদয়, অসাধু জন তরে; ধনী হয় দম্ভহীন, বালক হয় প্রবীণ, সাধু সুখী চিরদিন, দেবভাব ধরে নরে॥ ১৯৫।

রাগিণী আলেয়া। তাল একতালা।

নাথ! কি ভয় ভাবনা তাহার। তুমি যার যে তোমার, ঐ অভয়পদ দিয়ে, প্রহরী হইয়ে, নিজে রক্ষা কর যারে নিরন্তর।

মাতৃকোলে শিশু সন্তান যেমন, তেমনি সে আনন্দে করে বিচরণ, নাহি ডরে কালে, ব্রহ্ম নামের বলে, করে স্বর্গরাজ্য অধিকার।

তোমার বরেতে পেয়েছে যে জন, অক্ষয় অমর অনন্ত জীবন, ওহে দয়াময়, তুমি যার সহায়, প্রাণে বধে তারে সাধ্য কার।

ধন্য সে মানব অতি ভাগ্যবান্, তোমার হাতে যার আছে হে পরাণ, সুখী তার হৃদয় নিশ্চিন্ত নির্ভর, তুমি হয়েছ যার সকল ভার॥ ১৯৬।

রাগিণী দেশ মল্লার।—তাল ঝাঁপতাল।

হে গুরু কল্পতরু, সকলি সম্ভবে তোমারি নামে। নিমেষে পাতকী যায় পুন্যধাম।

যাহা চাই তাহা পাই, কিছুরই অভাব নাই, অনন্ত সুখ সম্পদ তব চরণে।

যে জন সরল হয়, বিশ্বাসেতে মুক্তি পায়, সংসারে স্বর্গের শোভা হেরে নয়নে॥ ১৯৭।

রাগ মালকোষ।—তাল আড়াঠেকা।

কেবা ভুলিবে তোমারে পেয়ে তোমার প্রীতি-সুধা, দেখে তোমার করুণা।

অগতির গতি তুমি, অনাথনাথ, কে না পায় তব ছায়া।

বিশ্ববন্ধু তুমি, যে দিকে দেখি, দেখি তোমারি প্রেম॥ ১৯৮।

রাগিণী আলেয়া।—তাল একতালা।

পিতা এই কি হে সেই শান্তিনিকেতন। যার তরে, আশা করে, আমরা করি এত আয়োজন।

দেখে যার পূর্ব্বাভাস, মনেতে বাড়ে উল্লাস, বাক্যেতে না হয় প্রকাশ, বিচিত্র শোভন; নর নারী সবে মিলে, ভাসে প্রেম অশ্রুজলে, ডাকে তোমায় পিতা বলে আনন্দে হয়ে মগন।

তব পুত্র কন্যাগণে, পবিত্র ভাবে যেখানে, প্রেমপরিবারের সুখ করে আস্বাদন; সেইত

স্বর্গের শোভা, ভক্তজন মনোলোভা, ভূমণ্ডল মাঝে যাহা দেখে নাই কেহ কখন॥ ১৯৯।

রাগিণী কাফি।—তাল ঝাঁপতাল।

ভুলায়ে রাখ হে প্রভু তব প্রেম প্রলোভনে।
দেখায়ে স্বর্গের শোভা, এ পাপী দীন সন্তানে।
মোহিত হয়ে রহিব, চাহিয়ে তোমার পানে;
আনন্দ নীরে ভাসিব, নামামৃত রসপানে।

নব নব ভাব বিকসিত কর হে হৃদিকাননে, গাঁথি প্রেমহার উপহার দিব ও চরণে; চিরসেবক হইয়ে, থাকিব তোমার সনে, কাটাব জীবন তোমার শ্রবণ মনন গানে।

অমৃতসাগর তুমি, সৌন্দর্য্যের সার নাথ, প্রকাশ প্রেমের জ্যোতি এ পাপ মলিন মনে; খুলে দাও প্রেমের স্রোত মাতায়ে তোমার প্রেমে, জ্বেলে দাও উৎসাহানল দুর্ব্বল মৃত জীবনে॥ ২০০।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল আড়া।

অধম তনয়ে নাথ ত্যজিতেত পারিবে না।
শত অপরাধী হলেও তনয়ত্ব তায় যাবে না।
আছে অপরাধ কত, তবু নহি আশাহত, তব দয়া হতে আমার দোষত অধিক হবে না।
পরমব্রহ্ম পরাৎপর, আদি কত নাম ধর, কিন্তু অধমতারণ নামের মহিমা যে অতুলনা॥ ২০১।

রাগিণী বিভাস।—তাল আড়া।

আজ কেন চারিদিক্ হেরি মধুময়।
হেরি অপরূপ মাধুরী সুনীল গগণে, হৃদয়ে অযুত চন্দ্রোদয়।
চন্দ্র বরষে আজ অমৃত কিরণ, ধীরে ধীরে কতই সুধা বহে সমীরণ; প্রভুর শুভ আগমনে, হৃদয়কাননে, ফুটেছে প্রীতির কুসুমচয়॥ ২০২।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল জৎ।

আহা কি অপরূপ হেরি নয়নে।

মিলে বন্ধুগণে, প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে, ভক্তি কমল লয়ে, করেন অঞ্জলি দান বিভু চরণে।

তরুণ ভানু কিরণে, প্রভাত সমীরণে, মেদিনী অনুরঞ্জিত নবজীবনে; প্রকৃতি মধুর স্বরে, ব্রহ্মনাম গান করে, আনন্দে মগন হয়ে পিতার প্রেমে।

উৎসব মন্দিরে আজ, বিশ্বপতি ধর্ম্মরাজ, করেন বিরাজ রাজসিংহাসনে; মরি কি সুন্দর শোভা, পুণ্যময়ের পুণ্যপ্রভা, কৃতার্থ হইল প্রাণ দরশনে।

স্নেহময়ী মাতা হয়ে, পুত্র কন্যাগণে লয়ে, বসেছেন আনন্দময়ী আনন্দধামে; নিমন্ত্রণ করি সবে, এনেছেন মহোৎসবে, বিতরিতে প্রেমঅন্ন ক্ষুধিত জনে॥ ২০৩।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল কাওয়ালি।

কত যে তোমার করুণা, ভুলিব না জীবনে;
নিশি দিন রাখিব গাঁথি হৃদয়ে।
বিষয় মায়াজালে রহিব না ভুলে আর, হৃদয়ে রাখি দিব তোমায়; ধন প্রাণ দেহ মন, সব দিব তোমারে॥ ২০৪।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল ঝাঁপতাল।

তুমি যারে কর হে সুখী সেই সুখী হয় এ সংসারে। বিপদ প্রলোভনে তারে বল কি করিতে পারে।

আপন আনন্দে সেই জন করে সন্তরণ সুখসাগরে; নাহি জানে কোন অভাব, প্রশান্ত মুক্ত স্বভাব, চিরসুখ শান্তি তার মনেতে বিরাজ করে।

প্রেমের তরঙ্গ ভাবের প্রসঙ্গ কত উথলে তার

অন্তরে ; মত্ত হয়ে সুধাপানে, বিহরে তোমার সনে, অক্ষয় রত্নভাণ্ডার তার হৃদয় কন্দরে।

ওহে প্রেমসিন্ধু এক বিন্দু প্রেম দানে সুখী কর নাথ যদি আমারে ; তবেত সার্থক মম, হয় এ পাপ জীবন, গাই তব নামগুণ মনের আশা পূর্ণ করে ॥ ২০৫ ।

রাগিণী দেশকার। তাল ঐ।

হে দেব প্রসাদ দাও হে ভকত হৃদয়ে। প্রাণ মন কর নাথ অমৃতময়।

দেহ প্রেম দেহ জ্ঞান, দেহ মুক্তি কর ত্রাণ, দাও হে চরণে স্থান এই ভিক্ষা চাই হে ॥ ২০৬ ।

রাগিণী আলাইয়া।—তাল একতালা।

দেহ জ্ঞান, দিব্য জ্ঞান, দেহ প্রীতি শুদ্ধ প্রীতি, তুমি মঙ্গল আলয়। (তুমি মঙ্গল আলয়)

ধৈর্য্য দেহ বীর্য্য দেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ,

বিবেক বৈরাগ্য দেহ দেহ ও পদ আশ্রয়। (দেহ ও পদ আশ্রয়) ॥ ২০৭।

রাগিণী নটনারায়ণ। তাল চৌতাল।

হৃদয়-চাতক মোর চায় তোমারি পানে শান্তি-দাতা শান্তি পীযূষ বারি হে বরিষ, বরিষ।

নয়নের তুমি তারা, প্রেমচন্দ্র হৃদাকাশে, শোক তাপ সন্তাপহা; তুমি মাত্র আশা সদা সুখে দুঃখে।

পুরহ প্রাণ, প্রাণাধিপ, বিতরি প্রেমবারি; পাই হে অবিনাশী জীবন পাইলে তোমারে।
নিশি দিন হৃদে জাগো, দুখঃনিশা পোহাইয়ে, মোহ আঁধার নাশিয়ে, কৃপারই হে ভিখারী কৃপা-বিন্দু যাচে ॥ ২০৮।

রাগিণী দেশ। তাল ঝাঁপতাল।

হরি তোমা বিনে কেমনে এ ভবে জীবন ধরি।
সংসার জলধি মাঝে তুমি হে তরী।

যখন তোমারে পাই, আঁধারে আলোক পাই, নিমেষে হৃদয়তাপ সব পাশরি ॥ ২০৯।

রাগিণী বিভাস।—তাল ঝাঁপতাল।

হৃদয় কুটীর মম কর নাথ পুণ্যাশ্রম। বিরাজ আনন্দে তাহে দিবা নিশি অবিরাম।

জীবন কর আমার প্রেমপরিবার, গৃহদেবতা পিতা হয়ে থাক হে তাহার; মঙ্গল শাসনে সদা কর শাসন।

আমি প্রতি দিন ভক্তিভরে করিব পূজা অর্চ্চনা, কৃতাঞ্জলি পুটে করিব চরণ বন্দনা; নিত্য নব নব-জাত প্রেমহারে, সাজাব তব সিংহাসন সুন্দর করে, গলবস্ত্র হয়ে তোমার করিব অভিবাদন।

আমার রিপু পরিচারিকা দল, আনন্দে মিলে সকল, অনুদিন করিবে সব সেবার আয়োজন; ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলিবে, বিচ্ছেদ মিলন হবে, তব প্রেম আবির্ভাবে আত্মা হবে স্বর্গধাম ॥ ২১০।

রাগিণী বাহার।—তাল জৎ।

সুমতি দাও হে আমারে, পাপ বিকারে।
অসার এ জীবন, মৃতপ্রায় অচেতন, ঘোর মোহ অন্ধকারে; কৃপাপাত্র অতি দীন আমি হে, করুণা নয়নে চাহ ফিরে।
মন্দমতি মম, কুপথে করে ভ্রমণ, সহজে চাহে না তোমারে; অরুচি নাথ তব প্রেমসুধা পানে, মনোদুঃখে হৃদয় বিবরে॥ ২১১।

রাগ ভৈরব।—তাল চৌতাল।

দেখা দেও আঁখিরঞ্জন হৃদি মাঝে হৃদয়েশ!
প্রেম-জনন প্রসন্ন বদন হেরি নিমেষ।
নরনারীগণ আনন্দ অন্তরে, যশ-সৌরভ তব হে মহেশ ঝংকারে, অবিরত দশ দেশ।
শুদ্ধ-সত্ত্ব হীরন্ময় মানস আসন পাতি তোমারে দিব পরমেশ।

ভক্তি-চন্দনে চর্চ্চিব চরণ, প্রেমের হারে বাঁধি তোমারে, পালিব তব আদেশ ॥ ২১২।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল মধ্যমান।

দেখ দেব এ দীন সন্তানে, করুণা নয়নে।
যেন আবার তোমায় ছেড়ে পাপেতে ডুবি নে।
কি সজনে কি নির্জ্জনে, যখন থাকি যেখানে,
রক্ষা কর এ অধমে স্বর্গীয় বল বিধানে।
চারিদিকে প্রলোভন, করে সদা আকর্ষণ,
কেমনে রাখিব আমি, পবিত্রতা এ জীবনে!
নাহি আর অন্য কামনা, সুখ সম্পদ চাহি না, কেবল মাত্র এই প্রার্থনা, যেন তোমায় ভুলে থাকি নে ॥ ২১৩।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

হে দয়াময় তব তুলনা কি মিলে।
সৃজিলে আমারে তুমি বসিয়া বিরলে।

গর্ভে আমি ছিলাম যখন, করিলে মোরে পালন, সঙ্কীর্ণ জরায়ু মাঝে নির্ব্বিঘ্নে রাখিলে; হে মাতঃ বিশ্বজননী, প্রসব কালে ধাত্রী তুমি, পাতিয়ে কোমল কোল আমারে লইলে।

করিতে মোরে পালন, কত তব আকিঞ্চন, পিতা মাতার মনে তুমি স্নেহরস দিলে; আজীবন তুমি পাতা, তুমি ধর্ম্মপথে নেতা, এ সব করুণা মোরা রহিব কি ভুলে॥ ২১৪।

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল আড়াঠেকা।

অনন্ত কালসাগরে সম্বৎসর হল লীন।
নববর্ষ সমাগত করিতে জীবে শাসন।
থাক হে প্রস্তুত হয়ে, পথের সম্বল লয়ে, কখন ত্যজিতে হবে এ ভব পান্থভবন।
মাস ঋতু সম্বৎসর, জরা মৃত্যুর অধিকার, নাহিক যথায় চল তথায় করি গমন; মিলিয়ে

অনন্ত যোগে, ভজ নিত্য অনুরাগে, কাল ভয়-নিবারণে হৃদিমাঝে অনুক্ষণ ॥ ২১৫।

রাগিণী মল্লার।—তাল আড়াঠেকা।

বহিছে জীবনস্রোতঃ কালস্রোতে নিরন্তর।
কিন্তু কোথা যাইতেছ ভেবে দেখ একবার।
দেখ হে গণনা করে, আসিয়াছ কত দূরে, এক স্থানে আছ কিম্বা হইতেছ অগ্রসর।
ক্রমে দেহ হল জীর্ণ, বল বুদ্ধি অবসন্ন, নিকটে শেষের দিন অতি ভয়ঙ্কর; এই ত বৎসর গেল, করিলে কি সম্বল, এরূপে বিদায় বল দিবে কত সম্বৎসর।
নব বর্ষ সমাগমে, উঠ হে নব উদ্যমে, প্রমত্ত হৃদয়ে সদা কর বৈরাগ্য সাধন; হইবে পুণ্য সঞ্চয়, থাকিবে না কালভয়, ব্রহ্মবরে চিরকাল হয়ে রহিবে অমর ॥ ২১৬।

রাগিণী বেহাগ।—তাল ঐ।

কালের প্রতীক্ষায় আর কত দিন থাকিবে বল।
ইচ্ছা থাকিলে বাসনা নিশ্চয় হবে সফল।
যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বকালে বিদ্যমান, তাঁহার মুক্তিবিধানে শুভক্ষণ সদাকাল।
আশাপূর্ণ অন্তরে, ডাক হে ডাক তাঁহারে, বিশ্বাস করিয়া দেখ এখনই পাইবে বল; মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হবে, হৃদয়ে স্বর্গ দেখিবে, পলকে জীবন বৃক্ষে ফলিবে অমৃত ফল॥ ২১৭।

রাগিণী রামকেলী।—তাল আড়া।

অনিত্য বিষয়ে কর সর্ব্বদা চিন্তন।
ভ্রমেও না ভাব হবে নিশ্চয় মরণ।
বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বাড়িবে তত, ক্ষণে হাস্য ক্ষণে খেদ, তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণ।
অশ্রু পড়ে বাসনার, দম্ভ করে হাহাকার, মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম ক্রোধ রিপুগণ।

অতএব চিন্ত শেষ, ভাব সত্তা নির্ব্বিশেষ, মরণ সময়ে বন্ধু এক মাত্র তিনি হন ॥ ২১৮।

রাগিণী রামকেলী।—তাল আড়াঠেকা

এক দিন যদি হবে অবশ্য মরণ।

তবে কেন এত আশা এত দ্বন্দ্ব কি কারণ।

এই যে মার্জ্জিত দেহ, যাতে এত কর স্নেহ, ধূলিসার হবে তার মস্তক চরণ।

যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান, রহে যুগ পরিমাণ, কিন্তু যত্নে দেহ নাশ না হয় বারণ; অতএব আদি অন্ত, আপনারে সদা চিন্ত, দয়া কর জীবে লও সত্যের শরণ ॥ ২১৯।

রাগিণী সোহিনী বাহার।—তাল জৎ।

কেমনে বলিবি রে মন পিতার প্রাণ কঠিন।

মুখপানে কে চাহিল দেখি তোরে দীন হীন।

যাঁ। হতে পালিত হলে, আগেই তাঁকে ভুলে গেলে ; তিনি সর্ব্বদা রাখিলেন তোরে না ভুলিয়ে কোন দিন।

যত যাও তাঁরে ছাড়িয়ে, ততই তিনি সঙ্গী হয়ে ; প্রেমভরে স্নেহক্রোড়ে, লয়ে রাখেন চির দিন।

যখন পথ হারা হয়ে, কাঁদ বিপদে পড়িয়ে, অম্‌নি অনাথ-নাথ ত্বরা আসি, চখের জল করেন মোচন॥ ২২০।

বাউলে স্থর।—তাল একতালা।

পুরবাসী রে, তোরা যাবি যদি অমৃতনিকেতনে চলে আয়।

থাকুক যথা আছে ধন জন, আর সে ছার ধনে কায নাই।

তোদের মর্ম্মব্যথা আর না রহিবে, রোগ শোক তাপ দূরে গিয়ে প্রাণ শীতল হবে ;

একবার দেখ্‌লে প্রভুর প্রেমমুখ সব দুঃখ দূরে যায়।

আর কত দিন সেই মাতারে ভুলে, থাক্‌বি বিদেশেতে মিছে কাযে মায়ের কোল ছেড়ে; তোদের কোলে নেবার তরে, সদাই সে যে, ডেকে ডেকে ফিরে যায়॥ ২২১।

রাগিণী সুরটমল্লার।—তাল একতালা।

মন চল নিজ নিকেতনে।

সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে।

বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেহ নয় আপন, পরপ্রেমে কেন হয়ে অচেতন, ভুলিছ আপন জনে।

সত্যপথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ, সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্য ধন, গোপনে অতি যতনে; লোভ মোহ আদি পথে

দস্যুগণ, পথিকের করে সর্ব্বস্ব মোষণ, পরম যতনে রাখ রে প্রহরী, শম দম দুই জনে।

সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হলে তথায় করিবে বিশ্রাম, পথভ্রান্ত হলে সুধাইবে পথ, সে পান্থনিবাসিগণে; যদি দেখ পথে ভয়েরই আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার, সে পথের রাজার প্রবল প্রতাপে, শমন ডরে যাঁর শাসনে॥ ২২২।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

শান্তিনিকেতন ছাড়ি কোথা শান্তি পাবে বল।
সংসারে শান্তির আশা, মরীচিকায় যথা জল।
কভু সুখ পারাবার, কভু হয় হাহাকার,
জীবন যৌবন ধন সকলি অতি চঞ্চল।
আজ পুত্রের আলিঙ্গন, কাল্ তারে বিসর্জ্জন,
আজ প্রিয় প্রেমালাপ, কাল্ বিলাপ কেবল;
সংসারের এই দশা, কোথায় শান্তির আশা,

শান্তি সুখ চাহ যদি, সেই আনন্দধামে চল ॥ ২২৩।

রাগিণী সরফরদা।—তাল আড়াঠেকা।

হে মন কর আত্মানুসন্ধান, শমন ভয় রবে না রবে না।

পঙ্কজ দল জল, ইব জীবন চঞ্চল, ধন জন চপলা সমান, রবে না রবে না।

মোহ পাশবন্ধন, জ্ঞানাস্ত্রে কর ছেদন, সত্যে কর প্রীতি পাইবে পরিত্রাণ; এখনি হইবে সুখী, আত্মাতে আত্মারে দেখি, কথা মান প্রবীণ অজ্ঞান, ভুল না ভুল না ॥ ২২৪।

রাগিণী মল্লার।—তাল আড়া।

কেন হে বিলম্ব আর সাজ সত্যের সংগ্রামে।

সেনাপতি বিশ্বপতি সহায় রণে।

কর ব্রহ্মনাম ধ্বনি, কাঁপায়ে গগণ মেদিনী, বিশ্বাসের পরাক্রম দেখাও জীবনে।

ব্রহ্মকৃপাহি কেবল, কর সত্বের সম্বল, শান্তি-অসি করে ধরি বিনাশ রিপুগণে; লোকভয় পরিহরি, চল চল ত্বরা করি, প্রভুর আজ্ঞা পালন কর প্রাণপণে।

সাধিতে পিতার কাজ, পর হে সমরসাজ, বাজাও বিজয়ভেরী গভীর গরজনে; বিবেক নির্ম্মল হয়ে, বল অকপট হৃদয়ে, জীবের নাহি আর গতি, দয়াল নাম বিহনে॥ ২২৫।

রাগিণী মল্লার।—তাল আড়া।

অনিত্য এ ধন জন জীবন যৌবন।

কালেতে করিছে সব নিমেষে হরণ।

কখন সুখের উদয়, কখন দুঃখের জয়, হইতেছে ক্রমান্বয় চক্রবৎ পরিবর্ত্তন।

অদ্য মহামহোৎসব, কল্য হাহাকার রব, অদ্য যাহা অভিনব, কল্য তাহা পুরাতন; পেয়ে অতুল সম্পত্তি, অদ্য যে রাজচক্রবর্ত্তী, কল্য তার ভিক্ষাবৃত্তি হতেছে অবলম্বন।

অদ্য বন্ধুগণ সনে, আহ্লাদিত আলাপনে, কল্য তাদের অদর্শনে শোকে সন্তাপিত মন; অদ্য পুত্রের আধস্বরে, শ্রবণ শীতল করে, কল্য তার মৃত শরীরে শোকাশ্রু হয় বরষণ।

কখন সুস্থ শরীর, কখন রোগে অস্থির, সংসার জলনিধির হ্রাস বৃদ্ধি প্রতিক্ষণ; অতএব আপনারে, রাখ ব্রহ্ম পরাৎপরে, নশ্বর ভব সংসারে, হইও না রে নিমগন॥ ২২৬।

রাগিণী কল্যাণ।—তাল আড়াঠেকা।

মায়াহ্রদে ডুব না।

পাপরসে সুখবসে মজো না।

সার নহে এ সংসার, তিনি মাত্র সার, যাঁর এই রচনা ॥ ২২৭।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল আড়া।

মন রে সংসারার্ণবে ভাসিতেছে বিশ্বপ্রায়।
সকলি অসার ভবে সলিলে মিশাবে কায়।
যদি হবে নিরাপদ, ভাব সেই ব্রহ্মপদ, সম্পদ বিফল সব, মন না মজিও তায় ॥ ২২৮।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল তেওট।

শেষের সে দিন মন, কর রে স্মরণ, ভবধাম যবে ছাড়িবে।

সুখস্বপন যত, দেখিছ অবিরত, চিরদিনের মত ফুরাবে।

কালশয্যায় শুয়ে, নিজ পাপ স্মরিয়ে, যবে দুধারে নয়নধারা বহিবে; ভাই ভগিনী যত, কাঁদিবে অবিরত, শিশু সন্তান ধূলায় লুটাবে।

স্নেহময়ী জননী, হারায়ে নয়নমণি, গাইয়ে তবগুণ কাঁদিবে; প্রাণসম প্রেয়সী, অধোবদনে বসি, কেঁদে ধরাতল নয়নজলে ভাসাবে।

অতএব লও ব্রহ্মপদে আশ্রয়, যদি বিপদে নিরাপদ হইবে; তিনি হে মৃত্যুঞ্জয়, যাঁহার কৃপায়, মরণে নবজীবন পাইবে॥ ২২৯।

রাগিণী বেহাগ।— তাল আড়া।

অকূল ভব জলধি দেহ তায় জীর্ণ তরণী।
তাহে নিবিড় অজ্ঞান তিমিরময়ী রজনী।

রিপু ছয় নাবিক দল, বিপাকে ফেলে কেবল, তাহে কুসঙ্গ হিল্লোল পলকে প্রমাদ গণি; পাপজল প্রতি পলকে, উঠে ঝলকে ঝলকে, নিবারে আর বল কে বিনা বিশ্বাস সেচনী।

না দেখিতে পাই কূল, প্রাণ হইল আকুল, নাথ আমায় অনুকূল হও এ সময়; অভয় পদ

বিতরি, যদি তার তবে তরি, সেই অবলম্বন করি পারে যাই ভেসে অমনি॥ ২৩০।

রাগিণী ইমন্।—তাল আড়া।

অবিরত আশু সুখ আশে করিছ ভ্রমণ।
অন্তহীন পরকাল পরে আছে ওরে মন।
চঞ্চল অলির মত, ভ্রমিতেছ ইতস্ততঃ এক সুখ অন্তে কর অন্য সুখ অন্বেষণ।
উন্মত্ত আশু উৎসবে, ভাব না পরে কি হবে, এই যে অনিত্য দেহে আছে হে নিত্য জীবন।
রোগী যেন লোভ ভরে, জেনেও কুপথ্য করে, কিঞ্চিৎ সুখের তরে হয় চিরদুঃখী; যা হইল আর কেন, সজ্ঞানে হও অজ্ঞান, সময় থাকিতে ভাব সে অসময়ের ধন॥ ২৩১।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়া।

এই দেহের এত অহঙ্কার।
অবশ্য মরিতে হবে কিছু দিনান্তর।

হলে দেহ প্রাণহীন, কোথা রবে অভিমান, ভূমিতে পড়িয়ে রবে হয়ে শবাকার; পিতা মাতা বন্ধুগণ, সম্মুখে করি রোদন, গাইবে তোমার গুণ করি হাহাকার।

এখন প্রবোধ মান, ত্যেজ কুপথ ভ্রমণ, কুৎসিত ভাবে দর্শন নর নারীচয়; সর্ব্বলোক অপমান, অনাথ অর্থহরণ, পরনিন্দা পরপীড়া কর পরিহার॥ ২৩২।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল একতালা।

তার কি দুঃখ বল সংসারে। যে জন সত্যকে আশ্রয় করে, করে কাল যাপন, হয়ে হৃষ্টমন, দেখে ব্রহ্মরূপ অনন্তর বাহিরে।

নিত্য উপাসনা ইন্দ্রিয়দমন, পর উপকার বৈরাগ্য সাধন, হইয়াছে যার জীবনের সার, সে যায় অনায়াসে ভবপারে।

ব্রহ্মে সঞ্জীবিত থাকি সর্ব্বক্ষণ, প্রাণপণে করে কর্ত্তব্য পালন ; অটল প্রভুভক্তি, সরল শান্ত মতি, প্রেমার্দ্র হৃদয়ে দেখে সর্ব্ব নরে॥ ২৩৩।

রাগিণী বিভাস।—তাল কাওয়ালী।

পেয়েছ নিকটে তাঁরে, হারাইও না হেলা করে,
তিনি অন্তরের ধন রাখিতে হয় অন্তরে।
সেই প্রাণসখা হতে, নাহি থেক অন্তরেতে,
তবে অবিচ্ছেদে তাঁরে পাইবে নিজ অন্তরে।
দেখিতে চাহিলে তাঁরে, দেখা দিবেন অন্তরে,
তিনি অন্তরের ধন, কভু না থাকেন অন্তরে।
যত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র, নিরখিছে সেই চন্দ্র,
আমাদের প্রাণবল্লভ পরমব্রহ্ম বলে যাঁরে॥ ২৩৪।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

মনে স্থির ভেবে আছ চির দিন কি সুখে যাবে।
জীবন যৌবন ধন মান কি রবে সম ভাবে।

এই আশা তরুতলে, বসে আছ কুতূহলে,
বিষয় করিয়ে কোলে জ্ঞান না ত্যজিতে হবে।
কিন্তু ভেবে দেখ সার, দিবা অন্তে অন্ধকার,
সুখান্তে দুঃখের ভার বহিতে হইবে; অতএব
অবধান, যে অবধি থাকে প্রাণ, ব্রহ্মে কর সমাধান,
নির্ম্মল আনন্দ পাবে॥ ২৩৫।

রাগিণী দেশ মল্লার।—তাল আড়া।

সংসার অনিত্য এই মুখে বল প্রতিক্ষণ।
কিন্তু কার্য্যে কর একটী তৃণ লাগি প্রাণপণ।
মরিলে গৃহমার্জ্জার, রোদন কর অপার, মুখে
বল বারম্বার কাকস্য পরিবেদন।
পরে বুঝাতে হও জ্ঞানী, কিন্তু না বুঝ আপনি,
এ কেমন ভ্রম না জানি ওরে ভ্রান্ত মন; অতএব
স্বীয় বাক্য, মানসে করিয়ে ঐক্য, মরণ জানি
প্রত্যক্ষ, ভাব সত্য নিরঞ্জন॥ ২৩৬।

রাগিণী সুরট মল্লার।—তাল আড়া।

সম্পদে বিপদে নাথ তুমি সর্ব্বস্ব আমার।
তোমা বিনা কে আছে আর লইব শরণ কার।
হৃদিকুটীরে যখন, পাই তব দরশন, আনন্দে পূর্ণ তখন দেখি জগৎ সংসার।
তুমি মাতা তুমি পিতা, তুমি শান্তি জ্ঞানদাতা, তুমি ভব ভয়ত্রাতা, সর্ব্ব মূলাধার; যথায় থাকি যেমন, সদাই তোমারে যেন, পাই নাথ দরশন দেহ এই অধিকার॥ ২৩৭।

———

নগর সঙ্কীর্ত্তন।

অষ্টাত্রিংশ সাম্বৎসরিক।

নগরসঙ্কীর্ত্তন।

১৭৮৯ শক।

তোরা আয় রে ভাই! এতদিনে দুঃখের নিশি হল অবসান, নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।

কর সবে আনন্দেতে ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন, পাপ তাপ দূরে যাবে জুড়াবে জীবন।

দিতে পরিত্রাণ করুণানিধান, ব্রাহ্মধর্ম্ম করিলেন প্রেরণ; খুলে মুক্তির দ্বার সকলেরে করেন আবাহন; সে দ্বার অবারিত, কেউ না হয় বঞ্চিত, তথায় দুঃখী ধনী মূর্খ জ্ঞানী সকলে সমান।

নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার।

ভ্রম কুসংস্কার, পাপ অন্ধকার, বিনাশিতে স্বর্গের ধর্ম্ম মর্ত্ত্যে আইল; কে যাবি আয় বিনা মূলে ভবসিন্ধু পার; তোরা আয় রে ত্বরায়, এবার নাই কোন ভয়, পারের কর্ত্তা মুক্তিদাতা স্বয়ং ঈশ্বর।

একান্ত মনেতে কর ব্রহ্মপদ সার, সংসারের মিছে মায়ায় ভুল না রে আর।

চল সবে যাই, বিলম্বে কাজ নাই, দীননাথের লইগে শরণ; হৃদয় মাঝে হৃদয়নাথে কর দরশন; ঘুচিবে যন্ত্রণা, পাইবে সান্ত্বনা, প্রভুর কৃপাগুণে অনায়াসে যাইবে ব্রহ্মধামে॥ ২৩৮।

ঊনচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক।

১৭৯০ শক।

দয়াময় নাম, বল রসনায় অবিশ্রাম, জুড়াবে প্রাণ নামের গুণে।

জীবের ত্রাণ, সুখশান্তি ধাম, তাঁর চরণে; বল কে আছে আর, করিতে পার, সেই দীন-কাণ্ডারী বিনে।

সেই দীননাথ পাপীর গতি কাঙ্গালের জীবন, নিরুপায়ের উপায় তিনি অধমতারণ; দিনান্তে নিশান্তে কর তাঁর নাম সংকীর্ত্তন, নামে মুক্তি হবে, শান্তি পাবে, যাবে আনন্দ ধামে।

সুধামাখা দয়াল নাম কর রে গ্রহণ, পাপীর দুঃখ দেখে এ নাম পিতা করেছেন প্রেরণ; থাক চিরদিন ভক্ত হয়ে, এ নাম রাখ গেঁথে হৃদয়ে, (ছেড় না রে) স্বর্গের সম্পত্তি এ ধন রেখ অতি যতনে।

দেখ দেখ চেয়ে দেখ পিতা দাঁড়ায়ে দ্বারে, ডাক্‌ছেন মধুর স্বরে, স্নেহভরে প্রেমামৃত লইয়ে করে; পিতার শান্তিনিকেতনে যেতে, এসেছেন আমাদের নিতে, চল সবে আনন্দেতে, নামের ধ্বনি করি বদনে।

মুখে দয়াল বল দীন দুঃখী ভাই সবে মিলে, সেই মধুর নামে পাষাণ গলে, প্রেমসিন্ধু উথলে; এ নাম সাধুর হৃদয়ের ধন, পাপির অবলম্বন, এ নাম নগরবাসী ঘরে ঘরে গাও আনন্দ মনে॥ ২৩৯।

চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব।

১৭৯১ শক।

ডাকে দীনবন্ধু বলে, হৃদয় খুলে, ভাই সকলে মিলে; বৃথা দিন যায় চলে, (রে) আর থেক না সেই সুহৃদে ভুলে; বেঁচে আছ যাঁর কৃপাবলে।

মোহনিদ্রা পরিহরি কর দরশন, পিতার দয়াগুণে কত পাপী পাইল জীবন; আর বিলম্ব কর না, এমন দিন আর হবে না, চল ধরি গিয়ে পূণ্যময়ের চরণ কমলে।

উঠে দেখ ওহে ভারতবাসিগণ, করে জগৎ আলো প্রকাশিল, ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র কিরণ; প্রেমময়ের প্রেমরাজ্য নিকট হল, ত্বরায় চল চল, সময় বয়ে গেল, তথায় প্রেমময়ে হেরি প্রাণ জুড়াই সকলে।

যদি চাহ রে পরিত্রাণ এ পাপ জীবনে, তবে ব্যাকুল হয়ে ডাক সেই দীনশরণে; অগতির গতি তিনি পতিতপাবন, ভক্তের প্রাণধন, বিপদভঞ্জন, দেন দরশন কাতর প্রাণে পাপী ডাকিলে।

দয়াময় নাম করিয়ে কীর্ত্তন, চল যাই আনন্দ ধামে। (রে) এ সংসারের মাঝে, দয়াল নাম বিনে আর কি ধন আছে। যে নামের গুণে হয় প্রেমো-

দয় পাষাণ মনে। তা কি জান না রে সে নামের যে কত মহিমা।

কর সাধন, ব্রহ্মেরি চরণ, যাতে পাবে নিত্য শান্তি নিত্য ধন; হৃদয় হবে রে নির্ম্মল, জনম সফল, পাবে ধর্ম্মবল, পিতার করুণায় পাইবে নবজীবন।

করি মিনতি পায়ে ধরি, শুন ওরে ভাই, থাকিতে সময়, লও রে আশ্রয়, পিতা দয়াময় মুক্তিদাতার চরণতলে॥ ২৪০।

একচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব।

১৭৯২ শক।

ভাই চিরদিন, হয়ে পাপে মলিন রহিবে কেমনে।

জনম সফল কর, কর রে এখন, প্রভুর চরণ সেবনে।

আর নিরুদ্দেশে কর না ভ্রমণ, দয়াময় নাম মহা মন্ত্র কর হে গ্রহণ; এই অনিত্য সংসারে, ভুলে থেক না প্রাণেশ্বরে, হইও না বঞ্চিত নামামৃত সুধারস পানে।

জীবনের মহাযোগ কর হে সাধন, বিশ্বাস নয়নে ব্রহ্ম কর দরশন; জীবে দয়া নামে ভক্তি কর এই সার, (ওরে মন আমার) সে শ্রীপদে ভক্ত হয়ে থাক অনিবার, (ওরে মন আমার) পিতার মধুর বাণী শুনে শ্রবণে, সেব আনন্দে তাঁহারে সবে, সেব আনন্দে তাঁহারে কায়মনপ্রাণে।

উঠ হে হের নয়নে, জগত মাতিল প্রেমে, ঐ শুন বাজে জয়ভেরী; দয়াময় নামের হে, দেশ দেশান্তরে হে, মহা সাগর পারে; উড়িছে নিশান ব্রহ্ম-কৃপা হিল্লোলে; চল যাই পিতার শ্রীমন্দিরে নিরখি সেই প্রেম আননে।

প্রেম ভক্তি যোগে বিভুর কর অর্চ্চনা, পাবে পরিত্রাণ, পাশরিবে ভবের যন্ত্রণা।

আছে কি সুখ জীবনে, প্রাণসখা বিনে, কর হৃদয় মন (আর কি দেখ দেখ রে) সমর্পণ, দীন-নাথের শ্রীচরণে। থাক দাস হয়ে (এ জনমের মত) চিরকাল, দীননাথের শ্রীচরণে। এস আজি আনন্দে মাতি নাম কীর্ত্তনে ॥ ২৪১ ।

দ্বাচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ।

১৭৯৩ শক।

আজি গাও গভীর স্বরে, প্রেমভরে নগরে, মধুর ব্রহ্মনাম ; যে নাম গানে মৃতপ্রাণে জীবন সঞ্চারে।

ভাব যোগানন্দে, প্রভুর পদারবিন্দে, একান্তে হৃদয় মন্দিরে ; যাঁর কটাক্ষে মহাপাতকী তরে।

ও সেই মহামন্ত্র, দয়াময় নাম কর সাধনা ; ভবে সাধন বিনা সে ধন মিলে না ; কর সাধন পূর্ণ হবে মনস্কামনা।

ওরে রসনা, কেমন বাসনা, এমন দয়াল নামে মজলে না রে। ওরে দেবতার দুর্ল্লভ সে নাম, হয় অনন্ত যার মহিমা।

এস নর নারী সকলে, পবিত্র ভাবে মিলে, পূজি নিরন্তর আনন্দে জগদীশ্বরে।

ত্যজে স্বার্থ অহঙ্কার, কর হে প্রেম বিস্তার, বদ্ধ হয়ে এক পরিবারে হে; ও ভাই শান্তি-নিকেতনে যদি কর্‌বে গমন, কর সব বিবাদ ভঞ্জন, ভাই ভগ্নীসনে, সরল মনে, কর আগে সম্মিলন।

ও ভাই! ত্বরায় চল দীনত কুরাল, (কোন্ দিন কি হবে রে) গিয়ে দয়াময়ের পুণ্যালয়ে, জুড়াইগে জনমের মতন। হায়! কত আছি যে অপরাধী, পিতার চরণে জন্মাবধি, পাপ অশান্তি এনে তাঁর সংসারে।

সাধ মনে গিয়ে প্রেমধামে; হেরিব নয়নে, পরম সুন্দর প্রেমময় নিরঞ্জনে; ও সেই অপরূপ

রূপমাধুরী, নিরখিব প্রাণভরি রে, ভকতমণ্ডলীর মাঝারে ; (পিতার পরিবারে হে) (কিবা শোভা মরি হে) এবার দেখাও নাথ সে আনন্দধাম, রাখ শ্রীপদে বেঁধে সবে প্রেমডোরে ॥ ২৪২ ।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক।

১৭৯৪ শ

কর আনন্দে ব্রহ্মের জয় ঘোষণা, ওরে রসনা, ছাড়িয়ে সব অসার কল্পনা।

যাঁর গুণ গানে শ্রবণে, পুণ্য শান্তি হয় মনে, দূরে যায় পাপ যন্ত্রণা ; ভবে তিনি বিহনে ত্রাণ আর পাবে না।

এক প্রভু যিনি এই বিশ্বমাঝারে, ভক্তি ভাবে ওহে জীব ডাক তাঁহারে ; জগৎগুরু জ্ঞানদাতা তিনি হে পরম দেবতা, পরিত্রাতা ভবসাগরে ; সরল প্রার্থনাই মুক্তির সাধনা।

নাই আর অন্য পথ মোক্ষ ধামে যেতে হে; ভক্তবৃন্দের পদচিহ্ন চেয়ে দেখ হে; ভ্রান্ত মত পরিহরি, এস সব নর নারী, কৃতাঞ্জলি হয়ে এক-বার ডাকি হে; (ও ভাই) দয়াময় বলে, প্রাণ, শীতল হবে।

মায়ার ছলনে, সুখ সেবনে, ভুলে কত দিন আর থাক্‌বে বল; (সে হৃদয় ধনে) হয়ে ষড় রিপুর (রিপুর) বশীভূত, হলো দিনের দিনে দিন গত; (রে অবোধ মন) ভজন সাধন কিছুই হল না রে; আর শুন না পাপের কুমন্ত্রণা।

হায়! এমন দিন কি হবে, জগদ্বাসী সবে, প্রেম উপহারে, (দয়াল পিতা বলে হে) ঘরে ঘরে, জগদীশ্বরে পূজিবে; ব্যাকুল অন্তরে, ডাকিব তাঁহারে, সকলে মিলে বন্ধুভাবে; (এক হৃদয় হয়ে) করি কাতরে করযোড়ে, ভিক্ষা মাথ তোমার দ্বারে, শীঘ্র পূরাও আমাদের এই বাসনা॥ ২৪৩।

চতুশ্চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক।

১৭৯৫ শক।

বল রে, তোরা বল রে, ভক্তিভরে, দয়াময় নাম দিনান্তে একবার রে।

ত্যজি দুরাচার, অহঙ্কার, কর প্রভুর নামমাত্র সার; জীবের পরমগতি চরম সাধন, নাম শ্রবণ কীর্ত্তন, যাতে ব্রহ্মপদ লভি পাপী জীবন্মুক্ত হয় রে।

মোদের দীন দেখিয়ে অমিয় মাখিয়ে, দয়াল নাম পিতা ধরাতলে করিলেন প্রচার; নামের মহিমাতে জগৎ মাতে, বহে প্রেম অনিবার। দেখে অজ্ঞান সন্তান, প্রকাশিলেন জ্ঞান, বিনাশিতে সব মোহ অন্ধকার। এই পাপ জীবনে দয়াল পিতা বিনে, বল কিসে হই নিস্তার।

এত নয় রে সামান্য সাধন। যিনি স্বয়ং ব্রহ্ম অধমতারণ, তিনি নামেতে বিরাজমান রে। (ডেকে

দেখ দেখ একবার, দয়াল বলে) যদি দেখবি তাঁরে) ওরে তাই নামের এত মহিমা রে।

এস হৃদয়ে হৃদয়ে সবে বাঁধি, পিতার প্রেম-ডোরে হে। হয়ে সবে এক প্রাণ, করি তাঁর নাম গান, প্রেমপরিবারের মাঝারে। পিতা মোদের দয়ার নিধি, চরণ ধরে কাঁদি যদি রে, মনোবাঞ্ছা করিবেন পূরণ রে। (দুঃখ রবে না রবে না আর।)

একবার দয়াময় দয়াময় দয়াময় বলে ডাকি এক তানে। গাই সবে আনন্দে ভাই আনন্দময় নাম রে, আনন্দে দুবাহু তুলে যাই আনন্দধাম রে। এ ভব গহন বন রিপুময় স্থান রে, একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণ রে।

থেক না আর অন্ধ হয়ে, দিব্য চক্ষে দেখ চেয়ে, সেই নামের গুণে পাপী জনে আনন্দে মাতিল রে॥ ২৪৪।

পঞ্চচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক।

১৭৯৬ শক।

জয় ব্রহ্ম জয়, বল্ সবে ভাই আনন্দ মনে; তোরা বল্‌রে ও নগরবাসী। দয়াময়ের জয় সম্পদ বিপদে রে।

বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম, এ নামে দূরে যায় ভয় ভাবনা রে; অদ্বিতীয় ব্রহ্মনাম, যাতে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার হবে রে।

করে জয়ধ্বনি, কাঁপায়ে মেদিনী, চল যাই সেই অমৃতনিকেতনে। সংসার সংগ্রামে, কি আর ভয় জীবনে, ত্রাণ পাব দীননাথের শ্রীচরণে; উঠ উঠ ত্বরা করি, পরব্রহ্মে স্মরি, প্রেমালোক দেখ প্রেম নয়নে। প্রেমের জয় হবেই হবে, বল ভাবনা কি তবে, বিধাতার মঙ্গল বিধানে; তুলে সত্যের নিশান, গাও তাঁর নাম, মত্তহয়ে ব্রহ্মানন্দ রস পানে।

আশায় বাঁধি হৃদয় জয় ব্রহ্ম বলে,
ব্রহ্মকৃপা স্রোতে অঙ্গ দাও সবে ঢেলে রে।
প্রেমরাজ্য অবতীর্ণ হইবে ধরায়,
অভ্রান্ত ঈশ্বরবাণী কভু মিথ্যা নয় রে।

(এক দিন হবেই হবে, প্রেমময়ের প্রেমের জয়) রে অধীর মূঢ় মন! তোর ভাবনা কিরে। পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। নাম সাধন কর; ধৈর্য্যাবলম্বন করে, সাধিলে নিশ্চয় পাবে. সাধনে সিদ্ধ হইবে। শান্তি-সুধা পানে বঞ্চিত হবে না রে, যা করিতে হয় কর মিছে আর কেঁদনা রে, (কপট ক্রন্দনে কি হবে বল) নাম সাধন কর. দেহ মন প্রাণ দিয়ে।

নামরসে না মাতিলে, প্রেমে পাগল না হইলে, ও ভাই কিছুতেই কিছু হবে না রে; ও ভাই কথায় কিছু হবে না রে, (প্রাণ দিতে হবে) সামান্য সাধনে হবে না রে। আমি দেখিলাম অনেক করে. কিছুতেই পাপ যায় না রে। (প্রেমে মত্ত

না হইলে) আমি দেখিলাম প্রেমে মাতিলে, পাপের জ্বালা যায় চলে। (বহুদিনের)

সুধা মাখা ব্রহ্মনাম, নামে দুঃখে হয় সুখ উদয় রে॥ ২৪৫।

একবার চল সবে ভাই, ধীরে ধীরে যাই, পূণ্যময়ের পুণ্যালয়ে; জুড়াই তাপিত আঁখি হেরি রাজরাজেশ্বরে।

পিতার দয়া গুণে, এসেছি এই বঙ্গভূমে, কি মহেন্দ্র ক্ষণে; আজ মনের আশা পূর্ণ করে, পিতার নাম বল্‌ব বদন ভরে।

অনন্ত পুণ্যের জলে, নিবাইয়ে পাপানলে, যাই পিতার রাজ্যে চলে; পিতার পুণ্যময় চরণ চন্দ্রে, একবার ধরি গিয়ে ঊর্দ্ধ করে।

কি দিয়ে তোমার ধার, শুধিব, আমরা এবার হে পুণ্যের অবতার; একবার লুটাই তোমার পুণ্যময় পুণ্যময় সিংহাসনের প্রান্তরে॥ ২৪৬।

ও দিন গেল দয়াল বল না, মনোরসনা।

ও মন দয়াল নাম সাধন হলে শমন ভয় আর রবে না।

ওরে শোন্ রসনা সমাচার, দয়াল নামটী কর সার, যদি ভবে হবে পার; আর মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে, কুপথগামী হইও না।

ওরে ভাই বন্ধু যত হয়, কেবল পথের পরিচয় ও মন কেহ কার নয়; মিছে আমার আমার আমার বল, আমার কে তা চিন্‌লে না॥ ২৪৭।

চল ভাই সবে মিলে যাই সে পিতার ভবনে।

শুনেছি নাকি তাঁর বড় দয়া দুখীতাপী কাঙ্গাল জনে।

কাঙ্গাল বলে দয়া করে, কেউ নাই আমাদের ত্রিভুবনে; আর কে বুঝিবে মর্ম্মব্যথা (আর কেবা জানে রে), সেই দয়ার সাগর পিতা বিনে।

দ্বারে গিয়ে কাতর স্বরে, পিতা বলে ডাকি

সঘনে ; তিনি থাকিতে পার্‌বেন না কভু, (তাঁর বড় দয়া রে), পাপীজনের কান্না শুনে।

নিরাশ্রয় নিরুপায় যত, নিতান্ত সম্বলবিহীনে ; সেই অনাথের নাথ দীনবন্ধু উদ্ধারিবেন নিজ গুণে।

দুর্ব্বল অসহায় দেখে, কিছু ভয় কর না মনে ; ওরে অনায়াসে তরে যাব সেই সুধামাখা দয়াল নামে।

চল সবে ত্বরা করে, কিছু সুখ আর নাই এখানে ; একবার জুড়াই গিয়ে তাপিত হৃদয়, লুটায়ে তাঁর শ্রীচরণে। (প্রাণ শীতল হবে রে)

অজ্ঞান দীন দরিদ্র, যত পতিত সন্তানে ; পিতা অধমতারণ, বিলাচ্চেন ধন আয়রে সবে যাই সেখানে। (দুঃখ দূরে যাবে রে)॥ ২৪৮।

তোরা আয় রে পুরবাসিগণ আনন্দেতে করি সংকীর্ত্তন।

তোদের ব্রহ্মধামে লয়ে যেতে এসেছেন পতিত-পাবন।
ভবের মেলায় ধূল খেলায় কাটাস্‌নে জীবন রতন।
তোদের পাপ তাপ দূরে যাবে সফল হবে জীবন।
তোদের কাঙ্গাল হেরে রইতে নারি এসেছেন কাঙ্গাল-শরণ।
চল ডঙ্কা মেরে ভবপারে সবে করিগে গমন।
ঐ দেখ সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছেন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
এস সবে মিলে ভক্তিভরে পূজি ঐ অভয় চরণ॥ ২৪৯।

দয়াল বল্‌রে দিন যায় বয়ে।
ওরে দিন যায় বয়ে রে তোর সময় যায় বয়ে!
(একবার দয়াল বল্‌ বল্‌রে)

ওরে এ ভব সংসারের মাঝে দীনকাণ্ডারী নেয়ে। (আর কেহ নাই নাইরে)

ওরে মহাপাপী যারা ছিল, দয়াল নামের গুণে তরে গেল ॥ ২৫০।

দিন যায় যায় যায় যায়, মিছে কাজেতে দিন যায়।

কত দিন আর থাক্‌বে রে মন অজ্ঞান নিদ্রায় ॥

মজ না মজ না রে মন বিষয় মায়ায়।

সংসারের সুখ সম্পদ্ চিরস্থায়ী নয় ॥

কোথা থেকে এসেছিলে, যাইবে কোথায়।
(ভেবে দেখ দেখ রে)

ভবপারে যেতে হবে, ও তার কি কর উপায় ॥

এখন লহ রে জীব, পরব্রহ্মের চরণে আশ্রয়।

তিনি বিনা পরিত্রাণ, নাহিক কোথায় ॥ ২৫১।

পাপে মলিন মোরা চল চল ভাই।
পিতার চরণ ধরি কাঁদিয়ে লুটাই রে।
পতিতপাবন পিতা, ভকতবৎসল; উদ্ধারেন পাপীজনে, দেখি অসহায় রে।
প্রেমের জলধি তিনি, সংসার পাথারে; পতিত দেখিয়ে দয়া, তাই এত হয় রে।
বিলম্ব কর না আর, ভুলিয়ে মায়ায়; ত্বরিত লইগে চল তাঁর পদাশ্রয় রে॥ ২৫২।

মধুর ব্রহ্মনাম, তোরা বল্ রে পুরবাসিগণ।
একবার হৃদয়ভরে বল্‌রে।
ব্রহ্মনামের গুণে থাক্‌বে নারে ও ভাই শমনের ভয় রে।
একবার পাইলে সেই ব্রহ্মানন্দ ও ভাই তুচ্ছ হবে বিষয় কাম।
তোদের পাপ তাপ দূরে যাবে শীতল হবে পরাণ॥ ২৫৩।

ব্রহ্মনাম গাও সদা হৃদয় ভরিয়ে।
প্রেমভরে গাও সদা আনন্দহৃদয়ে।
নগরে নগরে গাও প্রতি ঘরে ঘরে। (মধুর ব্রহ্মনাম রে)
পরব্রহ্মের জয়ধ্বনি কর দেশ দেশান্তরে।
হৃদয়ে আছেন তিনি দেখ রে চাহিয়ে।
কত মহাপাপী তরে গেল যে নাম স্মরিয়ে।
(পতিত-পাবন নামের গুণে রে)॥ ২৭৪।

দয়াল নামের যদি করেছ ভাই সুধা পান, তবে থেক না মোহে আর অচেতন।
নামে পাতকী তরে যায়, অনন্তজীবন পায়, বল বল হে বদনভরে সর্ব্বক্ষণ।
পাপে তাপে পুড়ে মরি, দেখ সব নর নারী, হাহাকার করিতেছি না দেখি উপায়; তুমি পাইয়ে দয়াল নাম, রবে রবে কি হয়ে বাম, পিতার করুণা বলিতে কি লজ্জা হয়।

এস সব ভাই মিলে, মহানন্দে প্রেমে গলে, দ্বারে দ্বারে গিয়ে করি দয়াল নাম কীর্ত্তন; পাপ যন্ত্রণা দূরে যাবে, তাপিত হৃদয় শীতল হবে, এ নাম শ্রবণে কীর্ত্তনে হয় পরিত্রাণ॥ ২৫৫।

সদা দয়াল দয়াল দয়াল বলে ডাকরে রসনা; যাঁরে ডাক্‌লে হৃদয় শীতল হবে রে যাবে পাপ যন্ত্রণা।

আপন আপন কারে রে বল, এসেছিলে ভবের হাটে মিছে দিন গেল; ও ভাই মোহ মায়ায় মুগ্ধ হয়ে মিছে খেলা আর খেল না।

রবিসুতে বাঁধবে রে যখন, কোথায় রবে ঘর দরজা কোথায় রবে ধন, তখন বন্ধু জনায় বিদায় দিবেরে সাথের সাথি কেউ হবে না॥ ২৫৬।

মন রে তুই ডাক, একবার ডাক রে দয়াল পিতা বলে।

ও তোর হয় না কেন পাষাণ হৃদয় নামের গুণে দ্রবে গলে। (দয়াল নামের গুণে রে)

ও তোর ভবের জ্বালা দূরে যাবে, স্থান পাবি তাঁর চরণ তলে। (আর ভয় নাই নাই রে)

ও তোর আনন্দে ভাসিবে প্রাণ, নামামৃত পান করিলে।

ওরে অপার সেই ভবসিন্ধু পার হবি রে অবহেলে॥ ২৫৭।

এস এস করি সবে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রভুর গুণানুকীর্ত্তন।
ওহে যে নামেতে হয় পাপীর পাপ বিমোচন।
ওহে যে নাম কীর্ত্তনে মত্ত ছিলেন সাধুগণ;
যোগী ঋষি আদি সবে হে।
গৌর নিতাই আদি সবে হে।
শিব শুক নারদ আদি হে।
ধ্রুব প্রহ্লাদ আদি সবে হে।

ঈশা মুশা মহম্মদ হে।
নানক কবীর আদি সবে হে।
ইহার প্রমাণ অনেক আছে হে।
পুরাণ কোরাণ বাইবেল দেখ হে।
ওহে যাঁহার প্রসাদে পাই ধরম রতন।
আমরা পাপী হয়েও হে॥ ২৫৮।

ভবে চিরদিন গেল দিন বিফলে; জনমিয়ে জীবন হারালাম মোহে অন্ধ হয়ে; নিত্য ধনে কতই সুখ জীবনে না জেনে।

মন! দেখ দেখ সেহারিয়ে, কি হয়েছে দশা তব হে, (জ্ঞান আঁখি মিলি হে) প্রাণনাথে হারায়েছ তুমি। কৌমার সময় হতে, আজীবন পাপ পথে, (বল বাকি কি রেখেছ) পশুমত করেছ ভ্রমণ।

ক্ষুধা শান্তি করিবারে যতন করেছ, (যাহা জীব মাত্রে করে থাকে হে) রিপুগণে সেবিবারে জ্ঞান হারায়েছ। করিয়াছ কত পাপ সুখ অভি-

লাষে, একবার ভাবিলে না নিত্য মহেশে। (দিন বয়ে গেল হে)

মন! কি কাজ করিতে কি কাজ করিলে, পড়িলে করম ফেরে, সুখী হইবারে যতন করিলে পড়িলে পাপের ঘোরে। পর্ব্বত লঙ্ঘিতে পদ পিছাইলে পড়িলে অগাধ জলে, সম্পদ চাহিতে দারিদ্র্যে ঘেরিল মাণিক হারালে হেলে। হায়! এখন কি করিবে মন করিয়ে যতন তব কি শকতি আছে, সেই পরম রতন ব্রহ্মসনাতন ভাব হে হৃদয় মাঝে।

রে অবোধ হিয়া মন! কেন মজিলি নারে। বিভু নামামৃত রসে কেন মজিল নারে ভূমানন্দ রসে। অবোধ হিয়া কেন নিজ হিত বুঝিলি নারে। কলুষ বিষরাশি, সুধা বলে ভক্ষিল, (কত যে আনন্দ মনে) বিষ পান পরিণাম তাও তো সে দেখিল, তবে কেন মজিল নারে। ও দিন থাকিতে কেন বুঝিল নারে।

যখন আসিবে কাল অরি, ধরবে কণ্ঠরোধ করি, ঘুচাইবে তব ভববাস। (মনরে) তখন অবশ হবে রসনা, পাইবে কত যাতনা, চারিদিক্ দেখিবে আঁধার। এখন সময় থাকিতে মন, চল নিজ নিকেতন, দীননাথের লইগে শরণ। হৃদয়রতন ফেলে, অসার সুখেতে ভুলে, কাটাইও না জীবন রতন। (মনরে)

এছার সংসার মাঝে সকলি অসার, একমাত্র সার সেই বিভু সারাৎসার। প্রেমানন্দ মনে তাঁরে কররে স্মরণ, দয়ার চন্দ্র হৃদয় মাঝে দিবেন দরশন।

এস সবে ভাই।

বিলম্বে কাজ নাই।

পিতার দয়াময় নাম অবিরাম বলি সকলে॥ ২৫৯।

আমি পাপে তাপে জর জর, তুমি করুণার সাগর, তাই তোমারে ডাকি দয়াময়। (ওহে অনাথ শরণ) (তোমা বিনা গতি নাই আর)

আমি পাপবিষ করেছি পান, আমায় কর কর কর ত্রাণ, চরণে শরণাপন্ন হে। (পাপীর গতি নাই আর) (একবার চেয়ে দেখ নাথ)

আমায় তার হে তার বিপদ-ভঞ্জন দয়া করে হে।
কোথা দয়াময়, দাও পদাশ্রয়, ডাকে কাতরে তোমায় দীনহীন তনয়; নাথ দুর্ব্বলের তুমি বল, অনাথের আশ্রয় স্থল, একমাত্র হে; গতি মুক্তি হে তুমি পতিতপাবন।

পার করে এই ভবসিন্ধু, লও হে দীনবন্ধু, শান্তিধামে হে; ঘুচাও কর্ম্মভোগ, জুড়াও এ তাপিত জীবন॥ ২৬১।

আর কত দিন তোমায় ছেড়ে থাক্‌ব বল নাথ।

দিয়ে দরশন, রাখ এ জীবন, হে কাঙ্গালের ধন।

আর কত দিন দয়াময়, কর্‌ব হে হাহাকার, যাতনায় হে; (এই বিষম রোগের যাতনায় হে) জ্বলিতেছি দিবারাত।

কবে বল্‌ব হে ঘরে ঘরে, কাঙ্গাল দেখে প্রভু মোরে, দিয়েছেন পরিত্রাণ॥ ২৬২।

পড়িয়ে ভবসাগরে, ভাসি অকূল পাথারে।
একবার দেখ হে ভবকাণ্ডারী।

আমরা যে দিকে চাই না দেখি কূল, তাইতে ভাবিয়ে হতেছি আকুল; হে দয়াময়, অকূলে কূল দেও কাতরে।

তোমার দয়াময় নাম শুনে, আমরা এসেছি সব পাপীগণে; নিজগুণে পার কর অধম নরে।

একে ভবনদীর তুফান ভারি, তাহে তরঙ্গ দেখিয়ে ডরি; চরণতরী দিয়ে পার কর অধম পামরে॥ ২৬৩।

এই বাসনা মনে, যেন মায়ায় ভুলে তোমায় ভুলিনে, নিরন্তর রাখ্‌ব তোমায় নয়নে নয়নে।

ঘোর বিপদকালে, দিও দরশন, করো অভয় দান এ দুর্ব্বল সন্তানে।

মৃত্যুসঙ্কটে, থেক নিকটে, যেন ভয় পেয়ে হারাই নে তোমায়; ওহে অনাথনাথ অনন্ত-জীবনের সহায়, সেই অন্তিম কালে, যখন সবে যাবে ফেলে, তখন স্থান দিও দাসে অভয় চরণে॥ ২৬৪।

একবার এস হে, একবার এস হৃদিমন্দিরে, কাঙ্গাল ডাকে অতি কাতরে।

প্রভু এস হে, নৈলে ভজনহীনের উপায় নাই হে।

একবার এস হে, নৈলে কাঙ্গাল বয়ে যায় হে ॥ ২৬৫।

এ প্রাণ ধরি, আমি বল্‌তে নারি, ওহে যে দুঃখেতে তোমা বিনা, নাথ।

প্রাণ মন, তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন, কেমনে তোমাবিনে ধরি জীবন, নাথ।

বল্‌ব কি আর আমি বল্‌তে নারি, যদি ঘুচাও দুখ দয়া করি, নাথ। (পাপী অধম বলে) ॥ ২৬৬।

একবার এস হে ও করুণাসিন্ধু, ব্যাকুল হয়ে ডাকি তোমারে।

তোমাবিনে পতিতপাবন, পাপীর গতি নাই আর এ সংসারে।

ওহে অগতির গতি তুমি হৃদয়বিহারী, সুধা-নিধি ক্ষুধার অন্ন পিপাসার বারি; কাতর প্রাণে যে ডেকেছে পেয়েছে তোমায়, তবে কেন বঞ্চিত নাথ, তবে কেন বঞ্চিত কর আমারে।

ও নাথ তুমিত কৃপা-কল্পতরু। দেখা দিতে হবে হে। (আমি অধম বলে) ওহে হৃদয়ে জেনেছি আমি, অধম জনার গতি তুমি, (পাপীর গতি নাই আর) তুমি আপনি লোকের গুরু হয়ে, পাপীর হৃদয় আপনি দাও ফিরাইয়ে, এমন কেবা জানে হে; (পাপী তরাইতে) ওহে নাথ তোমার প্রেমসিন্ধু, জীব যদি পায় তার এক বিন্দু, সেই বিন্দু হয়, সিন্ধু প্রায়, তরঙ্গেতে পাপপুঞ্জ ভেসে যায়, পাপ আর রয় না রয় না। (তোমার কৃপা হলে)।

ওহে কলুষ বাড়বানলে তাপিত হৃদয় মম হে, হৃদয় জ্বলে যায় হে; (পাপানলে) দাও হে পদ পল্লব আশ্রয় হে, হৃদয় শীতল করি নাথ।

(চরণ পল্লবের ছায়ায়) আমি দেখিলাম অনেক করে, শান্তি নাই এ সংসারে, তুমি মাত্র শান্তির আলয় হে; শান্তি কিছুতেই মিলে না। (ধন বল সম্পদ বল) অধম বলে করিলে ঘৃণা ছাড়ব না তোমায়, চরণ দিয়ে নিস্তার নাথ, চরণ দিয়ে নিস্তার ভব দুস্তরে ॥ ২৬৭।

এস দয়াল দীনবন্ধু প্রেমসিন্ধু হে।

প্রভু বলেছ বলেছ তুমি, (পাপীর দশা দেখে হে) কাঙ্গাল ডাকিলে আসিব আমি।

আমি এই মনে আশা করিছে, তোমার ঐ চরণ হৃদয়ে ধরি।

আমি তোমায় ছাড়া রইতে নারি হে, (ওহে দয়াল প্রভু হে), আমার দেখা দেও হে কৃপা করি ॥ ২৬৮।

এস হে, এস ওহে প্রভু কাঙ্গালশরণ।
একবার হৃদয় মাঝে দাও হে দরশন।
তোমার দীনহীন সন্তানে ডাকে এস হে,
ডাকে পড়িয়ে ঘোর বিপাকে।
এদের নাইকো পিতা নাইকো মাতা এস হে,
কেবল তুমিমাত্র সহায় হেথা।
পাপী যাবে না আর তোমায় ছেড়ে এস হে,
একবার এস প্রভু কৃপা করে।
তুমি দুঃখী তাপির পিতামাতা, এস হে, এরা
তোমায় ছেড়ে যাবে কোথা।
তুমি নিরুপায়ের একই আশা এস হে, ও
নাথ দেখে যাও পাপীর দশা।
এরা পাপার্ণবে ডুবে মরে এস হে, এবার
উদ্ধার হে দয়া করে।
পাপী পড়্‌লো তোমার চরণ তলে এস হে,
নাথ থেক না আমাদের ভুলে ॥ ২৬৯।

———

পিতা গো দেখা দেও।

আমায় দেখা দিয়ে প্রাণ বাঁচাও।

আমি তোমারি নাথ, তোমারি চিরদিন, তোমার দীনহীন অধম তনয়।

আমি একাকী অরণ্য মাঝে, আমার ভয়ে অঙ্গ অবশ হল।

ওহে কোথা রইলে হৃদয়ের ধন, কোথা রইলে প্রাণসখা দেখা দেও;

আমি আর যাব না পিতা তোমায় ছেড়ে, আমায় ক্ষম এবার দয়া করে॥ ২৫০।

কোথায় দয়াময়, ডাকি কাতর হৃদয়ে তোমায়, দীনের প্রতি কর একবার করুণা।

পিতা আমি তোমার দ্বারের ভিখারী, বড় আশা করি, পড়ে আছি চরণতলে দিবা সর্ব্বরী; একবার চেয়ে দেখ কাঙ্গাল বলে,

যন্ত্রণায় মরি জ্বলে, আমি এ পাপজীবন আর যে নাথ বহিতে পারি না।

ও নাথ সাধুমুখে শুনেছি বচন, লয়ে ও পদে শরণ, কত মহাপাপী পাইয়াছে অনন্ত জীবন; তোমার করুণাময় নামের গুণে, বীজ অঙ্কুরিত হয় পাষাণে, আমি তাই শুনে, এসেছি নাথ, আরত কিছুই জানি না ॥ ২৭১ ।

তোমা বই কেউ নাই দয়াল হরি।

পার কর ভবসিন্ধু, দীনবন্ধু, দিয়ে অভয় চরণতরী।

তুমি জীবনকর্ত্তা তারণকর্ত্তা দীনেরকর্ত্তা দীন কাণ্ডারী।

ন বন্ধু ন মাতা পিতে, প্রভু তোমা বই কেউ নাই জগতে, পার কর কটাক্ষেতে [illegible]দৃষ্টি করি; শুন হে কাঙ্গালের কথা, (হরি [illegible]হ ওহে

হরি) প্রভু ঘুচাও আমার মনের ব্যথা, তুমি হে মাতা পিতা, তার আমায় দয়া করি।

সহায় নাই সম্পত্তি বিনে, আমি কি দিব পারের দক্ষিণে, ভাব্‌ছি তাই মনে মনে কি হবে কি করি ; দাঁড়ায়ে রয়েছি কূলে,(হরি হে ওহে হরি) প্রভু লও আমারে নায়ে তুলে, পারে যাই অবহেলে, গেয়ে তোমার নামের সারি॥ ২৭২।

দেও দেখা পাপী জনে, ওহে পতিতপাবন।

হয়ে অচেতন আছি হে নাথ, জীবনমৃত প্রায়।

তোমায় ছেড়ে এ জীবন অন্ধকারময়, উদ্ধার কর হে পিতা দিয়ে পদাশ্রয়।

কেমনে দেখিব তোমায় এ পাপ নয়নে, হয়ে অন্ধপ্রায় ভ্রমিতেছি সংসার কাননে।

কত দিন আর থাক্‌ব বল না দেখে তোমায়, একবার আসি হৃদয় মাঝে হয় হে উদয়॥ ২৭৩।

নাথ আমার এই ভাবে যদি যায় হে এ জীবন।

আমার গতি কি হবে হে অধমতারণ।

হয়ে অনিত্য সুখের অধীন, ইন্দ্রিয় বশে গেল চিরদিন, আমার কুভাবই স্বভাব হয়েছে এখন।

স্মৃতি বুদ্ধি মন, শ্রবণ লোচন, সব দিয়েছিলে হে যত প্রয়োজন ; আমি তোমারি দত্ত ধনে, বাদ সাধিলাম তোমারি সনে, এখন ধনে প্রাণে বুঝি হলাম নিধন॥ ২৭৪।

পড়ে অকূল ভবসাগরে তাই প্রভু ডাকি তোমারে।

আমি তরঙ্গে ডুবিয়ে মরি, আমার উঠাও হে কেশে ধরে।

আশ্রয় বিষয় গাছের তলা, কিছুই আমার নাই, যা কর হে নিজগুণে তোমারি দোহাই ;

তুমি দীনবন্ধু নাম ধরেছ, একবার দীনের প্রতি চাও ফিরে॥ ২৭৫।

পাপীর দশা কি করিলে ওহে দয়াময়। অধমে দিতে হবে পদাশ্রয়।

আমার ফুরাল সব দিন, নিকটে শেষের সে দিন, যেন সময় থাকিতে প্রভু হয় উপায়।

পড়িয়ে সংসার প্রান্তরে, ভয়ে প্রাণ যে কেমন করে, শুষ্ককণ্ঠ হয়ে প্রভু ডাকি হে তোমায়; করে আছি হে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি, কর কর হে কৃপাবৃষ্টি, আমি রয়েছি পিপাসু চাতকের প্রায়॥ ২৭৬।

পাপে চিরদিন, মজে পাষাণ সমান কঠিন, হয়েছে মন ফেরালে আর ফেরে না।

এখন হল দিন অবসান, ভয়ে কাঁপে প্রাণ, কি করিলাম কি হইল কি হবে বিধান; নিদ্রাভঙ্গ হয়ে এখন, দেখি চৌদিকে বেড়া হুতাশন, আমার

আর উপায় নাই, ডাকি হে তাই, কর নাথ করুণা॥ ২৭৭।

প্রকাশ যদি হৃদিকন্দরে।

আমি তবে জানি নাম চিন্তামণি কৃপাময় করুণানিধি।

এবার পাপীকে তরাতে হবে, অতএব ডাকি নিরবধি।

তুমি পঙ্গুরে লঙ্ঘাও আকাশ, তুমি বামন জনে চাঁদ ধরাও নাথ; তুমি গোষ্পদের ন্যায় পার কর হে, সংসার ভবজলধি॥ ২৭৮।

প্রভু দয়াল, সাধুমুখে আমি শুনেছি, অকূল পাথারে পড়ে ডাকৃতেছি।

আমায় দিয়ে চরণতরী, উঠাও উঠাও হে কেশে ধরি, আমি আশা করিয়ে চেয়ে রয়েছি।

অস্পৃশ্য পামর আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি, অগতির গতি প্রভু মনে জেনেছি; তুমি করিয়ে অধমতারণ, নাম ধর পতিতপাবন, তাত অধম জনা হতে জেনেছি।

করিতে পাপী উদ্ধার, হয়েছ প্রকাশ এবার, মোর সমান পাপী প্রভু কোথা পাবে আর; প্রভু যে তোমার শরণ লয়, তার দশা এমন কি হয়, আমি পাপার্ণবেতে ডুবে রয়েছি। ২৭৯।

প্রাণ আকুল হল। না হেরিয়ে প্রভু তোমারে; মন যে কেমনে করে, প্রকাশিব কেমনে বল।

আমি সহিয়ে অনেক দুখ, চেয়ে আছি তব মুখ, আশা মনে পাব পরিত্রাণ; দুঃখ পাশরিব হে, (তোমায় হেরে) হায় সে দিন কবে হবে নাথ। করি দয়াল নাম সঙ্কীর্ত্তন, আনন্দে হব মগন, প্রেমধারা নয়নে বহিবে, তাপিত হৃদয় শীতল হবে হে।

সদা বিরলে তোমার সনে, রহিব মগন ধ্যানে, রূপ হেরি জুড়াব নয়ন ; (অপরূপ রূপ মাধুরী হে) অনিমেষ নয়নে।

নামামৃত পান করি, আনন্দে দিবা সর্ব্বরী, ভক্তিভাবে সেবিব চরণ ; মনের আশা পূর্ণ করে হে। (সকল পরি হরি হে)

দয়াময় ! সেই বিচিত্র মূরতি, যাহা প্রাণভরে কভু দেখি নাই নাথ ! বড় সাধ মনে হে ; (প্রাণ ভরে হেরি) আমি অপরাধী পাপেতে মলিন, পাপান্ধ নয়নে হেরিব কেমনে হে।

তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু, আশা পূর্ণ কর হে, দেখা দিতে যে হবে ; (পাপী উদ্ধারিতে দেখা দিতে যে হবে)

তোমার অদর্শনে, (পিতা পাপীর দিন কি এমনি যাবে হে) বাঁচিব কেমনে, আর নাহি সুখ এই পাপজীবনে, নাথ তোমাবিনে সকলি আঁধার হে ; ও হে জীবনে মরণ সম, আছি নাথ চিরদিন

হে, কোথায় গিয়ে জুড়াব হৃদয় হে ; আর সহে না কাতর প্রাণে, দয়াকর দীনজনে, দেখা দিয়ে পূরাও বাসনা ; (আর কিছু চাহিনা নাথ) এই পাপ জীবনে কবে দেখা দিবে হে বল ॥ ২৮০।

প্রাণকাঁদে মোর বিভু বলে কোথা তাঁরে পাই।
পাপ মন কি সে ধন পাবে, পাপ তাপ দূরে যাবে, জয় জগদীশ বলে ডাকৃব উভরায়।
আমি পাপী দীনহীন, কেমনে পাব সে ধন রে ; কবে প্রেমধামে যাব, আনন্দিত হব, পিতাকে দেখিব নয়ন ভরিয়ে ; পিতা দয়াময় হে ; সে দিন আমার কবে হবে, দুঃখের দিন যাইবে ; একে ত দয়ালু পিতা, তাহে পাপীগণ ত্রাতা রে ; কত মহাপাপী জন, উদ্ধার হইল ; তাই ভেবে ডাকিতেছি কোথায় দয়াময় ॥ ২৮১।

বড় আশা করে, তোমার দ্বারে এসেছি ওহে দয়াময়।

প্রভু তুমি পতিতপাবন, নিলাম চরণে শরণ, যেন এ দীনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

এই সংসার প্রলোভনে, কাঁপে প্রাণ নিশিদিনে, তাইতে এসেছি এখানে ; (হে) অভয় চরণ দানে এ দীনে কর অভয়।

আমি চাই না হে ধন মান, চাই না যশ অভিমান, করযোড়ে করি নিবেদন ; (হে) যেন এ দীনে শ্রীচরণে পায় আশ্রয়॥ ২৮২।

বাসনা করেছি মনে দেখিব তোমায়।

তোমার করুণা বিনা না দেখি উপায় হে।

পাপে মলিন আমি দিবস যামিনী, দয়া করি ত্রাণ কর দেখি দীনহীন হে।

দয়াময় নাম তোমার শুনিয়া শ্রবণে, লয়েছি শরণ পিতা দাও দরশন হে॥ ২৮৩।

সদা অভিলাষ এই করি হে মনে, তব চরণার-বিন্দ মকরন্দ পানে। (আশা পূর্ণ করে হে)

প্রেমসিন্ধুনীরে মগ্ন থাকি অনুক্ষণ, অনিমেষে নিরখি ঐ প্রেমচন্দ্রানন। (প্রাণ জুড়াই রূপ হেরি তোমারে হে)

ভক্তিরসামৃত পিয়ে হৃদয় ভরিয়ে, দিবানিশি ভুলে থাকি তোমারে লইয়ে (প্রেমানন্দে মেতে) (নামরসে ডুবে) ॥ ২৮৪ ।

হে দীনবন্ধু, অপার প্রেমের সিন্ধু, জগতবন্ধু।
আমাদের মনোবাঞ্ছা করহে পূরণ।

আমরা জানি না কেমন করে, পূজিব হে তোমারে, একবার দয়া করে, দাও তোমার ঐ শ্রীচরণ।

আমরা পাপভার স্কন্ধে লয়ে, আছি তোমার দ্বারে দাঁড়ায়ে, একবার দেখা দিয়ে, (পাপী বলে) কর হে দুঃখ মোচন ॥ ২৮৫ ।

হে করুণানিধান, দিয়ে শ্রীচরণে স্থান, কর শান্তিদান; আর কত দিন এই ভাবে করিব ক্রন্দন।

আমি বিষম পাপ সংগ্রামে, অস্থির হয়েছি প্রাণে, একবার ক্ষত অঙ্গে, দাও তোমার শীতল চরণ।

দেখে চারিদিক্ প্রতিকূল, ভয়ে প্রাণ হয় আকুল, একবার হও অনুকূল, (দয়া করে) নইলে বাঁচে না জীবন॥ ২৮৬।

কি করিলাম কি করিলাম আসিয়া হেথায়।
বিফলে জীবন হারালাম ভুলিয়ে মায়ায়॥
(দিন বৃথা গেল রে)
কি করিতে কি করেছি মোহে অন্ধ হয়ে।
সুধা বলে বিষ খেয়েছি আশু সুখ পেয়ে।
কৌমার গিয়েছে আমার বাল্যের খেলায়।

বৃথায় আনন্দ স্রোতে যৌবন ভেসে যায় ॥
ধর গো ধর গো পিতা ধরি তব পায়।
রাখ রাখ পিতা তোমার অধম তনয় ভেসে।
যায় ॥
একবার দয়া করে যদি দেও দরশন।
ছাড়িব না আর তোমারে থাকিতে জীবন ॥
(হৃদয় মাঝে—দেখা দাও পিতা গো)
নাথ! কি আর বলিব আমি হে।
(প্রভু তুমিত সকলই জান)
আমার শয়নে, স্বপনে, জীবনে,
মরণে এ হৃদয়ে থেক তুমি ॥
(আমায় দয়া করে হে—সাধ পূর্ণ কর—দাসের জীবন সফল কর)
নাথ! তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিব প্রেমফাঁস।
তোমায় সব সমর্পিয়ে, এক মন হয়ে, হইব হে তব দাস ॥

তোমার সেবাতে আমি কাটিব জীবন।
হয়েছে মনেতে আমার বড় আকিঞ্চন ॥ ২৮৭।

কত আর সয়, পাপীর প্রাণে হে, ও নাথ মনের দুঃখ মনে লয় হয়।

তোমার প্রেমসিন্ধু তীরে বসে, পিপাসায় বিদরে হৃদয়।

ওহে দয়ার সাগর তুমি, অনাথ দরিদ্র আমি নাথ, তুমি পিতা আমিত সন্তান হে; (তবে এ দুর্গতি কেন আর)

বিলম্ব কর না আর, হয়েছি বড় কাতর নাথ!

ঘুচাও দুঃখ জনমের মতন হে; (আর যে সহে না সহে না) (নবজীবন দানে)

বড় আশা করি মনে, ও চরণ সুধাপানে, জীবন্মুক্ত হইব এবার হে; তোমার করুণা বলে হে, (সে দিন আমার কবে হবে নাথ)

আমার দুঃখের কথা মনে হলে, শোকসিন্ধু উথলে, বাঁচিতে আর হয় না বাসনা হে ; (কিবা সুখ আছে আর) (এ পাপ জীবনে) (কিছুই ভাল লাগে না তোমায় হারাইয়ে)

তোমার বিরহে প্রাণ, করে সদা আনচান্, নয়ন জলে হয় নির্ব্বাণ হে ; (অন্তরের জ্বালা) (দিবা-নিশি দহিছে জীবন হে) (চক্ষে জলও আর ঝরে না, সব শুকায়েছে) (এত বলিবার নয় নাথ)

হল যাতনার উপরে যাতনায় কঠিন হৃদয়, কপট ক্রন্দনে প্রেম না হয় উদয় ; অনুরাগ বিহনে, সকলি যে অরণ্যে রোদন হে ;

ওহে দুঃখের কাহিনী মম, সকলিত পুরাতন, জানাইতে বাকী কিবা আছে ; এখন বিচারে যা হয় কর, (নিরুপায়ের উপায় তুমি হে) প্রভু তোমার নামে শুষ্কতরু মুঞ্জরে ; আর কে করে স্নেহ মমতা তোমায় ছেড়ে যাব কোথায় হে ॥ ২৮৮

প্রভু করুণা কুরু কিঞ্চিত।
কৃপাভিখারী কাতর কিঙ্করে নাথ।
বড় আশা করে এসেছি নাথ। (ত্রাণ পাব বলে)
আমি পাপেতে তাপিত হয়ে, আছি তব দ্বারে দাঁড়াইয়ে। (ওহে পতিতপাবন)
প্রভু স্থান দাও তব চরণতলে,
আমায় ত্যজ না পাতকী বলে।
(ওহে অধম তারণ)
প্রভু কৃপাসিন্ধু তব নাম, আমায় কৃপাবারি কর হে দান। (ওহে কৃপাময়) ॥ ২৮৯।

পাপে তাপে জ্বলে আজ জুড়াতে জীবন, নাথ এলাম তোমার দ্বারে।
তুমি অন্তর্যামী জান অন্তরের দুখ, কি আর বলিব তোমারে।
নাথ! নিজ পাপ মনে হলে আশা নাহি রয়,

নিরুপায়ের উপায় তুমি ওহে দয়াময়॥ (তাই তোমার দ্বারে এসে কাঁদি হে—

তুমি নাকি মরম জান)

আমি দীনহীন অধম তনয়। নিলাম তোমার ও চরণে আশ্রয়॥

নাথ! মম মনমকরের তুমি সুধাসিন্ধু, মম মনচকোরের তুমি পূর্ণ ইন্দু। (তাই প্রাণ তোমায় ছেড়ে রইতে নারে হে)

তুমি যদি উপেক্ষিবে, তবে কেমনে জীবন রবে॥ ২৯০।

অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয়। দেখা না দিলে কে দেখতে পায় নাথ। (তুমি দয়া করে) (মনের অগোচর)

কেবল অনুরাগে তুমি কেনা; প্রভু বিনা অনুরাগ, করে যজ্ঞ যাগ, তোমারে কি যায় জানা।

তোমায় ধন দিয়ে কে কিন্‌তে পারে ; (ওহে অমূল্য ধন) (হৃদয় না দিলে হে) (জীবন না দিলে হে)

তোমায় ভক্তিপুষ্পে, (ওহে ভক্তবাঞ্ছা কল্প-তরু হে) পুষ্পে যে জন পূজে, তুমি আপনি এসে দেখা দাও তার হৃদয় মাঝে। (ডাক্‌তে না ডাকিতে) ॥ ২৯১।

প্রভু এস হে হৃদিমন্দিরে। তোমায় দীনহীন সন্তানে ডাকে নাথ। (পাপে কাতর হয়ে) (ওহে দয়াল পিতা) এসে তাপিত হৃদয় শীতল কর। (ওহে শান্তি দাতা) একবার দেখে জীবন সফল করি। (অপরূপ রূপ) এসে পাপীরে পবিত্র কর।

আমার বড় সাধ আছে মনে, তোমায় হেরিব প্রেম নয়নে। একবার হৃদয় মাঝে উদয় হও, হয়ে দীনহীনের পূজা লও। তোমায় পাবার

আশে আমরা ডাকি সবে, দাসের বাসনা পূরাতে হবে। (বাঞ্ছাকল্পতরু) ॥ ২৯২।

প্রাণ সখা হে ! এস হে, এস ও দয়াময়।

তোমায় দীনহীন কাঙ্গালে ডাকে হে। (এস হে ও দয়াল প্রভু)

তোমায় না দেখিলে রইতে নারি হে।

একবার হৃদয় মাঝে উদয় হও, (এস হে কাঙ্গালের নিধি হে)

ছোঁয়ে দীন হীনের পূজা লও হে।

ওহে পতিতপাবন হে, এসে পাপীরে পবিত্র কর হে। তোমায় দেখে হৃদয় শীতল করি হে ॥ ২৯৩।

প্রাণ চায় না যে আর, তোমায় ছেড়ে থাকিতে আর সংসারে। (তোমার ছেড়ে ফিরে যেতে সংসারে) (ফিরে যাবই কোথায় তাই)

মোহ কোলাহলে, পাছে তোমা ধনে বঞ্চিত হই তাই। বড় দুঃখের ধন তুমি তাই।

বড় সাধ মনে গোপনে নির্জ্জনে, থাকি চিরদিন তোমার সনে।

ভক্তিযোগে হইয়ে মগন, করি দরশন, ঐ অপরূপ হৃদয়রঞ্জন ;—

প্রভু তোমার চরণ প্রান্তে, একান্তে পরমানন্দে, থাকি সদা এই আকিঞ্চন ; (অনুরাগে মগ্ন হইয়ে) বলিব তোমার কাছে, যা কিছু বলিবার আছে, শুনিব ঐ শ্রীমুখের বচন ; (শুনে প্রাণ শীতল হবে) বলিব দুঃখের কাহিনী, শুনিব আশ্বাসবাণী, চক্ষু কর্ণের ভাঙ্গিব বিবাদ ; (তোমায় দেখে শুনে হে) তোমার পুণ্যময় সহবাসে, রাখিতে হবে এ দাসে, (চির দিনের তরে হে) এই মম হৃদয় বাসনা ; প্রভু তোমার গুণ চিন্তনে, শ্রবণ মনন গানে, এই দেহ করিব পতন। (জীবন ধন্য হবে হে)॥ ২৯৪।

যদি দয়া করে, এনেছ হে ধরে, আমায় ছেড় না হে পতিতপাবন।

আমায় ছেড় না ছেড় না পিতা। (এই নিবেদন।)

বেঁধে রাখ তব চরণ তলে, বেঁধে রাখ প্রভু প্রেম-ডোরে। (এ জনমের মত।) (কৃতদাস কোরে।)

আমার বড় সাধ আছে চিতে, ঐ চরণ পূজিব, চরণ হেরিব, চরণ রাখিব মাথে।

প্রভু তোমায় ছেড়ে পাপীর যে যাতনা, তাত জান সব, আর বলিব কি মনোবেদনা।

আমায় কত বার তুমি ডেকেছিলে, আমি শুনি নাই ডাক, পাপের কুমন্ত্রণায় ভুলে।

আমায় এনেছ হে ধরে যত বার, করি কৃতঘ্নতা, আমি পলায়েছি বারম্বার।

আমার পালান রোগ আছে ভারি, (তাত জান নাথ,) এখন এই কর পিতা চরণ ছাড়িয়ে যেন না পালাতে পারি॥ ২৯৫।

করযোড়ে করি পিতা এই নিবেদন।

যদি সহস্র দুঃখে করে নির্য্যাতন, তবু যেন প্রাণান্তেও ছাড়ি নাহে তোমার চরণ।

মনে ভয় হয়, ওহে দয়াময়, পাছে আবার তোমায় ছেড়ে যাই কোথায়; তাই ডাকি হে বারে বারে, আশীর্ব্বাদ কর মোরে, যেন পাপ-সাগরে আবার না হই হে মগন।

পিতা সদাকাল থেক আমার সম্মুখে, কভু চরণছাড়া কর না পাপীকে; পাপ প্রলোভন চারিদেকে, আতঙ্কে প্রাণ কাঁপে, কখন কোন্ বিপদ্ ঘটে তার নাহি নিরূপণ।

দিয়ে ন্যায়দণ্ড কর হে বিচার, সকল অপরাধ হতে আমায় দাও নিস্তার; করি কাতরে প্রার্থনা, আর পরীক্ষায় এন না, এখন এই কর যাতে রক্ষা পায় এ পাপীর জীবন॥ ২৯৬।

দীননাথ মনে বড় হতেছে ভয়।

এত যতন করিলাম তবু পাপমন বশ না হয়।

মনে ভাবি বারম্বার, ও পদ ভুল্‌ব না আর, কুচিন্তা কুভাবে ভুলে সে ভাব মনে না রয়।

জানিলাম তব দয়া বিহনে, পাইব না তব শ্রীচরণ; অতএব পূরাও হে আশ, কর মম হৃদে বাস, দেখিতে দেখিতে তোমায় যেন প্রাণ অন্ত হয় ॥ ২৯৭।

আর বল্‌ব কি যেমন তোমার ইচ্ছা হয়, দীনবন্ধু হে।

হয় রাখ সুখে, না হয় রাখ দুঃখে, তোমার সম্পদ্ বিপদ্ আমার দুই সমান; তুমি যে বিধি কর বিধি, সেই হয় মঙ্গলবিধি, গুণনিধি হে; ঘোর বিপদেও বল্‌ব তোমায় দয়াময়।

আমি না জানি স্তব স্তুতি, তথাপি পাব

মুক্তি, তোমার উক্তি হে ; তোমার দয়া বিহনে পাপী কোথায় যায় ॥ ২৯৮।

একটী ভিক্ষা আজ দিতে হবে হে আমার, দীনবন্ধু হে।

ঐ অভয় চরণ, পেতে আকিঞ্চন, নিয়ে কর্‌ব হে হৃদয়ের ভূষণ ; নিত্য ভক্তির জলেতে ধোব, নয়ন ভরে দেখিব, বাসনা হে ; বল্‌ব কৃতার্থ করেছেন আমার দয়াময়।

কি স্বদেশে কি বিদেশে, নিয়ে রাখ্‌ব হে হৃদয়ে গেঁথে ; পাপযন্ত্রণা দূরে যাবে, বিপদ্ সম্পদ হবে, দীননাথ হে ; তুমি কৃপা করিয়া একবার হও সদয় ॥ ২৯৯।

চাই দয়ালের নাম চাই প্রেম চাই আর অভয় চরণ চাই। (আমি)

আমি সামান্য ধন নাহি চাই, অন্য কিছু নাহি চাই।

দয়াল নামে কতই সুধা, খেলে যায় তৃষ্ণা ক্ষুধা, কত সুখোদয় হয়; প্রেমরসে ডুবে থাকি সদা সর্ব্বদাই।

নামে রুচি, প্রেমে রুচি, পাদপদ্মে সদাই রুচি, আমি খেলে বাঁচি সে মিষ্ট আস্বাদন; আমি দুঃখী হে জনম দুঃখী হে, পরশে পবিত্র হতে চাই। (চরণ পরশে)॥ ৩০০।

তুমি দয়াময় দয়াময় দয়াময় হে তুমি দয়াময়। আমি জেনেছি হে (ওহে দয়ার ঠাকুর,) এই পাপজীবনে, পাপী ডাক্‌লে তোমার দেখা পায়।

নিরাশ কূপে পড়েছিলাম, সকল আঁধার দেখ্‌তেছিলাম, তুমি এসে বল্লে নাই ভয় তনয়।

পাপী সন্তান বলে তোমার এত দয়া, আমি দেখি নাই এমন পিতা কোথায়।

দীনে দয়া যদি করেছ, চরণতলে যদি এনেছ, তবে ঐ চরণে বাঁধ আমায়।

আজ হতে আমি বল্‌ব সবায়, পিতা বিপদে দিয়েছেন অভয়॥ ৩০১।

আর কিছু নাহি চাই, যেন এই ভিক্ষা পাই।

হৃদয় মন ঐক্য করে, যেন এ জনমের তরে, আমি সর্ব্বস্ব সঁপিতে পারি হে তোমায়।

মায়ের কোলে শিশু যেমন, থাকে চিন্তা ভয়-হীন; হিতাহিত যত তার, সকলই মায়ের ভার, সেই ভাবে রাখ যদি হে আমায়।

রূপ গুণ যশ জ্ঞান, সুখ স্বাস্থ্য ধন মান; এ সব বিষয় বাসনা, এই অনিত্য কামনা, যেন মনেতে স্থান আর নাহি পায়॥ ৩০২।

নাথ তোমার করুণায় সকল আশা হয় পূরণ।
তবু বিগলিত হয় না কেন পাষাণ মন।

যখন যা করি বাসনা, কিছুতেই বঞ্চিত কভু কর না, বিনা প্রার্থনায় কত সুখ কর বিতরণ।

কত অসম্ভব, দেখি হয় সম্ভব, তোমার প্রেমের রাজ্যে কিছু নাই অভাব; তুমি দেখালে চমৎকার, আশ্চর্য্য কত ব্যাপার, অন্ত নাহি তার; যাহা কল্পনায় ভাবি নাই আমি কখন।

এ পাপ জীবনে কত দয়া দেখ্‌তে পাই, যাহার মতন কার্য্য কিছুই করি নাই; আমি ছিলাম ঘোর অন্ধকারে, আনিলে উদ্ধার করে, কেশেতে ধরে, দিলে পিতা বলে করিতে সম্বোধন।

কত অসাধ্য হইল সাধন, দেখে অবাক হলাম না সরে বচন; তুমি দুঃখীকে কর ধনী, মূর্খকে কর জ্ঞানী, তাত জানি হে, কর পাপীকে পুণ্যবান্ দিয়ে শ্রীচরণ।

হায় দুঃখেতে প্রাণ ফেটে যায়, তবু ভালবাস্‌তে

পারি নে তোমায়; কেন আমার এমন হল, হৃদয় শুকায়ে গেল, কি করি বল; এছার জীবন ধারণ কেবল বিড়ম্বন॥ ৩০৩।

নাথ আমায় করুণা করিবে না কি বলে;
কারে বঞ্চিত করেছ হে কোন্ কালে।
পাপে তাপে তৃষিত হয়ে, একবার যে ডাকে আকুল হৃদয়ে, তারে শীতল কর কৃপাসিন্ধু জলে।
কত কুপুত্র তোমার দেখ্‌তে পাই, তব ত্যজ্য-পুত্র কভু শুনি নাই; হয়ে সহস্র অপরাধী, কাতরে একবার কাঁদে যদি, তারে তখনি তনয় বলে লও কোলে॥ ৩০৪।

পাপীজনে কেন এত দয়া হয়, দয়াময় হে। আমি ছেড়ে তোমায়, থাকি ঘোর মায়ায়, আন কেশে ধরে পূজিতে তোমায়; আমি জেনিছি

দয়াময়, ঐ নামে তরে যায় পাপী তাপী হে, তুমি কৃপা করিয়ে মোরে দাও অভয়।

কি সম্পদে, কি বিপদে, রেখ অধমের ভক্তি ও পদে; নিত্য ভৃত্য করিয়ে রেখ, চিরদিন কাছে থেক, ছেড় না হে; যেন ডাকিলে পাপী তোমার দেখা পায়॥ ৩০৫।

সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদি মন্দিরে। (সে দিন কবে বা হবে) নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে।

জ্ঞান অনন্ত রূপে পশিবে নাথ মম হৃদে, অবাক্ হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে।

আনন্দ অমৃত রূপে উদিবে হৃদয় আকাশে, চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে, আমরাও নাথ তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে।

শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজরাজ চরণে, বিকাইব ওহে প্রাণসখা সফল করিব জীবনে, এমন অধি-

কার কোথা পাব আর স্বর্গ ভোগ জীবনে।
(সশরীরে)।

শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপ হেরিয়ে নাথ তোমার, আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর, তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ আঁধার।

ওহে ধ্রুবতারা সম হৃদে জ্বলন্ত বিশ্বাস হে, জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পূরাও মনের আশ; আমি নিশি দিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে, আপনারে ভুলে যাব তোমারে পাইয়ে হে। (সে দিন কবে হবে হে)॥ ৩০৬।

হৃদে হের্‌ব আর অভয় চরণ পূজ্‌ব হে। তোমার দরশনে দীনবন্ধু জীবন্মুক্ত হব। তোমার প্রেমামৃত পানে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারিব। (ক্ষুধা দূরে যাবে হে) তোমায় ভ্রাতা ভগ্নী মিলে প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি দিব। (তোমার অভয় পদে হে)

তোমার প্রেমসিন্ধু নীরে তাপিত হৃদয় জুড়াইব। (জ্বালা দূরে যাবে হে) তোমার দয়াময় নাম সঙ্কীর্ত্তনে আনন্দে মাতিব। (মাতিব আর মাতাইব হে) তোমার আনন্দময় রূপ হেরি আনন্দে মাতিব। তোমায় দেখে শুনে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভাঙ্গিব। তোমার পুত্র কন্যাগণে প্রেম নয়নে হেরিব॥ ৩০৭।

হৃদয় পরশমণি আমার।

নয়নের ভূষণ আমার বিভু দরশন, বদনের ভূষণ আমার তাঁর গুণ গান; ভূষণ বাকী কি আছে রে, জগচ্চন্দ্র হার পরেছি।

হস্তের ভূষণ আমার সে চরণ সেবন, কর্ণের ভুষণ আমার সে নাম শ্রবণ; ভুষণ বাকী কি আছে রে, প্রেমমণি হার পরেছি॥ ৩০৮।

এই লও আমার প্রাণ মন, এই লও আমার প্রাণ মন এই লও আমার জীবনধন, এই লও আমার জীবনধন এই লও আমার সর্ব্বস্ব ধন; আমি আর কিছু ধন চাই না পিতা কেবল তোমার শ্রীচরণ।

ভিক্ষা এই তব স্থানে, দাও হে স্থান ও চরণে, পাপী অধম সন্তানে করে কৃপা বিতরণ।

ইচ্ছা এই হৃদয় মাঝে রাখ্‌ব যতনে, প্রীতি ভক্তি উপহার দিব চরণে; প্রেমনয়নে হেরিব, সুখে সম্ভোগ করিব, সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিব এই মম আকিঞ্চন।

তোমার ধন তোমায় দিয়ে নিশ্চিন্ত হব, সরল অন্তরে তব ইচ্ছা পালিব; বাসনা নিবৃত্ত হবে, অভিমান দূরে যাবে, পবিত্র প্রেম প্রভাবে বিচ্ছেদ হবে মিলন॥ ৩১৭।

ওহে দয়াময়! নামে মুক্তি হয়, তাই ডাকি তোমায়।

আমি করি এই প্রার্থনা, পূরাও হে মনের বাসনা, নামের ভিখারী, কর হে হয়ে সদয়।

তোমার নামের গুণ নাথ কে বর্ণিতে পারে,

রসনা অবাক হয়, মন বুদ্ধি হারে।

(ধুয়া) তোমার দয়াল নামের

এমনই গুণ হে।

অন্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ হেঁটে যায়, বোবা গীত

গায়, বধির শোনে হে।

শুষ্ক তরুচয়, মুঞ্জরিত হয়, ফল ফুলে কিবা

শোভা পায় হে।

হৃদয় কানন, হয় তপোবন, অমা নিশায় হয়

চন্দ্রোদয় হে।

মরুভূমি চয়, হয় জলাশয়, প্রেমের তরঙ্গ

তার উঠে হে।

কলঙ্কে আচ্ছন্ন, হৃদয়দর্পণ, স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন

হইয়ে যায় হে।

ষড় রিপু আদি, হৃদয় মনের ব্যাধি, ভজনের বাদী
পরাস্ত হয় হে।

অসুর সমান, মনুষ্য সন্তান, তৃণ হতে দীন
হইয়ে রয় হে।

পাষাণ মন গলে, নয়ন ভাসে জলে, হৃদিসরোবরে
কমল ফুটে হে।

পাপ তাপানল, হয়ে যায় শীতল, প্রেম সমীরণ
হৃদে বহে হে।

অসম্ভব সম্ভবে, স্বর্গ হয় ভবে, মনুষ্য দেবতা
হইয়ে যায় হে।

নামরস পানে, কত ভক্ত জনে, ক্ষুধা তৃষ্ণা সব
ভুলিয়ে যায় হে।

দাউদ নরপতি প্রাচীন ইহুদী, বীণাযন্ত্রে নাম
গাইয়ে ছিলেন হে।

প্রেমিক দু ভাই, গৌর নিতাই, নাম সঙ্কীর্ত্তনে
মাতায়ে ছিল হে।

স্বরূপ সনাতন, করে নাম শ্রবণ, উজিরী ত্যজে
ফকিরী নিলেন হে।
দুরন্ত দুই ভাই, জগাই মাধাই, নামেতে মুক্ত
হইয়েছিল হে।
ভারত সন্তানে, আত্মীয় স্বজনে, নাম শুনায় কাণে,
অন্তিম কালে হে।
দিয়ে দয়াল নাম, উদ্ধার কর হে আমায়॥ ৩১০।

দীনদয়াল ও করুণার সাগর এমন কেবা আছে।

তুমি মনোবাঞ্ছা কল্পতরু, এমন কেবা আছে।

রেতে ঘুমালে হে! হৃদয়বিহারী, তুমি আপনি কর চৌকিদারী। (দিবানিশি জেগে থাক হে) (চৈতন্যরূপে)

প্রভু না হতে ভূমিষ্ঠ দেহ, তুমি দিয়েছ অপত্য স্নেহ। (পিতা মাতার মনে)

শিশুর কোমল দেহ পোষণের জন্যে, দুগ্ধ দিয়েছ জননীর স্তনে। (কণ্ঠ শুকাবে বলে হে—শিশুর কোমল কণ্ঠ)॥ ৩১১।

দয়াময় বলে আমরা তাই ডাকি। তুমি অধম-তারণ পতিতপাবন। নামে মহাপাপী তরে যায় হে তাই ডাকি। তুমি কাঙ্গাল বলে দয়া কর। তুমি দুঃখী বলে ভালবাস। তুমি পাপী তাপীর মুক্তিদাতা। তোমা বই আর কেহ নাই নাথ তাই ডাকি। (এ সংসার মাঝে) তোমায় ছেড়ে রইতে নারি। (একাকী সংসারে) তোমায় ডাক্‌লে হৃদয় শীতল হয় হে। (দয়াল পিতা বলে)

পাপী ডাক্‌লে দয়াল, দয়াল পিতা বলে, (পাপে তাপে কাতর হয়ে হে) তুমি স্থান দাও চরণতলে।

তোমার সর্ব্বজীবে সমান দয়া। তোমার দুঃখী ধনী সবাই সমান। তোমার কাছে জাতের বিচার কিছু নাই হে। (তোমার কাছে যেতে) তুমি দুর্ব্বলের বল কাঙ্গালের ধন তাই ডাকি।

যে জন কাতর প্রাণে তোমায় ডাকে, (ভব-সিন্ধুর মাঝে পড়ে হে) তুমি চরণতরী দাও তাকে। (ওহে ভবের নাবিক)

তুমি রাজার রাজা, গুরুর গুরু, (তোমার তুল্য কেহ নাই হে) তুমি ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু।

তোমায় ডাকলে পাপী দেখা পায় হে তাই ডাকি। তোমায় না দেখে প্রাণ কেমন করে। তোমার তরে প্রাণ কাঁদে তাই ডাকি॥ ৩১২।

কিরূপে বলিব সেইরূপ সেত বলিবার নয় রে। অপরূপ অরূপ রূপ কথায় বলিবার নয় রে। (কেবল প্রেমনয়নে দেখিবার) সেরূপ অনুপম, অতুলন, হয় ভক্তিতে হৃদয়ঙ্গম। জন্ম অন্ধে

কি বুঝিতে পারে, কি অপূর্ব্ব শোভা শশধরে। কেবল প্রেমিক ভকত জনে, দেখে সে শোভা আনন্দ মনে। (দেখিলে প্রাণ শীতল হয়)

যদি করিবে হে দরশন, কর চিত্ত সংযম, শান্ত মনে কর যোগ সাধন। (ত্যজিয়ে বিষয় বাসনা) বৈরাগ্য সাধন কর, অসার সংসার ছাড়, এক দৃষ্টে চাহ তাঁর পানে, হৃদি মন্দিরে হে; (তৃষিত ব্যাকুলান্তরে) সেই সুন্দর রূপ নিধান, হেরিলে জুড়ায় প্রাণ। (কথায় বলিবার নয় রে, চর্ম্ম চক্ষে দেখ্‌বার নয়) ॥ ৩১৩।

আনন্দ বদনে বল মধুর ব্রহ্মনাম।

নামে উথলিবে সুধাসিন্ধু পিয় অবিরাম। (পান কর আর দান কর হে)

যদি হয় কখন শুষ্ক হৃদয় করো নাম গান। (প্রেমে হৃদয় সরস হবে রে) (বিষয় মরিচিকায়

পড়ে হে) (দেখ যেন ভুল নারে, সেই মহামন্ত্র) (বিপদ কালে ডেক তাঁরে হে, দয়াল পিতা বলে)

সবে হুঙ্কারিয়ে ছিন্ন কর পাপের বন্ধন। (জয় ব্রহ্ম জয় বলে হে)

এস ব্রহ্মানন্দে মাতি সবে হয়ে পূর্ণকাম। প্রেমযোগে যোগী হয়ে॥ ৩১৪।

দয়াময় নাম সাধন কর!

নামে মুক্তির ঘাট নিকট হবে, নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে।

নাম সাধনের এই ত সময় বটে, সময় গেলে আর তো হবে না নাম সাধন কর।

নামে মহাপাপী তরে যায়। (সেই দয়াল নামে) এ নাম পরিত্রাণের মূলমন্ত্র।

যদি ভবনদী নদী পার হবে, তবে ভাই ভগ্নী মিলে সবে নাম সাধন কর। (এক হৃদয় হয়ে)

যদি ধনী হতে চাও ও সেই নিত্য ধনে, তবে কপট ত্যজে সরল মনে। (বিনম্র ভাবে)

যদি সুখী হতে চাও এই পৃথিবীতে, তবে অলস ত্যজে সরল চিতে। (প্রেমে মত্ত হয়ে)॥ ৩১৫।

দয়াল নাম লইতে অলস করো না রসনা যা হবার তাই হবে।

দুঃখ পেয়েছ (আমার মন রে) না আর পাবে; ঐহিকের সুখ হল না বলে কি ঢেউ দেখে না ডুবাবে।

দেখ দেখ এ নাম সদা হৃদে ধরি, অনায়াসে পার হবে ভববারি, সচেতনে থেক,) মন রে আমার) দয়াল বলে ডেক, এ দেহ ত্যজিবে যবে।

নামেতে তাঁহাতে নাহিক প্রভেদ, ভাব ওরে মন ভাবিয়ে অভেদ, ঘুচ্‌বে মনের খেদ, হবে গ্রন্থি ছেদ অনায়াসে ত্রাণ পাবে॥ ৩১৬।

দয়াল বল জুড়াক হিয়ারে। দয়াল বল জুড়াক।

যাতনা সহে না প্রাণেরে। পাপে তাপে প্রাণা-কূল রে। বিষয় বিষে অঙ্গ জ্বলে রে।

কারও কথায় ভুল নারে, (ভুলাতে অনেকে আছে।

মুদলে আঁখি সকল ফাঁকি রে। কেউ সঙ্গে যাবে নারে। (দয়াল নাম বিনে)

নামবিনে আর কি ধন আছ রে। (সংসারের মাঝে) জীবনের সম্বল সে নাম রে।

অন্তিম কালের ধন রে। নামে সকল দুঃখ দূরে যাবে রে॥ ৩১৭।

দয়াল বল না ওরে রসনা। সে নাম বল্‌বার এইত সময় বটে। সদা আনন্দে বদন ভরে।

ও মন এখন যদি, যদি না বলিবে, তবে শেষের সে দিন কি হইবে। (একবার দেখ ভেবে)

সেই দয়াল নামে, নামে কতই সুধা, যে নাম পিতে পিতে বাড়ে ক্ষুধা।

দয়াল বলিলে আনন্দ হবে, ওরে মনের আঁধার দূরে যাবে।

অনিত্য সংসারে, ভুলে থেক নারে, গাও দয়াময় নামটী ভক্তি ভরে। (দিবানিশি)॥ ৩১৮।

নির্ম্মল হইবে যদি, মুখে দয়াল বল রে।

নির্ম্মল হইবে যদি (রসনা রে), প্রভুর নাম রসানে মাজ হৃদি রে।

ঐ দয়াল নাম সুধাসিন্ধু, এ নাম কর্ণে লও রে এক বিন্দু। (ওরে রসনা)

ঐ দয়াল নাম সিংহেরি শব্দ, শুনে অরিগণ সব হয় স্তব্ধ, (ওরে রসনা)॥ ৩১৯।

পতিতপাবন দয়াল নামে জুড়ায় জীবন।

যেন অন্তরে সহস্র ধারে, করে সুধা বরষণ।

সেই নামামৃত লোভে, যোগীজন ভক্তিযোগে, মনের অনুরাগে করে কঠোর সাধন; তারা ত্যজিয়ে বিষয়বাসনা, সার করে সেই নিত্য ধন। (সকল ছেড়ে)

যে নাম সাধনের বলে, অপার আনন্দ মিলে, স্মরণেতে পাপতাপ করে হে হরণ; কর আনন্দে সকলে মিলে, দয়াময় নাম সঙ্কীর্ত্তন।

ডাক তাঁরে প্রেমানন্দে, প্রাণভরে মনের সাধে; পিতা দয়ালের চরণারবিন্দে, কর প্রাণ সমর্পণ। (এ জনমের মত) ॥ ৩২০।

প্রেমধামে কে যাবি আয়।
সবে আয় আয় আয় আয়।
রোগ শোক পাপ তাপ নাহিক যথায়।
প্রেমময়ে দেখি যথা হৃদয় জুড়ায়।
আয় রে ব্যাকুল হয়ে আয় আয় আয়।
কত আর জ্বলিবে বল সংসার জ্বালায়।

জীবন যৌবন ধন যে দিল সবায়।
প্রেমভরে লুটাইয়ে পড় তাঁর পায়॥ ৩২১।

বল আনন্দ বদনে ব্রহ্মনাম। হল নিকটে আনন্দ ধাম।

হল দুঃখ অবসান, পিতা আপনি কল্লেন বিধান, দিয়ে ভক্তি দান; আর ভয় নাই ভয় নাই পরিণাম।

দুঃখী তাপী যে থাক, বদন ভরে সেই পিতায় ডাক, ডাকিয়ে দেখ; সিদ্ধ হবে হবে মনস্কাম।

পিতা পরম দয়াল, নামে আপনি কাটে মায়াজাল, ভবের জঞ্জাল; হবে সুখ শান্তি অবিরাম।

দয়ারনিধি পিতা আমার, পাপী সন্তানে অধিক তাঁর, করুণা বিস্তার; তিনি কভু কারও নহেন বাম॥ ৩২২।

শান্তিধামে যাবে যদি, ভক্তিপথে চল রে।

সেই আনন্দধামে, যাবে যদি, তবে হৃদয় কর সরল রে।

লও সাধু সঙ্গ, করো না বিলম্ব, কর দয়াল নাম পথের সম্বল রে।

রে পাষাণ মন, ত্যজ অভিমান, তোর যে পাপের ভরা পূর্ণ হল রে।

ব্যাকুল হৃদয়ে, ডাক দয়াময়ে, সে পথে তিনি মাত্র সহায় কেবল রে॥ ৩২৩।

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং সবে বল ভাই।
ওহে ব্রহ্মকৃপা বিনা জীবের আর গতি নাই।
(ইহ পরলোকে হে)
ওহে সত্যমেব জয়তে আর চিন্তা নাই।
(সত্যের জয় হবেই হবে হে)
এস ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়ডঙ্কা সকলে বাজাই।

(পরব্রহ্মের কৃপা বলে হে) নগরের দ্বারে দ্বারে হে)

ওহে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ মনঃপীড়া আর রবে নাই।

(দয়াময় পিতার রাজ্যে হে)

(সব হৃদয় এক হবেহে)॥ ৩২৪।

অখিলতারণ বলে একবার ডাক তাঁরে।

একবার ডাক তাঁরে ভক্ত সঙ্গে ভাসি সবে প্রেমতরঙ্গে, দয়াময় দয়াময় দয়াময় বলে। (একবার হৃদয় খুলে)

যদি ভবসিন্ধু পারে যাবে, ডাক তাঁরে ত্বরা করে, দয়াময় দয়াময় দয়াময় বলে একবার মনের সাধে)॥ ৩২৫।

পতিতপাবন, ভকতজীবন, অখিলতারণ বল রে সবাই।

বলরে বলরে বলরে সবাই। যাঁরে ডাকলে হৃদয় শীতল হবে। যাঁরে ডাকলে পাপী তরে যাবে। ওরে এমন নাম আর পাবি না রে ॥ ৩২৬।

দয়াময় কি মধুর নাম।

আমার নাম শুনে প্রাণ জুড়াল রে কি মধুর নাম ॥

নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে কি মধুর নাম।

এ নাম কোথা ছিল কে আনিল, কি মধুর নাম।

এ নাম জীব তরাতে এসেছিল, কি মধুর নাম।

এ নাম তোমরা বল আমরা শুনি, কি মধুর নাম।

নামে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল কি মধুর নাম।

নামে মরা মানুষ বেঁচে গেল কি মধুর নাম ॥

আমার নামে অঙ্গ শীতল হল, কি মধুর নাম।

আমার পাপ তাপ সব দূরে গেল, কি মধুর নাম ॥ ৩২৭।

আহা কি শুনিলাম, মধুর দয়াল নাম, নাম শুনে প্রাণ জুড়াল রে; ভয় তাপ দূরে গেল, আশা হইল অন্তরে।

দীন হীন কাঙ্গাল জনে, যাবে পিতার পুণ্য-ধামে, সেই নামের গুণে; শুনে আনন্দ ধরে না মনে, পিতার দয়াল নামে পাপী তরে।

অনাথ নিরুপায় বলে, স্থান দিবেন চরণ তলে, আমাদের সকলে; আহা এমন দয়া কে করে আর, পাপী অধম জনে ত্রিসংসারে।

যাদের কেহ নাই সংসারে, দুঃখী বলে দয়া কোরে, চেয়ে দেখে ফিরে; দয়াসিন্ধু দীনবন্ধু পিতার নাকি বড় দয়া তাদের পরে॥ ৩২৮।

এমন সুধামাখা দয়াল নাম কেন নিলি না রে মন।

এ নাম দেবতার দুর্লভ হয় রে, নামে পাষণ্ড করে দলন।

যোগী জপে যোগধ্যানে, ভক্ত রাখে হৃদাসনে; এ নাম নিরুপায়ের উপায় হয় রে, এ নাম পাপীদের সর্ব্বস্ব ধন। (এ নাম আমাদের নিজস্ব ধন)।

পুরাণ আদি করে তন্ত্র, শাস্ত্রেতে না পায় অন্ত, পাপীদের দশা দেখে এ নাম কল্লেন বিতরণ; ওরে তবু নামের হয় না সীমা রে, এ নাম হৃদয়ে না হয় ধারণ॥ ৩২৯।

তোরা কে যাবি রে আয় রে ভাই, সবে মিলে প্রেমধামে যাই।

তথায় প্রেমময়ের প্রেমমুখ, এস দেখে সবে প্রাণ জুড়াই।

পাপের মোহিনী মায়ায়, বদ্ধ হইয়ে সবাই, কত কাল আর থাকৃব বল ভুলিয়ে হেথায়; এস প্রেমভরে কেঁদে কেঁদে, এস সবে তাঁর পায় লুটাই।

পাপ তাপ সমুদায়, কিছু নাহিক তথায়, নিত্য প্রেম নিত্য শান্তি বিরাজে যথায়; ঐ শোন্ প্রেমময় ডাকিতেছেন, এস ব্যাকুল হয়ে ধাই সবাই॥ ৩৩০।

রাগিণী বিভাস।—তাল একতালা।

অতি কাতরে করি নাথ এই নিবেদন।

দুঃখ যন্ত্রণায়, বিপদ সময়, ডাকিলে যেন পাই দরশন।

চির দুঃখী করে রাখ তাহে ক্ষতি নাই, অভয় পদে দিও স্থান এই ভিক্ষা চাই, আমি সকল সইতে পারি, তোমার মুখ হেরি, কিন্তু বিচ্ছেদ বেদনা হয় না সম্বরণ।

হৃদয়বাসী পিতা তুমি জ্ঞান সমুদায়, কত দুঃখ কষ্টে আমার দিন গত হয়, হায় বল

কেমন করে, থাকি ধৈর্য্য ধরে; না দেখে তোমার প্রসন্ন বদন ॥ ৩৩১।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল আড়াঠেকা।

দিয়াছি যে প্রাণ তোমারে আর কখন চাব না ফিরে।

যাহা ইচ্ছা হয় কর, কিছু নাই বলিবার, হইবে মঙ্গল মোর তোমার বিচারে।

সুখ সম্পদ হইলে, ভাসিব প্রেম হিল্লোলে, দুঃখ বিপদে কাঁদিব তোমারি চরণ ধরে। (পিতা তোমারি)

যথায় লয়ে যাইবে তথা যাইব, যাহা করিতে বলিবে তাই করিব; শুনেছি আশ্বাসবাণী পাব পরিত্রাণ, নাই দুঃখ যদি মরি তোমার তরে ॥ ৩৩২।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল আড়াঠেকা।

যে জন সরল অন্তরে তোমারে ভালবাসে।
সর্ব্বদা করে বাসনা থাকিতে সহবাসে।
নাম শুনে উদাস হয়, বিচ্ছেদে দহে হৃদয়,
প্রবোধ না মানে মন সংসারভোগ বিলাসে।
দেখা হলে ভুলে যায়, ছেড়ে যেতে নাহি চায়,
মাতৃকোলে শিশুপ্রায় আহ্লাদ সাগরে ভাসে।
তোমার ইচ্ছা পালন, হয় তার সুখসাধন, তুমি
যাহা ভালবাস তাই সে ভালবাসে॥ ৩৩৩।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল কাওয়ালী।

অকূল ভব সাগরে তারহে তারহে।
চরণতরী দেহি অনাথনাথ হে।
সন্তাপনিবারণ, দুর্গতি বিনাশন, দুর্দ্দিন তিমির
হর, পাপ তাপ নাশ হে॥ ৩৩৪।

বাউলে সুর।—তাল একতালা।

চির দিন তোমার দ্বারে ভিখারী হইয়ে পড়ে রহিব। তুমি জীবন সর্ব্বস্ব ধন, বল তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব।

শুনেছি সাধুর মুখে, দীনাত্মা হয়ে যে ডাকে, সে পায় তোমাকে; অনুরাগী কাঙ্গালী না হলে, আমি কেমনে তোমায় পাইব।

ত্যজে আত্মঅভিমান, যদি হই তৃণ সমান, পাব পরিত্রাণ; তবে তোমারে সঁপিয়ে প্রাণ, আমি চিরবৈরাগী হইব॥ ৩৩৫।

রাগিণী পরজ।—তাল একতালা।

আর দেখি না এমন। তোমা হইতে সুন্দর, সুখকর প্রলোভন প্রিয়দরশন।

সুখ সৌন্দর্য্য মহিমা কৌশলে, স্নেহ দয়া পূর্ণ মানবমণ্ডলে তোমারই প্রেম প্রতিবিম্বিত হই-তেছে অনুক্ষণ।

দেখিতে নয়ন নাহি হয় শ্রান্ত, সম্ভোগে হৃদয় কভু নয় ক্লান্ত ; অপূর্ব্ব কাহিনী, সুধাময় বাণী, করে মধু বরষণ ; প্রেমরস পানে বাড়য়ে পিপাসা, পূরে মনস্কাম না যায় লালসা, নাহি তার অন্ত, ঝরে অবিশ্রান্ত, নহে কভু পুরাতন ॥ ৩৩৬।

রাগিণী আশা।—তাল ঠুংরি।

দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী। সুখ দুঃখে সম বন্ধু এমন কে, পাপ তাপ ভয়হারী।

শঙ্কট পূরিত ঘোর ভবার্ণবে তারে কোন্ কাণ্ডারী ; কার প্রসাদে দূর পরাহত রিপুদল বিপ্লবকারী।

পাপদহন পরিতাপ নিবারি কে দেয় শান্তির বারি ; ত্যজিলে সকলে অন্তিম কালে কে লয় ক্রোড় প্রসারী ॥ ৩৩৭।

রাগিণী লুম ঝিঁঝিট।—তাল জৎ।

চরণ দেহি মাগো কাতর জনে। কত আর সহিবে বল পাপীর প্রাণে।

দুঃখেতে হৃদয় ভগ্ন, শোকে তাপে অবসন্ন; দয়াকরে দেখ চেয়ে কৃপানয়নে (একবার)

ঘোর সংসার সমরে; পাপের বিষাক্ত শরে; ব্যথিত হয়েছে অঙ্গ বাঁচাও শান্তি দানে॥ ৩৩৮।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর।—তাল একতালা।

ওগো জননী! রাখ লুকাইয়ে তব নিরাপদ কোলে। পাপ ভয়ে প্রাণাকুল, সদত চঞ্চল, দেখে পদে পদে বিঘ্ন এই ভূমণ্ডলে।

আমি সহজে দুর্ব্বল, তাতে নিঃসম্বল, বেঁচে আছি কেবল তোমার নিজ দয়া গুণে হে; কখন কি হবে কি হবে, মরি তাই ভেবে, দেখি অন্ধকার নয়নে পরীক্ষায় পড়িলে।

আমি জানিলাম এখন, তোমার নিয়ম, না হয় জীবন কভু বিপদ না ঘটিলে; কিন্তু তাহে না ডরাই, যদি শুন্‌তে পাই, তোমার অভয়বাণী সেই বিপদ কালে ॥ ৩৩৯।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল মধ্যমান।

যদি এক বিন্দু প্রেম পাই। (প্রেম সিন্ধু হে) তবে কি তোমার চরণ ছেড়ে আর কোথা যাই।

থাকি চির দিন, তোমার অধীন, ধন মান সম্ভ্রম কিছু নাহি চাই।

সকলি ত্যজিতে, অসাধ্য সাধিতে, পারি তব প্রসাদে, কিছু না ডরাই।

সংসার বন্ধন, করিয়ে ছেদন, আনন্দে নিশি দিন, তব গুণ গাই ॥ ৩৪০।

রাগিণী ইমন্।—তাল আড়া।

প্রেমভরে নিরবধি রয়েছ চাহিয়ে। (নাথ)
দেখিলে এরূপ সব দুঃখ যাই পাশরিয়ে।
ঐ প্রেম স্নেহ দৃষ্টি, করে যেন সুধা বৃষ্টি,
প্রকাশে প্রেমের জ্যোতিঃ তৃষিত হৃদয়ে।
হয় যবে সম্মিলন, তব নয়নে নয়ন, ফিরিতে
না চায় থাকে নিস্পন্দ হয়ে॥ ৩৪১।

রাগিণী সিন্ধু।—তাল মধ্যমান।

কিসের আর করিব অভিমান। (কিবা আছে
হে) সকলই তোমার চক্ষে আছে বিদ্যমান।
হয়ে পাপে কলঙ্কিত, প্রবৃত্তির বশীভূত,
স্রোতে প্রবাহিত যেন তৃণের সমান।
নাহি পুণ্য প্রেম ভক্তি, আমি যে নির্গুণ
অতি, শত পাপে অপরাধী, অধম অজ্ঞান।
অহঙ্কার চূর্ণ কোরে, বাঁচাও এ পাপবিকারে,
ওহে দর্পহারী কর ন্যায়দণ্ড বিধান॥ ৩৪২।

রাগিণী সুরট মল্লার।—তাল একতালা।

এই নিবেদন, দিও দরশন, দিনান্তে একবার ওহে দয়াময়। এক বার ভাল করে, দেখিলে তোমারে সকল অভাব পরিপূর্ণ হয়।

যখন শ্রীচরণে করিব প্রণিপাত, মাথায় হাত দিয়ে করো আশীর্ব্বাদ, পাপক্ষয় হবে, ভয় দূরে যাবে, পরশে শীতল হইবে হৃদয়।

নিত্য নিত্য আমি আস্‌ব তোমার দ্বারে, ভিখারীর বেশে ব্যাকুল অন্তরে, আশাপূর্ণ মনে সতৃষ্ণ নয়নে দেখে যাব একবার কোরে; প্রেম পুণ্যবল করে উপার্জ্জন, কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে করিব গমন, তোমার প্রসাদে শুভ আশীর্ব্বাদে, সব শত্রুগণে করিব পরাজয়॥ ৩৪৩।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল মধ্যমান।

কবে হবে সফল আমার জনম। নির্ম্মল হৃদয়ে নাথ পূজিব তব চরণ।

হেরিয়ে প্রাণমন্দিরে, সব দুঃখ যাবে দূরে, অনুরাগে দিবানিশি ঝরিবে নয়ন।

মত্ত হয়ে প্রেমমদে, থাকিব তোমার আমোদে, করিব পরমানন্দে তোমার গুণ কীর্ত্তন।

দুঃসহ পাপের ভার, বহিতে হবে না আর, পুণ্যালোকে নিরন্তর করিব বিচরণ॥ ৩৪৪।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল মধ্যমান।

ওহে ধর্ম্মরাজ বিচারপতি তোমার বিধি কে লঙ্ঘিতে পারে। কে কোথা হয়েছে সুখী অধর্ম্ম পাপ আচারে।

দর্পহারী ন্যায়বান, পাষণ্ডদলন নাম, নাহি কারো পরিত্রাণ, তোমার সূক্ষ্ম বিচারে।

দুর্ম্মতি মানবগণে, কুকর্ম্ম করি গোপনে, পায় দুঃখ পরিণামে, কর্ম্মফল ভোগ করে।

তুমি দণ্ডদাতা পিতা, মঙ্গলময় বিধাতা, দণ্ড দিয়ে মুক্ত কর এ অধম মহা পাপীরে॥ ৩৪৫।

রাগিণী খাম্বাজ ।—তাল আড়া ।

কে গো ব'সে অন্তরালে। ঠিক যেন মায়ের মত, যখন যাহা প্রয়োজন যোগাইছ যথাকালে।

সৃষ্টির আবরণে, লুকায়ে আছ কি জন্যে, কি সম্বন্ধ তোমার সনে কাণে কাণে দাও বলে।

বুঝেছি বল্‌তে হবে না, ব্যভারে গিয়েছে জানা, আপনার গুণে আপনি প্রকাশ হয়ে পড়িলে।

মা হয়ে সন্তানের কাছে, লুকাবে সাধ্য কি আছে, স্নেহের অনুরোধে প্রাণের টানে আপনি ধরা দিলে।

এত ভালবাস তবে, থাক কেন গুপ্তভাবে, আমার প্রাণ যে কেমন করে তোমার মুখ না দেখিলে॥ ৩৪৬।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল পোস্ত।

কে তুমি কাছে বসে থাক সর্ব্বদা আমার। স্বভাব প্রকৃতি রীতি মিষ্ট অতি কি নাম বল তোমার।

প্রতিদিন এত করে, কেন ভালবাস মোরে, দয়াতে মত্ত হয়ে কর কেবল উপকার।

রূপে গুণে অনুপম, দেখি নাই কোথা এমন, মধুর আকর্ষণে, প্রাণটানে, তোমার পানে বারেবার।

নাই আলাপ নাই পরিচয়, দেখিলে মন মোহিত হয়, চিনেও চিনিতে নারি, একি দেখি চমৎকার।

সম্বন্ধে কে হও তুমি, জনক কিম্বা জননী, যে হও সে হও কিন্তু তুমি আমার আমি তোমার॥ ৩৪৭।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল একতালা।

ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা। হয়ে পবিত্র দেবতা, দেখিছ স্বচক্ষে, বসিয়ে সম্মুখে, সন্তানগণের কত জঘন্যতা।

পরম ন্যায়বান্ বিশ্বপতি হয়ে, কেমনে এমন অত্যাচার সয়ে, থাক নাথ চির দিন; তুমি এক পলকেতে, পার যে নাশিতে, শত পাষণ্ডের কুটিল ধূর্ত্ততা।

বলিহারী তব ধৈর্য্য ক্ষমা গুণে, উদার ব্যবহার প্রেমের শাসনে, জান ভাল কিসে হয়; তুমি মঙ্গলের জন্য, দিয়াছ সন্তানে, মহামূল্য ধন বিবেক স্বাধীনতা।

সাক্ষীরূপে কাছে আছ দিবানিশি, তবু পাপাচারে হই হে সাহসী, নাহি লজ্জা, নাহি ভয়; ধিক্ ধিক আমাদের অধম জীবনে শুনিনে এ হেন সুহৃদের কথা॥ ৩৪৮।

রাগিণী বিভাস।—তাল একতালা।

এ সংসার অরণ্যে, তোমার অন্বেষণে, ভ্রমিতেছি নাথ হইয়ে ব্যাকুল। কোথা দয়াময়, অনাথ আশ্রয়, দীনজনের প্রতি হও অনুকূল।

বিষম সার্দ্দূল সম রিপুগণ, অন্তরে বাহিরে করিছে গর্জ্জন, ভীষণ প্রতাপে, ভয়ে অঙ্গ কাঁপে, দেখা দাও হে; কোথা ওহে দীনবন্ধু দুর্ব্বলের বল॥ ৩৪৯।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়াঠেকা।

কোথা হে বিপদভঞ্জন। রক্ষা কর এ বিপদে দিয়ে দরশন।

ঘোর সংসার অরণ্যে, এসেছি তোমার জন্যে, করিব যোগ সাধন এই মনে আকিঞ্চন।

আমি একাকী দুর্ব্বল, তাহে প্রবৃত্তি প্রবল, চারি দিক শত্রুগণে করে আক্রমণ; পদে পদে

ধ্যানভঙ্গ, দেখে হয় মহা আতঙ্ক, এ অধম ভাগ্যে আছে কত বিড়ম্বন।

স্থির নাহি হয় চিত, নিরন্তর বিচলিত, ঘটনার স্রোতে প্রবাহিত অনুক্ষণ; যদি নাথ আপন গুণে, প্রকাশ হৃদয়াসনে, দেখে হই জীবন্মুক্ত, ওহে পাপীর জীবন ধন॥ ৩১১।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল জৎ।

গভীর অতলস্পর্শ, তোমার প্রেমসাগরে; ডুবিলে একবার কেহ আর কি উঠিতে পারে।

প্রেমিক মহাজন যারা, না পেয়ে কূল কিনারা, হইল চিরমগন, ফিরিল না আর সংসারে।

কত সুখ প্রলোভন, প্রেম শান্তি মহাধন, অনন্ত অগণন রেখেছ সঞ্চিত করে।

নিত্য সুখ শান্তি দিয়ে, আনন্দে ভুলাইয়ে, রেখেছ তাদের চিত্ত একবারে মুগ্ধ করে॥ ৩৫১।

রাগিণী বারেঁায়া।—তাল ঠুংরি।

আমার প্রাণ তোমারে ভাল বাসে। তাই আকুল হয় উদ্দেশে।

দেখিলে আনন্দ হয়, সহবাসে প্রেমোদয়, সম্ভোগে পূর্ণ হৃদয়, মুক্তি হয় পরশে॥ ৩৫২।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল কাওয়ালী।

একি অপরূপ রূপ দরশন। দেখে মন ভুলিল প্রেম দৃষ্টির মিলন।

প্রেম সুধা রাশি রাশি, বরষে দিবানিশি, নাথ তব করুণানয়ন; চাহিয়ে স্নেহভরে, সবে আশীর্ব্বাদ করে, শুভ দৃষ্টিতে প্রচারে আশ্বাস বচন॥ ৩৫৩।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল একতালা।

কার অনুরোধে তবে তোমায় ছেড়ে থাকৃব বল। যে যত সুহৃদ তাত জেনেছি অনেক কাল।

এমন কি আছে সংসারে, ভুলায়ে রাখিতে পারে, উদ্ধারিতে পারে পাপ মোহ বিকারে; দুঃখ বিপদ দুর্দ্দিনে তুমি ভরসা কেবল।

নয়ন মুদিলে আঁধার, কেহ নহে আপনার, সকলি অসার ভবে সকলি অসার, ইহ পরকালে নাথ তুমি সহায় সম্বল॥ ৩৫৪।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল জৎ।

কেমনে হব যোগী, আমি হে পাপে মলিন। (নাথ) লোভে দুরাশায় চিত, লালায়িত, ভোগ বিলাসের অধীন।

ভজন সাধনে অলস, ষড় রিপুর পরবশ, বিষয় বাসনার দাস, হয়ে আছি চির দিন। (আমি)

হিংসা দ্বেষ অভিমানে, স্বার্থ সুখ প্রলোভনে, জীবন কলঙ্কিত অবিনীত প্রেম অনুরাগ বিহীন।

নাহি ভক্তি নাহি জ্ঞান, বৈরাগ্য সমাধি ধ্যান, মোহে হৃদয় ম্লান পাষাণ সম কঠিন।

এখন এই অভিলাষ, হয়ে তব দাসানুদাস, যাঁরা পেয়েছেন তোমায় থাকি যেন তাঁদের অধীন॥ ৩৫৫।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল মধ্যমান।

সবে যোড় করে এই ভিক্ষা চাই। সদা তব মঙ্গল মূরতি, যেন দেখিবারে পাই।

সজনে বিজনে, প্রবাস ভবনে, রণে কিবা বনে, যথা তথা যাই।

বিপদ সম্পদে, বিষাদ আমোদে, জ্ঞান ধন মদে, যেন না হারাই।

বিষয় রাজ্যে, ধর্ম্ম সাম্রাজ্যে, যেন সব কার্য্যে, তব যশঃ গাই॥ ৩৫৬।

রাগিণী ঐ।—তাল ঐ।

দীনজনের এই নিবেদন। (দয়াময় হে) যেন তোমার সেবার হয় এ দেহ পতন।

নিকটে থাকিব, দাসত্ব করিব, কৃতার্থ হইব, সঁপিয়ে জীবন।

স্থান দিও অন্তে, ও চরণ প্রান্তে, ডাকিতে ডাকিতে যেন হয় হে মরণ॥ ৩৫৭।

বাউলে সুর।—তাল একতালা।

প্রেমপিঞ্জরে, রাখ হে নাথ, বন্দী করে চির দিন। পোষা পাখী হয়ে থাকি, আর ডাকি তোমায় অনুক্ষণ।

ধর আমায় প্রেমের জালে, বেঁধে রাখ প্রেম-শৃঙ্খলে, বশ কর সুকৌশলে, যেন পলাইতে না চায় মন।

নিজ হাতে দাও আহার, পবিত্র প্রেম আধার, প্রেমভরে বারম্বার শুনাও সুমিষ্ট বচন।

কর মোরে শিক্ষা দান, গাইতে তোমার নাম, করে তব গুণগান, সার্থক করি জীবন।

চাহিয়ে তোমার পানে, অনুরাগ নয়নে, মগ্ন হব নামগানে, তুমি করিবে শ্রবণ ॥ ৩৫৮ ।

বাউলে সুর ।—তাল একতালা ।

আর কোথায় যাব তোমারে ছেড়ে। (তাই বল প্রভো!) কিবা দেখিব অসার সংসারে। (কেবা আছে বল এ সংসারে)

ইচ্ছা হয় মুদে দুই আঁখি, যোগানন্দে মগ্ন হয়ে তোমাকে দেখি; (কেবল) থাকি সর্ব্বদা চক্ষের সম্মুখে, বিনয়াবনত শিরে।

বসিয়ে দুজনে বিরলে, করিব প্রেম আলাপন হৃদয় খুলে; কভু অবাক্ হয়ে শুনব বসে, তুমি কি আদেশ কর আমারে।

কখন বা থাকিব শুয়ে; তোমার চরণতলে বিহ্বল হয়ে; (প্রেমে) আবার মাঝে মাঝে দেখ্‌ব চেয়ে, প্রমত্ত প্রেমের ভরে।

কখন বা বিনা দরকারে, পাগলের ন্যায় থাকৃব কাছে বসে চুপ করে ; তাড়াইলেও সঙ্গ ছাড়িব না, ফিরে যাব না আর সংসারে ॥ ৩৫৯।

বাউলে স্থর।—তাল একতালা।

আমরা সবাই, প্রেমরসে মগ্ন হয়ে থাকৃব সদাই। হয়ে সর্ব্বত্যাগী, প্রেমিক বৈরাগী, হব তোমার প্রেমে অনুরাগী। (স্বার্থ সুখ ত্যজ্য করে হে)।

ভক্তিযোগ বলে তোমারে দেখিব, (মহা-যোগে যোগী হয়ে হে) প্রেমযোগেতে উন্মত্ত হব।

আমরা ঘুরে এলাম অনেক ঠাঁই, দেখলাম তোমা বই আর গতি নাই। (দেখিলাম নানা মতে হে)

চির ভক্ত হয়ে তোমার সঙ্গে রব, তুমি যা বলিবে তাই করিব। (আর কার কথা শুনব না হে)।

প্রেমানন্দ সুধা সুধা করে পান, আমরা ভুলিব আত্ম অভিমান। (দিব্য জ্ঞানালোক পেয়ে হে)।

ভাবরসে মন মন মত্ত হলে, সুধা পান করিব সবে মিলে। (ভক্তবৃন্দের সঙ্গে বসে হে)।

প্রেমসুরার ঘোরে অজ্ঞান হব, হয়ে আবার সুধা পান করিব। (তার উপরে আরও চাব হে)

করে প্রাণভরে সুধা পান, আনন্দে গাইব তোমার নাম। (মধুর দয়াল নাম হে)

হয়ে এক হৃদয় এক প্রাণ, মহানন্দে গাব দয়াল নাম। (শুনে পাপী তরে যাবে হে)

তোমার অনন্ত প্রেমসাগরে, এবার জীবনতরী দিব ছেড়ে। (জয় জয় ! দয়াময় বলে হে) ॥ ৩৬০ ।

বাউলে সুর।—তাল একতালা।

তোমায় ভাল না বেসে কে থাকৃতে পারে।
এমন নরাধম (দয়াময় হে) কে আছে সংসারে।

তুমি পরমোপকারী, পাপ ভয়হারী, দয়াল কাণ্ডারী ভবপারে; হও প্রাণ হতে প্রিয়, পরম আত্মীয়, কোন্ প্রাণে ভুলিব তোমারে। (বলহে নাথ)।

ওহে গুণধাম, করুণানিধান, আছ রূপে জগৎ আলো করে; কিবা মধুর প্রকৃতি সুন্দর মূরতি, চেয়ে আছ সদা প্রেমভরে। (জীবের প্রতি)

হয়ে বিশ্বের বিধাতা, স্বর্গের দেবতা, কর প্রেমভিক্ষা পাপীর দ্বারে; কতরূপে কত ভাবে, নির্গুণ মানবে, ডাকিতেছ সুখ দিবার তরে। (ভালবেসে)॥ ৩৬১।

বাউলে সুর।—তাল একতালা।

বিনা দুঃখে হয় না সাধন। সেই যোগীজনার বাঞ্ছিত চরণ রে।

সহজে কি হয় কখন পাষণ্ড দলন রে; সুখ-

শয্যায় শুয়ে কেবা পেয়েছে কখন ; সেই দেবের দুর্লভ অমূল্য রতন রে।

অশ্রুপাত করে বীজ কর রে বপন রে ; যদি মনের আনন্দে শস্য করিবে কর্ত্তন রে।

গুরুদত্ত ভার কর সুখেতে বহন রে ; এ পাপ জীবন ধ্বংস হলে পাবে নবজীবন রে।

প্রভুর কার্য্যে হয় যদি এ দেহ পতন রে ; তবে পরিণামে দিব্যধামে করিবে গমন রে॥ ৩৬২।

বাউলে সুর।—তাল একতালা

সহজে বল কে কোন্ কালে পেয়েছে সেই ব্রহ্মধন।

ফাঁকি দিয়ে কেবা কবে করেছে স্বর্গে গমন।

সংসার বাসনা ছেড়ে, কঠোর তপস্যা করে, লোকে পায় তাঁহারে ; একি কথার কথা স্বর্গের পিতা, এসে পাপীকে দিবেন দরশন।

দ্বৈত ভাব দূরে যাবে, প্রেমরসে মন মাতিবে, তবে সিদ্ধ হবে; একবিন্দু আসক্তি থাকিতে, ও ভাই হবে না তাঁর সঙ্গে মিলন।

কি হবে মিছে ভাবিলে, স্রোতে অঙ্গ দাও হে ঢেলে, দিয়ে যাও চলে; কর প্রতিজ্ঞা জনমের মতন, মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন॥ ৩৬৩।

রাগিণী আলেয়া।—তাল জৎ।

আমি এমন করে কত দিন আর কাটাব বল।
মিছে মায়াবশে সুখআশে দিন ফুরাল।

দুরন্ত ইন্দ্রিয়গণ, আমার না মানে কোন শাসন, দেখ্‌লে পাপ প্রলোভন হয় প্রবল।

একেত চঞ্চলমতি, তাহে নাই প্রেম ভক্তি, কপট সাধনে কিছু না পাই ফল।

হয়ে প্রবৃত্তির অধীন, আমি হলাম পাপেতে প্রাচীন, হল না সঞ্চয় কিছু পুণ্য সম্বল।

সংসারের কোলাহলে, প্রাণ আর থাকিতে চাহে না ভুলে, কাঁদে সকাতরে বিভু বলে হয়ে আকুল।

কি লয়ে ভুলে রহিব, মনে কি বলে প্রবোধ দিব, যা করিতে এলাম ভবে তার কি হল। (হায়)॥ ৩৬৪।

বাউলে সুর।—তাল একতালা।

মন ছাড় রে অসার বাসনা, কর প্রেমতত্ত্ব সাধন। স্বার্থলোভে অন্ধ হয়ে আর কত কাল করিবে ভ্রমণ।

হৃদয় উন্মুক্ত করে, আগে ভালবাস তাঁরে, যাঁর প্রেমকোলে সুখে করিছ প্রাণধারণ।

পবিত্র প্রেম নয়নে, দেখ নর নারীগণে, সুমিষ্ট বচনে সবে কর প্রীতি সম্বোধন।

জীবন মধুময় হবে, কঠোরতা দূরে যাবে,

উদার ভাবে দেখ্‌বে সবে আপনার হতে আপন।

সংসারের সারধন, প্রেম অমূল্য রতন, করে যেই উপার্জ্জন, চিরসুখী তার জীবন॥ ৩৬৫।

বাউলে সুর।—তাল একতালা।

সহজে হওয়া যায় না বৈরাগী।

ছেড়ে বিলাস বাসনা, বিষয় কামনা, হতে হবে প্রেমানুরাগী।

হয়ে শান্ত দান্ত নির্ভয় নিশ্চিন্ত জিতেন্দ্রিয় পরম যোগী; করে মহাযোগ সাধন, আত্ম-বিসর্জ্জন ব্রহ্মলোভে হতে হয় লোভী।

আপনারে ভুলে পরের মঙ্গলে থাকিতে হইবে উদ্যোগী; জগতের সুখে আনন্দিত হয়ে নিজে হতে হবে সর্ব্বত্যাগী॥ ৩৬৬।

বাউলে সুর।—তাল একতালা।

প্রেমতত্ত্ব রসে ডুবে দেখ্‌রে আমার মন রে।
দেখে অবাক্ হবি, ভুলে যাবি. কত পাবি অমূল্য রতন রে।
কি ছার সুখের লোভে, রাত্রি দিন মর ভেবে, তবুত মনের সুখে গেলনাকো কোন দিন; ওতোর সুখতৃষ্ণা মরীচিকায় কভু হবে না বারণ রে।
প্রেমবারি পান করিলে, সব দুঃখ যাবে চলে, প্রেম হিল্লোলে সুখে করিবিরে সন্তরণ; ও তোর হৃদয় মাঝে প্রেমের খনি কর তায় অবতরণ॥ ৩৬৭।

সুর ঐ।—তাল ঐ।

কি হবে আর ভেবে অসার ভাবনা।
দয়াল নামরসে (ব্রহ্মরূপ হ্রদে) ডুবে থাক না।

তত্ত্বসুধা পান করে, মত্ত হয়ে প্রেমের ঘোরে, পরম আনন্দে কর পরব্রহ্মের যোগ সাধনা; সকল দুঃখ দূরে যাবে পূরিবে মনস্কামনা।

মায়ার কাননে বসি, ভ্রান্ত হয়ে দিবানিশি, যাদের তরে ভাবিতেছ তারা কেউ সঙ্গে যাবে না; যা করেন বিধি তাই হবে, ভাবিলে কিছু হবে না। (তোমার)॥ ৩৬৮।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল আড়াঠেকা।

বল আর কারে ভয়।
ব্রহ্মপদে চির দিন থাকে যদি এ হৃদয়।

তাঁহার নাম করিলে, সব দুঃখ যায় চলে, গভীর মর্ম্ম বেদনা নিমেষে হয় বিলয়।

সেই প্রভুর প্রসাদে, সকলি পারি সহিতে, তাঁহার মঙ্গল পদে চির শান্তির অলয়।

তিনি বিপদের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু, মনের আনন্দে সদা গাইব তাঁহার জয়॥ ৩৬৯।

রাগিণী সিন্ধু।—তাল একতালা।

সংসার মলিন পঙ্কে সাধুজীবন কমল।
যাঁরে গুণে হয় পাপী মানবকুল উজ্জ্বল।
নরকমাঝে উৎপন্ন, যেন স্বর্গীয় কুসুম, পবিত্র
সুগন্ধে করে বিমোহিত ভূমণ্ডল।
বিধির কৃপা বিধানে, জীবের হিত সাধনে,
অন্ধকারে প্রকাশিত শুক্র তারকের আলো;
সৃষ্টির সার ভূষণ, পরম প্রিয়দর্শন, মিলে
কেবল দুই এক জন, দুর্লভ অতি বিরল।
জন্মিয়ে পৃথিবী তলে, পালিত বিধির কোলে,
প্রকাশে পুণ্যের জ্যোতিঃ নাশে পাপ
অমঙ্গল ॥ ৩৭০ ।

বাউলে সুর।—তাল একতালা।

ডুব না মজ না সংসারে আমার মন।
পড়ে মায়াহ্রদে, বিষয় মদে, থেক না হয়ে
অচেতন।

এক বিন্দু সুখ পেয়ে, একবারে অন্ধ হয়ে, যেও না ভুলিয়ে ; যবে অমৃতে উঠিবে গরল কাঁদিতে হবে তখন।

রেখেছ যারে হৃদয়ে, পরমাত্মীয় বলিয়ে, আলিঙ্গন দিয়ে ; এ নয় অন্তরঙ্গ, কালভুজঙ্গ, পলাবে করে দংশন। (এক দিন)

যতই যত্ন কর তারে, রাখিতে আপনার করে, তবু যাবে ছেড়ে ; তবে কেন দুরাশার কুহুকে হারাও রে অমূল্য জীবন।

যা করিতে ভূমণ্ডলে, জন্মিলে মানবকুলে, তার কি করিলে ; দিন ফুরাইল, হরি বল, প্রেমরসে হয়ে মগন॥ ৩৭১।

বাউলে সুর।—তাল ঐ।

প্রেমসাগরের তরঙ্গ দেখে ভয় কর না।

এই যে দেখিছ বিশাল বিক্রম, এতে ডুবিলেও মানুষ মরে না।

যে জন সাহসে ভর করে, অগাধ প্রেমসিন্ধু-নীরে, এক বার ডুবিতে পারে ; সে আর চাহে না ফিরে আসিতে, মগ্ন হয়ে আনন্দেতে, করে রত্ন আহরণ, মহামূল্য ধন, ভোলে জন্মের মতন সংসার বাসনা।

বিষয়বুদ্ধি বিলোপ হবে, ঐহিকের সুখ চলে যাবে, এখন আর তা ভাব্‌লে কি হবে ; যদি এ পাপ জীবন দিলে, অনন্তজীবন মিলে, তাতে আছে কিবা ক্ষতি, ওরে ভ্রান্তমতি, সত্যকে কেন ভাব কল্পনা।

যদি প্রেমে পাগল হয়ে, একবারে যাও হে বয়ে, স্বর্গের সুখ পাবে হৃদয়ে ; বিষয় মদে মাতয়াল যারা, তোমায় পাগল বল্‌বে তারা, কিন্তু দিব্যজ্ঞান প্রভাবে, দেখ্‌বে তুমি সবে, যেন চক্ষু থাক্‌তে হয়ে আছে কানা॥ ৩৭২।

বাউলে স্থর।—তাল একতালা।

সাধুসঙ্গ বিনা এ সংসারে শান্তি কোথায়। দেখ চারি দিক্ কোলাহলময়, বিষয় মদে মত্ত জীব সমুদায়।

শ্রান্ত পথিকের তরে, দুস্তর ভব প্রান্তরে, সাধুর জীবন জলাশয়; তাতে করিলে অবগাহন, তৃপ্ত হয় প্রাণ মন, হয় তত্ত্বজ্ঞানোদয়, নাহি থাকে ভয়, মোহ অন্ধকার দূরে যায়।

আত্মসুখ ত্যজ্য করে, নিস্বার্থ সরল অন্তরে, কে দেয় প্রাণ পরের তরে; পরিত্রাণের সমাচার লয়ে, দ্বারে দ্বারে বিলাইয়ে, কে আর করে উপকার, নাশে পাপাচার, অভয় দানে প্রাণেতে বাঁচায়।

মানবকুলের মিত্র, ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র, সাধু ভক্ত অমূল্য রতন; তারা পাপীর পরম সহায়, মুক্তিপথের উপায়, ভক্তিশাস্ত্রের লিখন, বোঝে সেই জন, আছে যার হৃদয়ে কিছু বিনয়।

প্রেমদাস বৈরাগী বলে, ব্রহ্মকৃপা না হইলে,

সাধু ভক্তে চেনা নাহি যায় ; তাঁদের সেবায় হয় জীবন ধন্য, দরশনে মহাপুণ্য, সহবাসে মুক্তি হয়, অধম তরে যায়, ইহাতে নাহি কোন সংশয় ॥ ৩৭৩

সুর ঐ তাল ঐ।

যদি সহজ পথে মুক্তিধামে করবে গমন। তবে কর হে মনের অনুরাগে, সেই দয়াময় প্রভুর নাম সাধন।

সংসার আসক্তি ছাড়ি, বৈরাগ্য অভ্যাস করি, ভক্তিযোগে হওরে মগন ; চিত্তবৃত্তি সংযম করে, হৃদয়ে দেখহে তাঁরে, বিশ্বাস নয়ন খুলিয়ে, একান্তে বসিয়ে, পাবে ঘরে বসে স্বর্গ ওরে মন।

সাধু মহাজন সঙ্গে, প্রেমালাপ সৎ প্রসঙ্গে, থাক সদা হয়ে অকিঞ্চন ; ভক্তবৃন্দের পদরেণু হয়ে, সেবা কর প্রাণ দিয়ে, হও তৃণের সমান, ত্যজ অভিমান, কর ভক্তিভাবে নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৩৭৪।

রাগিণী আলেয়া।—তাল একতালা।

কার তরে আর মন আমার করিছ বিলম্ব এখন।
কি লোভে মোহিত হয়ে ভ্রমিতেছ অকারণ।
এ নহে বিশ্রাম স্থান, নিত্য সুখ শান্তিধাম,
যেতে হবে বহু দূরে কর তার আয়োজন।
দিয়েছ যদি হে প্রাণ, কেন আর তবে ক্রন্দন,
সাধনে হলে মরণ পাইবে নবজীবন॥ ৩৭৫।

রাগিণী খট ভৈরবী।—তাল পোস্ত।

দয়াল নামামৃত রসে ডুবে থাক্‌রে আমার মন।
চিরবৈরাগ্য ব্রত করিয়ে অবলম্বন।
নিষ্কাম নিঃসঙ্গ ভাবে কর সংসার পালন,
জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মযোগের একত্রে কর সাধন।
প্রেমমদিরা পানে মত্ত হয়ে অনুক্ষণ, সাধুসঙ্গে
সৎপ্রসঙ্গে কর সুখে কাল হরণ॥ ৩৭৬।

রাগিণী পিলু বাহার।—তাল জৎ।

ত্যজিয়ে সংসার আশা করিব যোগ সাধন।
আশীর্ব্বাদ কর নাথ যেন মনোবাঞ্ছা হয় পূরণ।
দেহ মন প্রাণ দিয়ে, পদানত ভৃত্য হয়ে;
একান্ত হৃদয়ে প্রভু সেবিব তব চরণ।
তোমার ধ্যান চিন্তনে, জপ তপঃ নাম গানে;
নিশ্চিন্ত আনন্দ মনে কাটাব এই জীবন।
অসার সুখেতে ভুলে, বৃথা দিন গিয়েছে চলে, এখন প্রমত্ত বৈরাগী হয়ে থাকিব এই আকিঞ্চন॥ ৩৭৭।

বাউলে সুর।—তাল একতালা।

ভুল্‌ব না আর সংসার মায়ায় হল কেবল পণ্ডশ্রম, গেল সব দিন, অনিত্য সুখের আশায়।
আর কেন এখনো রে মন শীঘ্র আমায় দাও বিদায়; প্রাণ হয়েছে আকুল, (রে) বিরহে চঞ্চল, না দেখে সেই জীবনসখায়।

বৈরাগ্যআশ্রম, করিয়ে গ্রহণ, তপস্যায় জীবন করিব ক্ষয় ; হব প্রেমিক সন্ন্যাসী, উন্মত্ত উদাসী, ত্যজে অভিমান লজ্জা ভয় ॥ ৩৭৮।

রাম প্রসাদী সুর।

মিছে আর কেন ভাবনা। ও মন ভেবেত কভু কুল পাবে না।

ভেবেই বা কি করবে বল, ক্ষমতায়ত কুলাবে না ; এই অনন্ত বিশ্ব মাঝারে তুমি ক্ষুদ্র কীট বইত না।

সর্ব্ব মূলাধার যিনি তাঁরে কেন ভার দাও না ; হয়ে অবিশ্বাসী দিবানিশি করো না বৃথা সূচনা।

যাঁর হাতে ব্রহ্মাণ্ড আছে তাঁ হতে কি তোমার ভাবনা ; ছেড়ে কুটিল বুদ্ধি, মন্দমতি কর তাঁর উপাসনা ॥ ৩৭৯।

রাম প্রসাদী সুর।

লও মন বৈরাগ্য ব্রত। হয়ে বিষয়ের কীট পাপের অধীন থাকিবে আর বল কত।

সুখের লোভে ঘুরে ঘুরে এত দিন বেড়াইলেত; এখন বাপের সুপুত্র হয়ে হও তাঁর শরণাগত।

বাসনা থাকিতে কভু ভাবনা ঘুচিবেনাত; ও মন ভাবনা চিন্তা না ঘুচিলে সুখ শান্তি পাবে নাত।

ভক্তিজটা শিরে ধরি বিনয়ে হও অবনত; মাখি প্রেমের বিভূতি অঙ্গে ভজ নিত্য ব্রহ্মপদ।

সংসারে নির্লিপ্ত থাক পদ্মপাতের জলের মত; ও মন পরের সুখে হয়ে সুখী, কর জগতের হিত ॥ ৫৮০।

কীর্ত্তন।

মনের আনন্দে বিভুগুণ গাও। গাও রে আনন্দ মনে বদন ভরে গাও। দিনান্তে নিশান্তে

গাও, পরমানন্দে গাও। নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে, (আর কিবা ভয় আছেরে) দিবানিশি গাও। ভয় ভাবনা ত্যজি, (মিছে কি হইবে ভেবে রে) সদানন্দে গাও। বিপদে সম্পদে গাওরে সুখে দুঃখে গাও। শয়নে স্বপনে গাও রে (আর কিবা কায আছেরে) যথা তথা গাও। নামগুণ গান করি, প্রেমরসে মত্ত হও। গাইতে গাইতে পথে (সংসার দুর্গম পথে রে) নির্ভয়ে চলে যাও॥ ৩৮১।

রাগিণী পিলু বাহার।—তাল জং।

কি ভয় ভাবনা মন রে লয়েছি যাঁর আশ্রয়।
সর্ব্বশক্তিমান তিনি অনন্ত করুণাময়।
একবার ব্যাকুল অন্তরে, দয়াল বলে ডাক্‌লে তাঁরে, সেই দীনবন্ধু ভক্তবৎসল দেখা দিবেন তোমায়।

কি করিবে শক্রগণে, অপমানে নির্যাতনে,
না হয় মরিব প্রাণে গাইয়ে তাঁহার জয়।

শুনেছি আশাবচন, মরিলে পাব জীবন,
চিরকাল সুখে থাকিব এই তাঁর অভিপ্রায়।

নির্জ্জন হৃদিকুটীরে, লয়ে সেই প্রাণের ঈশ্বরে,
আনন্দ আহ্লাদে সদা করিব জীবন ক্ষয়।

তাঁর কাছে খাটি হয়ে, থাক হে তুমি নির্ভয়ে,
বিশ্বাসের দুর্গে বসে বল জয় জয় দয়াময়॥ ৩৮২।

রাগ ভৈরব।—তাল একতালা।

উঠ জয়ব্রহ্ম বলে হও রে চেতন। দেখ নিরখিয়ে, নয়ন মিলিয়ে, কিবা শোভা অনুপম।

মারুত হিল্লোলে, বনরাজি দোলে, করে সুরভী বহন; শিশিরসিঞ্চিত, নবকুসমিত, শ্যামল উপবন।

সুমধুর রবে, বিহঙ্গম সবে, সুখে গায় বিভুগুণ; সরসী সলিলে, প্রফুল্ল কমলে, ঝঙ্কারে অলিগণ।

লোহিত বরণে, পূরব গগণে, উদিত তরুণ তপন; হল মনোহর, পরম সুন্দর, প্রকৃতির প্রিয়বদন।

মহা কলরবে, জেগে উঠে সবে দেয় নিজ কার্য্যে মন; ছিল মৃতপ্রায়, বিঘোর নিদ্রায়, এবে পাইল নবজীবন।

দিবসের কর্ম্ম, নিত্যব্রত ধর্ম্ম, সাধনের কর আয়োজন; প্রণমি ঈশ্বরে, বিনীত অন্তরে, স্বকার্য্যে কর গমন।

হইয়ে প্রহরী, যিনি বিভাবরী, করিলেন জাগরণ; সেই দয়াময়ে, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, কর রে জীব স্মরণ।

ছিলে তাঁরই কোলে, ঘোর নিশাকালে, গভীর নিদ্রায় মগন; তিনি প্রাণাধার, কর বার বার তাঁহারে অভিবাদন॥ ৩৮৩।

রাগিণী খট ভৈরবী। —তাল পোস্ত।

থাক্‌ব না আর এ পাপরাজ্যে ব্রহ্মলোকে যাব চলে। সুখে বাস করিব তথা ব্রহ্মকল্পতরু মূলে।

প্রেমের বীজ করিয়ে রোপণ ভক্তিনদীর উপকূলে; হৃদয়ভাণ্ডার পূর্ণ করিব পুণ্য সম্বলে।

অমর হয়ে অমৃত পান করিব সবেমিলে; ভক্তবৃন্দ সঙ্গে সদা ভাসিব প্রেম হিল্লোলে।

অসার নীচ বাসনা সকলই যাইব ভুলে; হয়ে অনুরাগী প্রেম বৈরাগী বিলাব প্রেম হৃদয় খুলে॥ ৩৮৪।

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী।—একতালা।

শিব সুন্দর চরণে মন মগ্ন হয়ে রও রে।

ভজরে আনন্দময়ে, সব যন্ত্রণা এড়াও রে, বিভু পাদপদ্মে সুধাহ্রদে ডুবে প্রাণ জুড়াও রে।

শুদ্ধ সত্ত্ব হিরন্ময় মানসপটে তাঁরে, নিরখিয়ে সচেতনে পূর্ণকাম হও রে॥ ৩৮৫।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল কাওয়ালী।

নমো বিশ্বপতি, অনাদি, অশেষ, অপার, অগম্য, পুরাণ, মহেশ।

নিত্য, সত্য, বিভু, ব্রহ্ম, সনাতন, আদি-দেব, স্রষ্টা, পাত', গুণধাম; অখিলনাথ, অবিনাশী, প্রাণেশ্বর, অক্ষয়, অনন্ত, জীবন, আধার।

স্বয়ম্ভু, ভূমা, সর্ব্বশক্তিমান, অখণ্ড, অচিন্ত্য, জগজ্জনবন্দন; অবাংমানসগোচর, পরমপরাৎপর, অতীন্দ্রিয়, পরিপূর্ণ, মহান।

নমো জগদীশ, পুরুষ পরমাত্মন, সর্ব্বনিয়ন্তা, প্রভু, কারণকারণ; স্বপ্রকাশ, সর্ব্বব্যাপী, সারাৎসার, অসীম, অরূপ, মহিমাসাগর।

অন্তরাত্মা, সারবান, মূলাধার, বিশ্বম্ভর পর-মেশ, নিরাকার; জীবন্ত, উদার, প্রশান্ত, গম্ভীর, ধর্ম্মরাজ, বিশ্বেশ্বর।

প্রবল প্রতাপশালী, মহাপরাক্রান্ত, বিশাল-

বলবান, প্রত্যক্ষ, জ্বলন্ত; অটল, অচল, পরম উজ্জ্বল, নির্ব্বিকল্প, জগন্নাথ।

অজর, অমর, অশোক, অভয়, অদ্ভুত, অচ্যুত, অনির্ব্বচনীয়; চিন্ময়, শাশ্বত, কল্পনাতীত, পুরুষোত্তম, মৃত্যুঞ্জয়।

জ্ঞানময়, সর্ব্বসাক্ষী, অন্তর্যামী, সর্ব্বজ্ঞ, চৈতন্য, ব্রহ্মাণ্ডস্বামী; জাগ্রত, প্রহরী, বিপুলবীর্য্যধারী, পুণ্যপাপদর্শী, প্রকাশবান।

ন্যায়বান, অভ্রান্ত, বিচারক, পাষণ্ডদলন, দণ্ডবিধায়ক; মহা প্রভান্বিত, সর্ব্বগুণান্বিত, রাজাধিরাজ, দর্পহারী।

সদানন্দ, প্রেমময়, শান্তিদাতা, সুধাসিন্ধু, সুখস্বরূপ দেবতা; নিত্যানন্দধাম, চিত্তবিনোদন, হৃদয়রঞ্জন, প্রাণারাম।

সুন্দর, মনোহর, অমৃতনিকেতন, নয়ন অভিরাম, প্রিয়দরশন; হৃদয়বল্লভ, দেবেরদুর্ল্লভ, রসসাগর, প্রীতিপ্রস্রবণ।

বিচিত্রশোভন, অতুল, অনুপম, সচ্চিদানন্দ, অপরূপ, প্রিয়তম; সৌন্দর্য্যেরসার, প্রেমের আকর, চিত্তহারী, প্রসন্নবদন।

অমূল্যনিধি, হৃদিভূষণ, পরশমণি, চিরন্তনধন, পরমার্থ প্রেমাস্পদ; জীবিতেশ্বর, সুখশান্তি-সরোবর, শ্রীনিবাস, প্রেমচন্দ্র, সুধাকর।

মঙ্গলময়, বিধাতা, প্রজাপতি, অনাথশরণ, অগতিরগতি; পিতা, মাতা, সখা, সুহৃদ, বান্ধব, হিতকারী, সিদ্ধিদাতা।

দয়ারসাগর, কৃপাঅবতার, দীনবন্ধু, দুঃখ-দারিদ্র্যভঞ্জন; কাঙ্গালশরণ, বিঘ্নবিনাশন, শুভা-কাঙ্ক্ষী, চিরকল্যাণদাতা।

বিপদকাণ্ডারী, হৃদয়বিহারী, প্রতিপালক, গুরু, সর্ব্বপাপহারী; চরমসহায়, করুণানিলয়, অভয়দাতা, অবলম্বন।

ভক্তবৎসল, দীনদয়াল, ঠাকুর, অকিঞ্চননাথ,

স্নেহের সাগর; দুর্ব্বলের বল, জীবনসম্বল, কল্প-তরু, সর্ব্বসুখদাতা।

সেবক আশ্রয়, পরম আত্মীয়, প্রাণসখা, দীন-নাথ, দয়াময়; দরিদ্রের ধন, নয়নঅঞ্জন, কৃপা-জলধি, ভবখণ্ডন।

এক, অদ্বৈত, অধিরাজ, পরমপদ, সর্ব্বাধিপতি, শেষগতি, চিরসম্পদ; ভকতসেবিত, যোগীজন-বাঞ্ছিত, পরমারাধ্য, সম্ভজনীয়।

ভক্তিভাজন, মোক্ষসেতু, জ্যোতির্ম্ময়, নির্ব্বি-কার, পরিশুদ্ধ, পুণ্যালয়; নিরমল, নিরবদ্য, নিরঞ্জন, অধমতারণ, পতিতপাবন।

পবিত্ররূপ, পরমাত্মা, মুক্তিদাতা, নিষ্কলঙ্ক, ঈশ, পাতকনাশন; উদ্ধারকারী, হরি, পাপ-সন্তাপহারী, কলুষান্তক, পরিত্রাতা।

কলঙ্কভঞ্জন, লজ্জানিবারণ, বিমলপ্রভাকর, দুর্গতিহরণ; বিশ্বজনত্রাতা, সুখমোক্ষদাতা, পাপী গতি ভবকর্ণধার॥ ৩৮৬।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল একতালা।

যে জন ভালবাসে আমারে, চাহে সরল অন্তরে। আমি কি পারি কখন ছেড়ে থাকিতে তারে।

গাভী যেমন বৎস পিছে, থাকে সদা কাছে কাছে, আমি আমার ভক্তসঙ্গে, থাকি সদা তেমনি করে।

জীবনের ভার আমায় দিয়ে, থাক রে নিশ্চিন্ত হয়ে, ভয় নাই ভব সাগরে; আমাকে ভজনা করে, কে কবে গিয়েছে ফিরে, ডেকে দেখা না পেয়ে, নিরাশ মনে সংসারে॥ ৩৮৭।

রাগিণী আলেয়া।—তাল জৎ।

আমি সহজে মিলিত হই পাপীর সনে।
যদি ডাকে সে একবার আমায় কাতর প্রাণে।

দিবানিশি জেগে থাকি, আমায় কখন কে ডাকে তাই দেখি, শুনিলে ক্রন্দন আর থাক্‌তে পারি নে।

কে কোন্ ভাবে চায় আমারে, আমি জানি সব থেকে অন্তরে, কপট বিলাপে অনুতাপে ভুলি নে।

অহঙ্কারী পাপী যারা, ওরে আমার দেখা পায় না তারা, দীনজনের বন্ধু (ভগ্নহৃদয়বাসী) আমিস কলে সকলে জানে॥ ৩৮৮।

শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।